অস্ট্রেলিয়া থেকে
প্রকাশিত একমাত্র
বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি™

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Suprovat Sydney

The only Bengali
Community Newspaper
in Australia

Suprovat Sydney, July-2021, Volume-7, No-13 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

ল্যাকেম্বায় সঙ্গবদ্ধ বাঙালি প্রতারক চক্র!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ল্যাকেম্বা সিডনির একটি বাঙালি অধ্যুষিত এলাকা। অনেক বাঙালি এখানে সুনামের সাথে দীর্ঘদিন বিভিন্ন ব্যবসা করে মানুষের মন জয় করেছে। অনেক ভালো লোকের পাশে অসৎ অথচ সঙ্গবদ্ধ অল্প কিছু বাঙালি আছে, যারা আইনের ফাঁক ফোকর থেকে বের হয়ে অনেক বড় বড় অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। একেকজন একেক ধরনের অপকর্মে পারদর্শী এ সমস্ত প্রতারকরা। তারা বিভিন্ন উপায়ে সাধারণ মানুষের সাথে প্রতারণা করে মানুষকে রাস্তায় বসিয়েছে। প্রতারিত হয়ে বেশিরভাগ নিরীহ মানুষই মুখ খুলতে নারাজ। মুখ না খোলার কারণে এদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা যেমন কষ্টকর তেমনি নতুন করে একের পর মানুষ তাদের ফাঁদে পা দিচ্ছে। *৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সভা

গঠনতন্ত্র বিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকায় তিনজনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২৮ জুন সোমবার সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের কার্যকরী পরিষদের এক জরুরি সভায়, গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে সংগঠনের বাইরের লোকদের নিয়ে অনুষ্ঠান করে এজিএম নামে চালানর দায়ে তিনজনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। জুমের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. এনাম হক। ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আউয়াল খানের পরিচালনায় সংখ্যাগরিষ্ট নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্বান্ত গ্রহণ করা হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত করেন ড.ফজলে রাব্বি। সিডনি লকডাউন ও করোনার সতর্কতার প্রতি লক্ষ্য রেখে বিশেষ এ সভায় সকলের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। সভায় সকল সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন ও অসাংগঠনিক কার্যক্রমে লিপ্ত থাকার দায়ে একজনকে বহিষ্কার ও অপর দুইজনকে কেন *৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

আমেরিকায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার নামে সড়ক উন্মোচন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

আমেরিকায় মেরিল্যান্ডে বাল্টিমোর শহরে সরকারিভাবে Ziaur Rahman Way নামে সড়কের নাম করা হয়েছে। ২০ জুন রোববার এ সড়কের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। মোড়ক উন্মোচনের অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি এবং লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমান ভার্চুয়ালে অংশ নেন। *১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia
Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

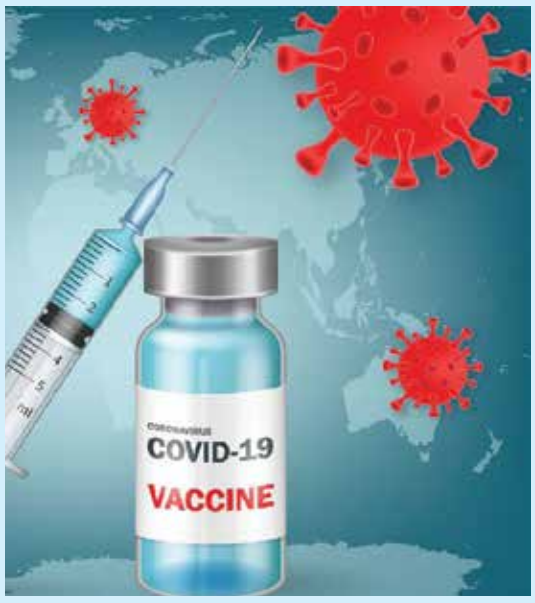

সুপ্রভাত সিডনির জুলাই সংখ্যা যখন ছাপাখানায় যাচ্ছে তখন অস্ট্রেলিয়ার বেশিরভাগ স্টেটেই চলছে নানা মাত্রার লকডাউন ও নানা মাত্রার নিষেধাজ্ঞা। নিউ সাউথ ওয়েলসে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ভাইরাস সংক্রমণ সনাক্ত হওয়ার সাথে সাথেই দুই সপ্তাহের কঠোর লকডাউন আরোপ করা হয়েছে। এর পরেই ঘোষণা করা হয় কুইনসল্যান্ডে তিন দিনের লকডাউন, পাশাপাশি সাউথ অস্ট্রেলিয়া এবং নর্দান টেরিটরিতেও বেশ কিছু কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উপর। অস্ট্রেলিয়াতে ভ্যাকসিন দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় সরকারী ব্যর্থতা প্রমাণিত বাস্তবতা হলেও আন্তর্জাতিক ভ্রমণ সীমিত করার মাধ্যমে ভাইরাসের বিপুল সংক্রমণ এ পর্যন্ত ঠেকানো গিয়েছে। নতুন করে এই সংক্রমনে সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে ভাইরাসটির মারাত্মক সংক্রমণের আশংকায়। তথাপি সবগুলো স্টেটের সরকার এবং সরকারী নানা মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সক্রিয় হয়ে উঠার কারণে আশা করা যাচ্ছে এবারও হয়তো অস্ট্রেলিয়া পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি থেকে বেঁচে যেতে পারে। এখনো পর্যন্ত সংক্রমণের নানা সংখ্যা জানা গেলেও কোন মৃত্যুর ঘটনা জানা যায়নি।

বাংলাদেশ নানা দিক থেকেই পিছিয়ে থাকা দেশ। বিভিন্ন উন্নত দেশের সাথে তুলনা করে অনেকে নানা বাগাড়ম্বর করলেও আমরা বাস্তবে প্রত্যাশা করি না যে উন্নত দেশের উন্নত সুযোগ সুবিধা সমানভাবে বাংলাদেশেও থাকবে। কিন্তু সব সুযোগ সুবিধা ও সমাধানের জন্য একমাত্র অর্থনৈতিক সক্ষমতাই জরুরী শর্ত নয়, বরং সদিচ্ছা ও বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োজন। বাংলাদেশে মহামারী ব্যবস্থাপনায় দেখা যাচ্ছে এক তুমুল ব্যর্থতা এবং নির্মম কৌতুককর অবস্থা।

মুজিববর্ষ উদযাপনের নামে চরম নির্বুদ্ধিতা করে সারাদেশে ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার যে দুর্বৃত্তপনা বিগত বছরে দেখা গিয়েছিলো, এ বছরেও তার ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে। ভয়াবহ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট সনাক্ত হওয়ার পর সারাদেশে স্বাস্থ্য অধিদফতরের স্বীকার করে নেয়া সংখ্যা অনুযায়ীই প্রতিদিন একশরও বেশি মানুষ মারা যাচ্ছে, সনাক্ত হচ্ছে হাজার হাজার নতুন রোগী এবং বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছে অসংখ্য মানুষ।

এর ভেতরেও সরকারের নানা সার্কাস ও দড়িবাজির খেলা অব্যাহত রয়েছে। প্রথমে তারা ঘোষণা করেছে কঠোর লকডাউন, তারপর শাটডাউন, তারপর আবার তারা সেই শাটডাউনের তারিখ পিছিয়েছে। কখনো তারা লকডাউন ঘোষণা করে ঢাকা ও তার আশেপাশের এলাকায়, কখনো তারা লকডা্উন ঘোষণা করে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। বাংলাদেশ সরকার যেন বলতে চায় করোনাভাইরাস তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও নির্দিষ্ট এলাকায় ছড়ায়!

এছাড়াও বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনযাত্রায় ও রুজি-রোজগারে এসব হাস্যকর লকডাউনের কি প্রতিক্রিয়া হবে এবং কত মানুষ নীরব দুর্ভিক্ষে ভুগবে তার কোন চিন্তা না করেই নির্বুদ্ধিতার চর্চা এখন বাংলাদেশে স্বাভাবিক একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মেধা ও যোগ্যতার পরিবর্তে দলান্ধতা ও দালালীর মহামারীর কূফল এভাবেই সারা দেশ প্রত্যক্ষ করছে। কোন ধরণের বাস্তব পরিকল্পনা ও জনগণের কল্যাণ চিন্তা ছাড়াই উদ্ভট উটের পিঠে চড়ে লুটপাটের মহোৎসবে একটি সম্ভাবনাময় দেশ ও কোটি কোটি মানুষের জীবন কিভাবে ধ্বংস করা যায় তারই এক উদাহরণ হয়ে থাকবে বর্তমানের বাংলাদেশ।

সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল সংখ্যালঘুদের প্রতারণা সমাচার

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের বিভাজন নিরসনে গঠিত ৫ সদস্যের কমিটি সম্প্রতি তাদের কয়েকটি সুপারিশ প্রদান করেছেন। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলসহ বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হচ্ছে। দ্রুত পরিপূর্ণ রিপোর্ট প্রদান করবেন বলে জানা গেছে।

পাঁচ সদস্যের গঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দরা হলেন, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি মাহাবুব চৌধুরী, সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, সোস্যাল এ্যাক্টিভিস্ট অ্যান্ড অর্গানাইজারের ইব্রাহিম খলিল মাসুদ, ইসলামী বেতার সিডনির পরিচালক আলতাফ হোসেন, মাল্টিকালচারাল সোসাইটি অব ক্যাম্বেলটাউনের জেনারেল সেক্রেটারী মো. শফিকুল ইসলাম।

প্রদর্শিত সুপারিশটা হুবহু উল্লেখ করা হলো, 'আপনারা অবগত আছেন বিভাজিত সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের বিবাদ নিরসনে সংগঠনটির কার্যকরী কমিটির মেজরিটি কর্মকর্তাগনের অনুরোধে এবং অনেকটা সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে আমরা বিবাদ নিরসনে সংগঠনটির কতিপয় (কার্যকরী কমিটির ১৩ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৩ জন) কর্মকর্তার ডাকা ২০ জুনের এন্যুয়াল জেনারেল মিটিং স্থগিত করে আলোচনার মাধ্যমে বিবাদ নিরসনের আহ্বান করেছিলাম। মেজরিটি অংশের প্রতিনিধিগণ আমাদের কথায় সায় দিলেও মাইনরিটি অংশ তাদের পূর্ব নির্ধারিত এজিএম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

সাবেক সাধারণ সম্পাদক পরবর্তীতে আমাদের পাঁচ সদস্যের মধ্যে অনেকের সাথে টেলিফোনে এবং মেসেজ আদান-প্রদানে সমস্যা সমাধানে আমাদের মধ্যস্থতায় সম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, তারা পরের দিন তাদের এজিএম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেন এবং নতুন কার্যকরী কমিটিও ঘোষণা করেন।

তাদের এসকল কার্যক্রম সামাজিক রীতি নীতির বিপরীতে হয়েছে বলে আমরা মনে করি। উল্লেখ্য যে সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমাদের পাঁচ সদস্যের অন্যতম দেলোয়ার হোসেন এবং ইব্রাহিম খলিল মাসুদের সাথে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিলেন যে তারা সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল নামটি ব্যবহার করে এজিএম করবেন না।

অথচ নিয়ম বহির্ভূতভাবে Incorporated Association এর বিধি লংঘন করে এখনও একই নামে সংগঠন পরিচালনা করছেন। সংখ্যালঘু অংশের সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের নামে সংগঠন পরিচালনা যেমন আইনসঙ্গত নয়; তেমন আমরাও প্রতারিত বোধ করেছি।

তা'ছাড়া আমরা সাধারণভাবে Incorporated Associationএর বিধিমালা অনুসরনে নিম্নলিখিত ব্যত্যয় হয়েছে বলে মনে করছি:

- সংখ্যালঘু অংশের সদস্য নবায়ন বিধিসম্মত নয়,
- সংখ্যালঘু অংশ এজিএম করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেননা;
- সংখ্যালঘু অংশের পাবলিক অফিসার নিয়োগ দেয়ার এখতিয়ার বিধিবহির্ভূত;
- সংখ্যালঘু অংশের যেহেতু ব্যাংক হিসাব পরিচালনার এখতিয়ার নেই সেহেতু ট্রেজারারের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশও বিধিবহির্ভূত;
- সংখ্যালঘু অংশ এখন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল নামে কোনো সংগঠন করার এখতিয়ার রাখেননা;
- সংখ্যালঘু অংশ অন্য যেকোনো নামে তাদের সংগঠন Incorporate না করে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের নামে কার্যক্রম পরিচালনা করলে আইন অমান্য করা হবে বলে আমরা মনে করি।

আমরা সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে সংখ্যালঘু অংশকে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের নামে কার্যক্রম পরিচালনা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিচ্ছি যা' শুধুই পরামর্শ হিসেবে গ্রহণ করার অনুরোধ করছি।

আমরা আমাদের দায়িত্বের অংশ হিসেবে আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে Full Reportএবং সুপারিশ উভয় পক্ষের কাছে পৌঁছে দিবো। সকল পক্ষের শুভ কামনা করছি।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মানবতাবিরোধী অপরাধ গুমের অবসান বাংলাদেশে কখন হবে?

ড. ফারুক আমিন

গত ১০ জুন ২০২১ তারিখ বৃহস্পতিবার রংপুর থেকে ঢাকায় ফিরছিলেন একত্রিশ বছর বয়সী তরুণ ইসলামী বক্তা আবু ত্বহা মুহাম্মদ আদনান। রংপুরে তিনি গিয়েছিলেন একটি ইসলামী অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করার জন্য। দুপুরে সড়কপথে রওনা দিয়ে রাতের বেলা ফোনে তার স্ত্রীকে জানান ঢাকায় প্রবেশ করে গাবতলীতে পৌছেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসায় পৌছবেন। কিন্তু ঐ রাতে তিনি আর বাসায় ফেরেননি।

স্বাভাবিকভাবেই যখন তার পরিবারের পক্ষ থেকে খোঁজখবর করা শুরু হয় তখন দেখা যায় তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ। যেই রেন্ট-এ-কারের ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে তিনি ও তার দুইজন বন্ধু একসাথে ফিরছিলেন, সেই গাড়িটির ড্রাইভার এবং সাথে ঐ দুইজন বন্ধুও বেমালুক হারিয়ে গেছে। জলজ্যান্ত চারজন মানুষ রাজধানী ঢাকার বুক থেকে উবে গেলো এবং তাদেরকে সহ গাড়িটি আর কোথাও পাওয়া যাচ্ছিলো না।

আবু ত্বহার স্ত্রী যখন গাবতলী থানায় জিডি করতে গেলেন তখন পুলিশ সেই সাধারণ ডায়েরী নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তার হারিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচনা তৈরি করলে সবাই স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয় পুলিশ, র‍্যাব অথবা ডিজিএফআই; সরকারী কোন একটি সংস্থা হয়তো আবু ত্বহা সহ তার সাথীদেরকে গুম করেছে।

সাধারণ মানুষের এই ধারণা বিনা কারণে তৈরি হয়নি। বাংলাদেশে সরকারী 'আইন-শৃঙখলা রক্ষাকারী' বাহিনীর হাতে মানুষ গুম হয়ে যাওয়া বর্তমানে একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ দেশে কোন মানুষকে বেমালুম গায়েব করে দেয়া এখন একমাত্র ক্ষমতাশালী সরকারী সংস্থাগুলোর পক্ষেই সম্ভব। এমনও অনেক মানুষ আছেন যারা আট-দশ বছর হলো হারিয়ে গিয়েছেন। যাদের পরিবারের সদস্যরা এখনো তাদের স্বজনকে ফিরে পাওয়ার আশায় দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়ে ঘুরছে। মানবতার এমন নিদারুণ অবমাননা বর্তমান বাংলাদেশের একটি নিত্য ঘটনা।

ঠিক একই ভাবে আজ থেকে পায় নয় বছর আগে ২০২১২ সালের ১৭ এপ্রিল ঢাকার রাস্তা থেকে হারিয়ে গিয়েছিলেন বিএনপির নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলী। সেদিনের পর থেকে রাজপথের লড়াকু সৈনিক এই নেতাকে তার গাড়ি ও ড্রাইভার সহ আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

গত দশ বছরের আওয়ামী শাসনামলে গুম হওয়া মানুষের সংখ্যা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিশিয়াল হিসাব অনুযায়ী ছয়শ জনের বেশি। অনানুষ্ঠানিকভাবে এই সংখ্যা এর অনেক গুণ বেশি হবে বলেই সচেতন মানুষরা মনে করেন। প্রায় প্রতি মাসেই বাংলাদেশের অসংখ্য গুম-খুনের ঘটনা কোন পত্রিকার পাতা কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আলোচনায় পৌছতে ব্যর্থ হয়।

আওয়ামী লীগের হাতে গুম হওয়া আলোচিত মানুষদের মাঝে আরও আছেন জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের সন্তান আবদুল্লাহিল আমান আযমী। সেনাবাহিনী থেকে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করার পর তাকে ২০১৬ সালের ২৪ আগস্ট তারিখে ঢাকার বাসা থেকে বিপুল পরিমাণ গাড়ি ও বাহিনীর বহর তুলে নিয়ে যায়। আজও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

একই ভাবে সন্ধান পাওয়া যায়নি এর দুই সপ্তাহ আগেই ৯ আগস্ট তারিখে ঢাকার বাসা থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া জামায়াত নেতা মীর কাশেম আলীর সন্তান ব্যারিস্টার আহমেদ বিন কাশেমের। বছরের পর বছর চলে যায়, এসব হারিয়ে যাওয়া মানুষদের স্বজনেরা অপেক্ষায় থাকে।

অন্যদিকে এই পর্যন্ত কিছু গুম হওয়া মানুষ ফিরে এসেছে। যেমন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরীর সন্তান হুম্মাম কাদের চৌধুরীকেও ব্যারিস্টার আহমেদ বিন কাশেমকে অপহরণের মাত্র কয়েকদিন আগে ৪ আগস্ট তারিখে ঢাকা দায়রা জজ আদালতের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায়। জনশ্রুতি রয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকা এবং সম্পত্তি পর্দার আড়ালে দেয়ার পর প্রায় এক বছর পর হুম্মামকে ফেরত দেয়া হয়।

পরের বছর মার্চ মাসে তাকে ধানমন্ডিতে রাস্তার পাশে ফেলে যাওয়া হয়।

২০১৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে লেখালেখি করা একাডেমিক মুবাশ্বার হাসানও অপহরণের শিকার হন। দেশে ও বিদেশে বিপুল প্রতিক্রিয়ার পর চৌচল্লিশ দিন পর তাকেও একইভাবে রাস্তার পাশে পাওয়া যায়।

অন্যদিকে গুম হওয়ার সত্তরদিন পর ভারতের রাস্তায় পাওয়া যায় বিএনপির আরেক কেন্দ্রীয় নেতা সালাহউদ্দিন আহমেদকে। এরপর দীর্ঘদিন অতিক্রান্ত হলেও তিনি ভারতে নির্বাসিত জীবনযাপন করছেন।

আবু ত্বহা গুম হওয়ার পর ফেইসবুকে তুমুল আলোচনার ঝড় উঠে। এর আগে বাংলাদেশে বিগত দুই তিন বছরে বিপুলভাবে পরিচিত হয়ে উঠা ইউটিউবে ওয়ায়েজিন ও ইসলামী বক্তাদের নানা ধরণের জনপ্রিয়তার ভীড়ে তিনি অবশ্য তেমন কোন পরিচিত নাম ছিলেন না। তার গুম হওয়ার পর সবাই ইউটিউবে আপলোড করা তার আলোচনার ভিডিওগুলো খুঁজে বের করে দেখতে থাকে। তখন দেখা যায় আবু ত্বহার আপলোড করা ইসলামী আলোচনাগুলো মূলত কেয়ামতের আলামত, দাজ্জাল, পশ্চিমা সভ্যতার পতন ইত্যাদি ধরণের একটি নির্দিষ্ট ঘরানার ইসলামী বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। এ সময় সবাই ধারণা করে সরকারের জঙ্গী দমনের নামে চালানো দমন নিপীড়নের কবলে পড়েই হয়তো আবু ত্বহা গুম হয়েছেন।

এর এক সপ্তাহ পর হঠাৎ করেই ফেইস দ্য পিপল নামের একটি ফেইসবুক পেইজ একটি চাঞ্চল্যকর ছবি প্রকাশ করে। তারা দেখায় হারিয়ে যাওয়া আবু ত্বহার মোবাইল ফোনটি কিছুক্ষণের জন্য চালু হয়েছিলো এবং তার বাসার কম্পিউটারে একই জিমেইল একাউন্ট লগড ইন থাকার কারণে তার মোবাইলের লোকেশনটি গুগল ম্যাপে চিহ্নিত হয়ে যায়। এই লোকেশনের স্ক্রীণশটে দেখা যায় হারিয়ে যাওয়া আবু ত্বহার মোবাইলটি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের পাশে কচুক্ষেত এলাকায় সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর কার্যালয়ে অবস্থিত।

এই স্ক্রীণশট ছড়িয়ে পড়ার দুই দিন পরেই আবু ত্বহাকে রংপুরে পুলিশ খুঁজে পেয়েছে বলে ঘোষণা করে এবং তারা জানায় পারিবারিক কলহ থেকে পালিয়ে থাকার জন্যই না কি তিনি তার দুই বন্ধু এবং ড্রাইভার সহ রংপুরে তার প্রথম স্ত্রীর বাড়িতে আত্মগোপনে ছিলেন!

আবু ত্বহা সহ এ পর্যন্ত যেসব ভাগ্যবান মানুষ ফিরে আসতে পেরেছেন, সঙ্গত কারণেই তারা আর কখনো মুখ খুলেননি। গুম হয়ে থাকার সময়গুলোতে তারা যেসব ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন এবং পরবর্তীতে সত্য প্রকাশ করলে তাদের পরিবারের সদস্যরাও যে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে, এসব বিষয় আমলে নিলে প্রকৃতপক্ষে এসব মানুষকে দোষ দেয়া যায় না। যেখানে দেশের রাষ্ট্র ও সমাজের দায়িত্ব ছিলো এসব মানুষদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া, সেখানে রাষ্ট্রই যখন তার নিরাপত্তার মৌলিক মানবাধিকারকে যথেচ্ছা লঙ্ঘন করে তখন আসলে তাদের প্রতিরোধ করার কোন দায় বা সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকে না।

আবু ত্বহার গুম হওয়ার এ ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যেহেতু তার কোন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিলো না এবং যেহেতু ফেইসবুকে তার মোবাইল লোকেশনের স্ক্রীণশট ফাঁস হয়ে গিয়েছিলো, এবং সর্বোপরি যেহেতু তার কোন বাস্তবে জঙ্গিবাদ সংশ্লিষ্টতা নেই, তাই হয়তো দয়াপরবশ হয়ে সরকারী সংস্থাগুলো তাকে ফেরত দিয়েছে। কিন্তু যে কোন স্বাভাবিক মানুষের মনেই প্রশ্ন জাগবে, যদি কারো প্রতি জঙ্গিবাদে সংশ্লিষ্টতার সন্দেহ তৈরি হয় তাহলে স্বাভাবিক আইনী প্রক্রিয়ায় তার সম্পর্কে তদন্ত না করে গুম করার মতো চরমপন্থার আশ্রয় কেন নিতে হলো? এর উত্তর হলো বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদ যেহেতু মানবাধিকার লঙ্ঘন করাকে স্বাভাবিক একটি বিষয়ে পরিণত করেছে, স্বাভাবিক কোন প্রক্রিয়া তাদের কাছে আর গ্রহণযোগ্য সমাধান নেই। গুম-খুন-গ্রেফতার-নির্যাতনের নেশায় এসব সাইকোপ্যাথ এখন পশুতে পরিণত হয়েছে, তারা মানুষের অধিকারকে এখন ন্যুনতম মূল্যও দেয় না। যার পরিণতিতে তথাকথিত মাদক বিরোধী অভিযানের সময় ক্রসফায়ারের নামে গণহারে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করা হয়েছিলো, একইভাবে একজন মানুষকে গুম করে ফেলাও তাদের কাছে এখন কোন মারাত্মক বিষয় হিসেবে আর পরিগণিত হয় না।

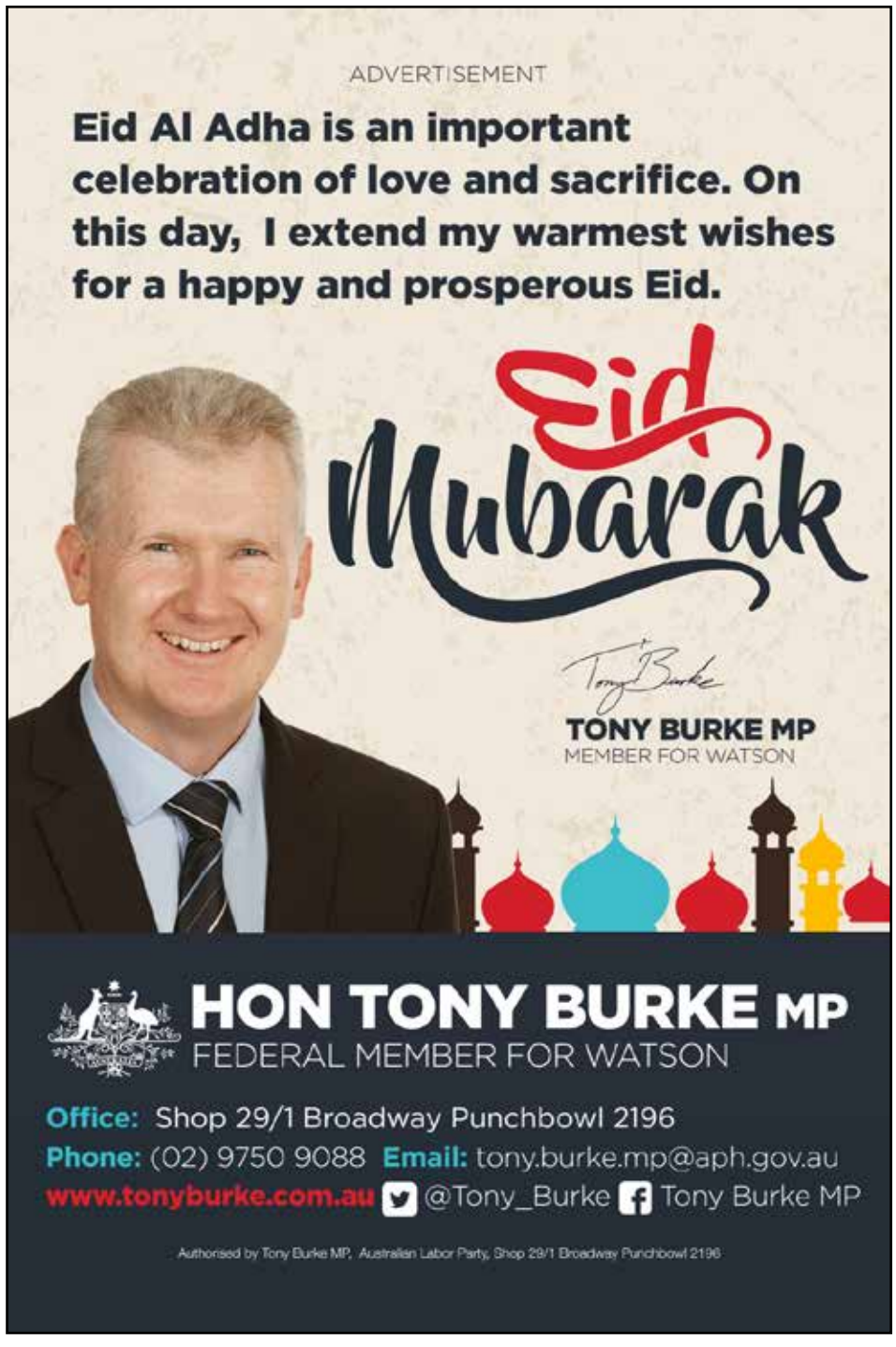

CAN I HELP?
Qurbani
Beef $240.00
Goat $240.00
Lamb: $200.00
سلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের জরুরি সভায় সিদ্ধান্ত

গঠনতন্ত্র বিরোধী অনুষ্ঠানকে এজিএম নামে চালানোর দায়ে তিনজনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা গ্রহণ

১ম পৃষ্ঠার পর

বহিষ্কার করা হবে না এই মর্মে কারণ দর্শানো নোটিশ পাঠানোর সিদ্ধন্ত নেওয়া হয়।

গত ২০ শে জুন কার্যকরী পরিষদের বিপথগামী দুইজন সদস্যকে সাথে নিয়ে বিতর্কিত এক সদস্য সিডনির কোনো এক রেস্তোরাঁয় সংগঠনের বাইরের লোকদের নিয়ে খেতে গিয়ে সে অনুষ্ঠানকে এজিএম বলে চালিয়ে দেবার অপকৌশলকে সকলে হাস্যকর বলে মনে করেন এবং ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। সংবিধান না মেনে সংগঠন পরিপন্থী বিতর্কিত অপকর্মের জন্য তিনজনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সকলেই সহমত পোষণ করেন।

বিভিন্ন রকম মানহানিকর বক্তব্য ও কুরুচিপূর্ণ ফেসবুকের পোস্টের কারণে ব্যক্তিগতভাবে ও সাংগঠনিক সহযোগিতায় মানহানির মামলা দায়ের করার অনুমতি

> সংবিধান না মেনে সংগঠন পরিপন্থী বিতর্কিত অপকর্মের জন্য তিনজনের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে সকলেই সহমত পোষণ করেন

চেয়েছেন অনেকে। আগামী ১৯ শে সেপেটেম্বর সংগঠনের বার্ষিক সাধারণ সভা ও ২০ আগস্টের মধ্যে সদস্যপদ নবায়নের ও নতুন সদস্যপদে আবেদনের শেষ তারিখকে সামনে রেখে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য মতব্যাক্ত করে। সকল ঘৃন্য ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচারকে রুখে দিয়ে, ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে সফল ও শক্তিশালী সংগঠন পরিচালনা করতে সকল সদস্যগণ তাদের দৃড়তা ব্যাক্ত করেন।

অ্যাডভোকেট সিরাজুল হকের পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট :

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্টাতা সভাপতি,প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু পরিষদ অস্ট্রেলিয়া, সাবেক নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব অস্ট্রেলিয়া,সাবেক অ্যাডভোকেট মো. সিরাজুল হক ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। পিএইচডির থিসিস ছিল- ADMINISTRATION OF INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE IN DOMESTIC JURISDICTION: THE BANGLADESH PERSPECTIVE

ড.মো. সিরাজুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি (সম্মান) এলএলএম ডিগ্রি এবং নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৯ সালে এলএলএম ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি আইনজীবী হিসেবে ঢাকা বার কাউন্সিলে যোগ দেন। মো. সিরাজুল হক মূলত বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার প্রণালীতে ১৯৭৩ সালের এক্টের DOMESTIC ট্রাইবুনালের কার্যকরী ভূমিকা, এর আন্তর্জাতিক অবস্থান ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আইনে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের SIGNIFICANT CONTRIBUTION বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেছেন। তার পিএইচডি'র থিসিসটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে উৎসর্গ করেছেন বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

সুপ্রভাত সিডনির সাবেক উপদেষ্টা ড. সিরাজুল হক পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করায় সুপ্রভাত সিডনির পরিবারের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানানো হয়েছে।

PS+PL
Dr Mohammad Ilyas
MBBS, FRACP
Senior Staff Specialist
Geriatric Medicine
Campbelltown/Camden Hospitals
Conjoint Lecturer, WSU

Mac-Field Medical Practice

Shop 5, 88-92 Saywell Road
Macquarie Fields NSW 2564
Tel: (02) 9605 5507, (02) 9605 7220
Fax: (02) 9605 8580
Tel: (02) 4634 3000 (C. Hospital)

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

প্রবীণ সমাজসেবী নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

বিশিষ্ট সমাজসেবক, বীর মুক্তিযোদ্ধা, প্রবীণ বাংলাদেশী সিডনির পশ্চিমাঞ্চলীয় সাবার্ব সেন্ ক্লেয়ারের বাসিন্দা নজরুল ইসলাম (৮২) ২০ জুন ২০২১ রোববার সন্ধ্যায় নেপিয়ান হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই নাতি নাতনিসহ অসংখ্যক গুণগ্রাহি রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে বাঙালি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নিহতের স্বজনরা জানান, ১৯৩৯ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন নজরুল ইসলাম। জিওলজি মাইনিং এ লেখাপড়া শেষ করার পর তিনি মাইগ্রেশন নিয়ে ১৯৭০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় আসেন।

প্রবীণ বাংলাদেশী নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একজন দফতর বিহীন রাস্ট্রদূতের মত অস্ট্রেলিয়া ও মুজিবনগর সরকারের যোগাযোগ রাখেন এবং বাংলাদেশীদের স্বপক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে অস্ট্রেলিয়ায় গ্রামীণ সাপোর্ট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করলে সিডনির অনেকেই গ্রামীণ ব্যাংকে একাউন্ট করেছিলেন। এছাড়া ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার পরে তিনি সিডনিতে বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া ডিজাস্টার রিলিফ কমিটি প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে ভূমিকা রাখেন। অনেক সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে তিনি নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। উনি বাংলাদেশিদের ভিতর অস্ট্রেলিয়ায় আগত প্রথম দিকের প্রবীণ মাইগ্রেন্ট। প্রথম বাংলাদেশী নর্থ কুইন্সলেন্ডের টাউন্সভিলের কোনো এক ছোট গ্রামে বসবাস করেন অস্ট্রেলিয়ান স্ত্রীসহ।

শোক

প্রবীণ বাংলাদেশী নজরুল ইসলাম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে একজন দফতর বিহীন রাস্ট্রদূতের মত অস্ট্রেলিয়া ও মুজিবনগর সরকারের যোগাযোগ রাখেন এবং বাংলাদেশীদের স্বপক্ষে জনমত তৈরিতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন

সুপ্রভাত সিডনি তার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেও অজানা কারনে তার দেয়া সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ না করার অনুরোধ করেন। নাম প্রকাশেও নিষেধ করেন।

আরো জানা গেছে, ২০১০ সালে গ্রামীণ শিক্ষাকার্যক্রমের অধীনে প্রবাসী সিডনিবাসী সহযোগিতায় দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেন। অত্যন্ত সদালাপী, বন্ধুবৎসল, সংগঠক নজরুল ইসলামের মৃত্যুতে বাঙালি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রবাসীরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

ল্যাকেম্বায় সঙ্গবদ্ধ বাঙালি প্রতারক চক্র!

১ম পৃষ্ঠার পর

মানুষকে নিত্য নতুন কৌশলে ঠকিয়ে হাজার হাজার ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে এসব প্রতারকরা। বিভিন্ন পেশার নিরীহ ভদ্রলোকেরা তাদের প্রাথমিক টার্গেট। নিরীহ ভদ্রলোকেরা প্রতারিত হয়েও নীরবে সহ্য করে যান। ফলশ্রুতিতে প্রতারকদের দৌরাত্ম দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

মানুষ ঠকানোর ফাঁদ হিসেবে প্রাথমিকভাবে কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পিছনে ছোট একটি টেবিল ও একটি চেয়ার নিয়ে বসে। কোনো কোনো সময় চালু গ্রোসারিশপ গুলো এদের প্রধান টার্গেট হয়ে থাকে।

অনেক দোকানের মালিকও এ ধরনের 'মাঙ্কি বিজনেসের' সাথে জড়িত বলে জানা গেছে। মানি একচেঞ্জের নামে মানি লন্ড্রানিং করেই এদের দিন কাটে। আরেক গ্রুপ অবৈধ উপায়ে মোটা ঘুষ বা কমিশন নিয়ে ব্যাংক থেকে লোন করে দেন। আরেকটি দল আছে, যারা ভুয়া কাগজ দেখিয়ে মানুষের ঘর বাড়ি বানিয়ে দেবে বলে লক্ষ লক্ষ ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে। যদিও তাদের কোনো বিল্ডার্সের লাইসেন্স নেই। নমিনেশন পাইয়ে দেবে বলে বেশ কয়েকবার কয়েকজনকে প্রতারিত করেছে এরা। ব্যবসায়ী নামধারী দুএকজন বাঙালি বিভিন্ন মেলা ও সংগঠনের অনুষ্ঠানে বাটপারির অর্থের ডোনেশন দিয়ে মঞ্চে উঠছে। পরবর্তীতে তারাই আবার মঞ্চ কাঁপাচ্ছে । ১০ হাজার ডলার লাগালে সপ্তাহে ৪/৫শ ডলার মুনাফার নামে ভাওতাবাজি করে অনেককে পথে বসিয়েছে এ দলটি। সম্প্রতি লাকেম্বার অনেক অফিসে এ ধরনের অপকর্মে নিরীহ মানুষ সর্বশান্ত হয়েছে।১০ হাজার ডলার জমা দিলে ২/১ বার কিছু অর্থ দিয়ে লোভে ফেলে। নতুন কোনো মক্কেল কেউ নিয়ে গেলে তাদেরকে মক্কেল প্রতি ৫শ ডলার দেয়। এভাবে নিরীহদেরকে লোভে ফেলে দেয়। ২/১ বার কিছু ডলার দিয়ে তারপর বলে, ভাই, আমাদের সার্ভার ডাউন। কিছুদিন পর আসুন। অনেক ঘোরাঘুরি করেও মূল টাকা উঠাতে না পেরে যখন নিরীহরা কান্নাকাটি করে, তখন তাদেরকে সান্ত্বনা দেয় এ বলে, ভাই, আমেরিকা থেকে পুরো সিস্টেম রান করে-তো, ওখানে সমস্যা। আমরা আপনাকে এ মুহূর্তে কোনো সহযোগিতা করতে পারব না। তারা সুকৌশলে মানুষের সংসার ভাঙছে। প্রতারণা করার জন্য নিজের স্ত্রীকে পর্যন্ত টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে পিছপা হচ্ছেনা। তারা পারে না এমন কাজ নেই। এদের থেকে সাবধান থাকাটা সবার প্রয়োজন।

এ ধরনের আরো অনেক প্রতারণা সম্প্রতি ল্যাকেম্বায় অহরহ ঘটছে। আগামীতে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা পোষণ করছি। এ ধরনের কোনো ঘটনা কারো সাথে ঘটে থাকলে দয়া করে ক্যাম্পসি পুলিশকে অবগত করুন: ০২ ৯৭৮৪ ৯৩৯৯ । আমাদেরকে জানালে আপনাদেরকে পুরোপুরি সহযোগিতা করার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমাদের সাথে যোগাযোগ : ইমেইল: suprovat.ceo@gmail.com মোবাইল: ০৪২৩ ০৩১ ৫৪৬.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

অস্ট্রেলিয়ায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদাৎ বার্ষিকী পালিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

স্বাধীনতার মহান ঘোষক, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪০ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ৩০ মে ২০২১ রোববার সিডনির লাকেম্বার একটি হলে স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি হিসাবে স্বাধীনতা সূবর্ণজয়ন্তী জাতীয় কমিটির আহ্বায়ক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য, ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী , ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু, স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী জাতীয় কমিটির সদস্য সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সালাম, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক একে এম ওয়াহিদুজ্জামান, আন্তজাতিক বিষয়ক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।

এতে সভাপতিত্ব করেন স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের আহবায়ক মো.মনিরুল হক জজ ও পরিচালনা করেন

স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের সদস্য সচিব মোহাম্মদ রাশেদুল হক।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতার সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি অস্ট্রেলিয় মহাদেশের প্রধান উপদেষ্টা মো. দেলোয়ার হোসেন, চালস স্টুয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিবলী আব্দুল্লাহ।

দোয়া ও আলোচনা সভায় শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতার সূবর্ন জয়ন্তী উদযাপন কমিটির সিনিয়র যুগ্ম আহবায়ক মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ,যুগ্ম আহ্বায়ক এ এফ এম তৌহীদুল ইসলাম, উপদেষ্টা আরিফুল হক।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক কুদরত উল্লাহ লিটন , আলহাজ্ব লুৎফুল কবির, আবু সাঈদ শিবলু গাজী (সাবেক অ্যাডভোকেট), মো.আবুল হাছান, খালিদ হোসাইন, ইয়াসির আরাফাত সবুজ, মোবারক হোসেন, রুহুল আমিন, রাশেদ আল হাসান, এএন এম মাসুম, আশরাফুল ইসলাম, এসএম নিগার চৌধুরী, ফেরদৌস অমি , আলহাজ্ব নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, সেলিম লকিয়ত, তরিকুল ইসলাম মিঠু ,কৃষিবিদ একে এম মাহবুব তালুকদার, উপদেষ্টা হাবিব মোহাম্মদ জকি, আব্দুল ওহাব, একে এম ফজলুল হক শফিক, জাসাসের সভাপতি আব্দুস সামাদ শিবলু, কামরুল হাসান আজাদ, নুরে আলম লিটন, কামরুল ইসলাম শামীম (ইঞ্জিনিয়ার), মোবারক হোসেন (সাবেক অ্যাডভোকেট), গোলাম রাব্বানী, এম ডি কামরুজ্জামান, গোলাম রাব্বানী শুভ, মো. নাসির উদ্দিন, আরমান হোসেন ভূইয়া, মশিউর রহমান তুহিন, আব্দুল করিম, হুমায়ুন কবির, আনোয়ার হসেন, আবিদা সুলতানা, ইলিয়াস কাঞ্চন শাহীন, অসিত গোমেজ, ফারুক আহম্মেদ খান প্রমুখ।

সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আরেকটি সফল অনুষ্ঠান হয়েছে ল্যাকেম্বার প্যারি পার্কে। স্বাধীনতা সূবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি অস্ট্রেলিয়ার প্রধান নেতৃবৃন্দ দুগ্রূপের অনুষ্ঠান একসাথে একই জায়গায় করার প্রস্তাবে অনুষ্ঠান শুরুর প্রায় এক ঘন্টা আগে প্যারি পার্কে হাজির হন। এতে এশিয়া প্যাসিফিকের নেতৃবৃন্দ অত্যান্ত সম্মানের সাথে তাদের আনীত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে আশ্বাস দেন -অনুষ্টান শেষে তারা একত্রীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য বসতে রাজি আছেন।

বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্টাতা আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম আশাবাদ ব্যক্ত করে দুপক্ষকে একই প্লাটফর্মে কাজ করার সব রকম নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে দুপক্ষকে নিশ্চিত করেন। বিএনপি একটি অন্যতম প্রধান বড় দল। এ দলে বিভিন্ন ধরনের মানুষ কাজ করে। দুপক্ষ পর্যাপ্ত ত্যাগ,ধৈর্য্য ও পদের মোহ বিসর্জন দিলেই সম্ভব হতে পারে সকলকে একই প্লাটফর্মে কাজ করার সম্ভাবনা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13

কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্রিউের আটলান্টিক সিটির মসজিদ আল হেরা পরিদর্শন

সুব্রত চৌধুরী, আটলান্টিক সিটি থেকে

যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশি আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত 'মসজিদ আল হেরা' পরিদর্শন করেছেন ইউ এস কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্রিউ। ১০ জুন বৃহস্পতিবার বিকালে তিনি এ পরিদর্শন করেন।

মসজিদ আল হেরার খতিব বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. রুহুল আমিন ও মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী কংগ্রেসম্যানকে স্বাগত ও উষ্ণ অভিবাদন জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুনা আটলান্টিক সিটি চ্যাপটারের সভাপতি নজরুল ইসলাম সোহাগ, ফেরদৌস ইসলাম, গিয়াসউদদীন পাঠান, মো. দিদার, জয়নুল আবেদীন, মসজিদের দ্বিতীয় ইমাম হাফিজ মহসীন, মৌলানা নুরুল হক, উমর মোহাম্মদ প্রমুখ ।

কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্রিউ মসজিদ পরিদর্শন শেষে মতবিনিময় সভায় যোগ দেন। এসময় তিনি মসজিদ আল হেরার নেতৃবৃন্দের কথা ধৈয্য সহকারে শোনেন এবং আল হেরা মসজিদ ও কমিউনিটির সার্বিক কর্মকান্ডে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

> যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জারসি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে বাংলাদেশি আমেরিকানদের দ্বারা পরিচালিত 'মসজিদ আল হেরা' পরিদর্শন করেছেন ইউ এস কংগ্রেসম্যান জেফ ভ্যান ড্রিউ

মতবিনিময় সভা শেষে মসজিদ আল হেরার খতিব বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. রুহুল আমিন ও মসজিদের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ওবায়দুল্লাহ চৌধুরী শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ পবিত্র কুরআন শরীফের ইংরেজি অনুবাদকৃত কপি কংগ্রেসম্যানের হাতে তুলে দেন। এসময় তিনি মসজিদ আল হেরার নেতৃবৃন্দদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

বাংলাদেশী আকরাম উল্লাহ সিডনি রোটারী ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

রোটারী ক্লাব অব ইংগেলবার্ণ এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন আকরাম উল্লাহ। তিনি প্রথম বাংলাদেশী যিনি অস্ট্রেলিয়ার রোটারী "ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট নং ৯৬৭৫ অন্তর্ভূক্ত রোটারী ক্লাব অব ইংগেলবার্ণ এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। পেশাগত ভাবে তিনি একজন চার্টার একাউন্টেন্ট।

ডেনহাম কোর্টে গত ২২ জুন কোভিড- ১৯ বিধি নিষেধ মেনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায়ী সভাপতি রোটারিয়ান গেইল টেইলর নব-নির্বাচিত সভাপতি আকরাম উল্লাহকে প্রেসিডেন্ট কলার পরিয়ে স্বাগত জানিয়ে ২০২১-২২ সনের ক্লাব পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন রোটারী পাস্ট ডিস্ট্রিক্ট গভার্নর বিল সল্টার, ইংগেলবার্ণ আরএসএল ক্লাবের পরিচালক জেসন এলস্মর।

রোটারিয়ান আকরাম দায়িত্বভার গ্রহন করেই তাকে এই গুরু দায়িত্বে নির্বাচিত করার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ক্লাবের সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং ক্লাবের উদ্দেশ্য আদর্শ সমুন্নত রেখে মানবতার সেবায় কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রস্তাবিত মনুমেন্টের সেমিনারে অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

সিডনির কেমবেলটাউন কাউন্সিল এলাকায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মনুমেন্ট' নির্মাণের লক্ষ্য নিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নিয়ে এক বিশেষ সেমিনার ২০ জুন ২০২১ রোববার অনুষ্ঠিত হয়। কভিড-১৯ নিয়ম মেনে সীমিত আকারে আয়োজিত সেমিনারে উদ্যোক্তা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস মনুমেন্ট প্রজেক্ট কমিটির পক্ষ থেকে কো-অর্ডিনেটর কায়সার আহমেদ উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

সেমিনারে প্রস্তাবিত মনুমেন্ট এর মূল ডিজাইন এবং এর ভিডিও এনিমেশন দেখানো হয়। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ ডিজাইন ও এর প্রয়োজনীয়তার এর উপর বিশদভাবে তাদের অভিব্যক্তি তুলে ধরেন। প্রশ্নোত্তর কালে ডিজাইনটির আরকিটেক্ট মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সকলকে সন্তোষজনকভাবে বোঝাতে সক্ষম হন এবং উপস্থিত সকলে আরকিটেক্ট ও উদ্যোক্তা কমিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেমিনারে বাংলাদেশ, ভারত, টোংগা, সামোয়া, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন ভাষার সুধিজন উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওসমান চৌধুরী (ইঞ্জিনিয়ার), মোফাজ্জল ভূইয়া (বাংলাদেশ), আশেক চৌধুরী (আরকিটেক্ট),মাসুদ হাসান (ইঞ্জিনিয়ার), ক্রিস্টিয়ান হোয়াইট (অস্ট্রেলিয়া), করামজিৎ সিং (ইন্ডিয়া), মুস্তাফিজুর রহমান (বাংলাদেশ), হেরিশ গয়াল (ইন্ডিয়া), পারভেজ খান (পাকিস্তান), গনেন্দ্র রাজ ফিয়াক (নেপাল), মেল ফুয়েন (নিউ জিল্যান্ড-মাওরি), একেএম এমদাদুল হক (বাংলাদেশ) প্রমুখ।

সেমিনারে শুরুতেই প্রজেক্ট কমিটির সকলকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। কো-অর্ডিনেটর কায়সার আহমেদ, জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটরস ড. রফিকুল ইসলাম, আজম সর্দার, পারভেজ খান এবং অন্যান্য সদস্যরা হলেন: সৈয়দ আকরাম উল্লাহ, ক্রিস্টিয়ান হোয়াইট (অস্ট্রেলিয়া), মুস্তাফিজুর রহমান তালুকদার, হেরিশ গয়াল (ইন্ডিয়া), আব্দুস সোবহান, করামজিৎ সিং (ইন্ডিয়া), গনেন্দ্র রাজ ফিয়াক (নেপাল), মাহফুজুল চৌধুরী খসরু, মদন রুয়াত (নেপাল), শাহ আব্দুল মতিন পপলু, মেল ফুয়েন (নিউ জিল্যান্ড-মাওরি), সেলিম কবির, শাহ আলম, মোহাম্মদ ফেরদৌস, একেএম এমদাদুল হক এবং ফারুক তালুকদার।

প্রস্তাবিত ডিজাইনের উপর আরো মতামত জানানোর জন্যে সকলকে কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তদের ইমেইল এর মাধ্যমে জানানোর অনুরোধ করা হয়।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেমিনানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন জয়েন্ট কো-অর্ডিনেটর আজম সর্দার। প্রসঙ্গত, পাঁচ বছর যাবৎ প্রতি বছরের ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ভাবে কাউন্সিল চত্বরে বাংলাদেশ পতাকা উত্তোলন এবং মাতৃভাষা দিবসের উপর আলোচনা ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর আহবান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গঠনতন্ত্র লঙ্ঘন করে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনা ও অপপ্রচার চালানো নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের পাবলিক অফিসার,সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ,ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম। তিনি সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে সকল সদস্যকে এই ধরনের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম পরিহার এবং গঠনতন্ত্র মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন।

তিনি আরো জানান, ইতিমধ্যে অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রমে জড়িত সদস্যের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। নতুন সদস্য তালিকা এবং সাধারন সভার বিষয়ে পরবর্তী কার্যনিবাহী কমিটির সভায় সিদ্বান্ত গ্রহন করা হবে।

কারণ দর্শানোর নোটিশ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান ও কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তের আগ পর্যন্ত উনাকে সংগঠনের সকল কাজ থেকে বিরত থাকার সবিনয় অনুরোধ করা যাচ্ছে।

আগামী বুধবার ১৬ জুন কার্যকরী পরিষধের আহুত সভায় সকল কার্যকরী সদস্যদেরকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

তিনি কমিউনিটির সকলকে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের একজন বিপথগামী সদস্য ও তার অনুসারীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভুয়া ও প্রতারনমূলক পোষ্টে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানান এবং আইনগত জটিলতা এড়াতে অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত সকল বাংলা মিডিয়াকে সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল নিয়ে যেকোন সংবাদ প্রকাশে সতর্ক ও দায়িত্বশীল হওয়ার আহবান জানান। সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিল সংক্রান্ত যে সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সরাসরি তার (আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম ০৪২৩ ০৩১ ৫৪৬) সাথে যোগাযোগের অনুরোধ করেন। দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে বিষয়টির সুষ্ঠ সমাধানের লক্ষে কমিউনিটির সকল সচেতন নেতৃবৃন্দকে এগিয়ে আসার আহবান জানানো যাচ্ছে।

Car Air con Regas & Service

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS

All Mechanical Repairs

*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book

9707 2392
97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13

অস্ট্রেলিয়ায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার ৪০ তম শাহদাৎ বার্ষিকী পালন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বহু দলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা, মহান স্বাধীনতার ঘোষক, সাবেক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪০তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে বিএনপির সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলীয় সমন্বয় কমিটির অস্ট্রেলিয়ার শাখার উদ্যোগে আলোচনা সভা, দোয়া মাহফিল গত ৩০ মে সিডনির ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল জিয়াউর রহমানের উন্নয়ন ও গণতন্ত্র এবং শহীদ জিয়া স্মৃতি লাইব্রেরী 'কমল'।

বাংলাদেশ থেকে ভার্চুয়ালে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মইন খান,বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও বিএনপি স্বাধীনতা জয়ন্তী জাতীয় উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব বীর মুক্তিযাদ্ধা আব্দুস সালাম, বিএনপির প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক এবিএম মোশারফ হোসেন, ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি আব্দুল কাইউম, স্বাধীনতা জয়ন্তী জাতীয় উদযাপন কমিটির এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আহ্বায়ক এবং বিএনপির সহ আন্তজার্তিক সম্পাদক ড. শাকিরুল ইসলাম শাকিল, যুগ্ম আহ্বায়ক এবং মালয়েশিয়া বিএনপির সভাপতি প্রকৌশলী বাদলুর রহমান খান, সিঙ্গাপুর বিএনপির প্রেসিডেন্ট শামসুর রহমান ফিলিপ, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুল।

বিএনপির সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটি, এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলীয় সমন্বয় কমিটি, অস্ট্রেলিয়া চ্যাপ্টারের সমন্বয়ক সোহেল মাহমুদ ইকবালের (প্রকৌশলী) সভাপতিত্বে ও সংকলন বিষয়ক উপকমিটির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমানের (প্রকৌশলী) পরিচালনায় সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন মঞ্জুরুল হক আলমগীর এবং দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা ফেরদৌস। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের রুহের মাগফেরাত, বেগম খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানসহ সারা বিশ্বের সকল মানুষের সুস্থতার জন্য দোয়া করা হয়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, এশিয়া প্যাসিফিকের সদস্য নাসির উল্লাহ,কুদরত উল্লাহ লিটন, মোহাম্মদ হায়দার আলী, এশিয়া প্যাসিফিক অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন কমিটির সমন্বয়ক জাকির আলম লেনিন, আশরাফুল আলম রনী।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট নেতা ড. হুমায়ের চৌধুরী রানা,সাবেক সাধারণ সম্পাদক (বিএনপি অস্ট্রেলিয়া) লিয়াকত আলী স্বপন, জিয়া ফোরাম অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি আরিফুল হক, শিক্ষাবিদ শিবলী আব্দুল্লাহ, বিএনপি'র সাবেক আহবায়ক রুহুল আহমেদ সওদাগর, ফরিদ মিয়া, নজরুল ইসলাম নাফিজ, কে এম মঞ্জুরুল হক আলমগীর, ফয়জুর চৌধুরী হাজী মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ইয়াছিন আরাফাত অপু, আবু সায়ীদ খুদরী, সায়মা খুদরী, তাফতুন নাঈম নিতু, মোহাম্মাদ জসিম, মোবারক মিয়া , জসিমউদ্দিন, মফিকুল ইসলাম, শাহিনুর রহমান, মীর হোসেন, মাহমুদা বেগম, আবুল কাশেম, সাইফুল ইসলাম, পল গোমেজ, আবু বকর সিদ্দিক, মোহাম্মদ জাকারিয়াসহ নিউজিল্যান্ড বিএনপি, কোরিয়া বিএনপি, হংকং বিএনপি নেতৃবৃন্দ।

প্রধান অতিথি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মইন খান শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করে নুতন প্রজন্মকেও তার জীবনাদর্শ পালনের জন্য আহ্বান জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

হারমনি ডে উপলক্ষে আলোচনা সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক বর্ণবাদ নিরসন এবং হারমনি ডে উপলক্ষে মাল্টিকালচারাল সোসাইটি অব নিউ সাউথ ওয়েলস উদ্যোগে ২৬ জুন ২০২১ শনিবার ইঙ্গলবার্ন গ্রেগ পার্সিভাল কমিউনিটি হলে স্বাস্থনীতি অনুসরণ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাল্টিকালচারাল সোসাইটি অব নিউ সাউথ ওয়েলসের সভাপতি এনাম হক।

আলোচনায় অংশ নেন, সংগঠনের জেনারেল সেক্রেটারী মো. শফিকুল আলম শফিক, মাহাবুব চৌধুরী, কায়সার আহাম্মেদ,শিবলী সোহেল আবদুল্লাহ,,মনিরুল হক জর্জ, আবুল সরকার, আব্দুল খান রতন, ইকবাল ফারুক, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী কাশফি আলম, ট্রেজারার হ্যারী অধিকারী, অর্গানাইজিং সেক্রেটারী আশিক রহমান এ্যাশ, কামাল পাশা, প্যাসিফিক আইল্যান্ডার কমিউনিটির মোনা গ্লাসি স্ট্রাইকল্যান্ড, মাল ফুয়ান, জন, যোডি, আফগান কমিউনিটির মীনা সেকান্দার, ভিয়েতনাম কমিউনিটির জেনিফার ট্রান, খালেদা কায়সার, মিলি ইসলাম, মো. নীরব, মো: সোহেল, তোয়াসিন, অলিউর রহমান, রাফিদ, কান্তা, প্রোজল, প্রকাশ হুমাগাইন, শামপিন কামাল, তামান্না চৌধুরী নিতু, ডলি প্রমুখ
অনুষ্ঠানের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

Media Workshop! মিডিয়া ওয়ার্কশপ!

সুপ্রভাত সিডনির এক মাসব্যাপী মিডিয়া ওয়ার্কশপ শুরু হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্র

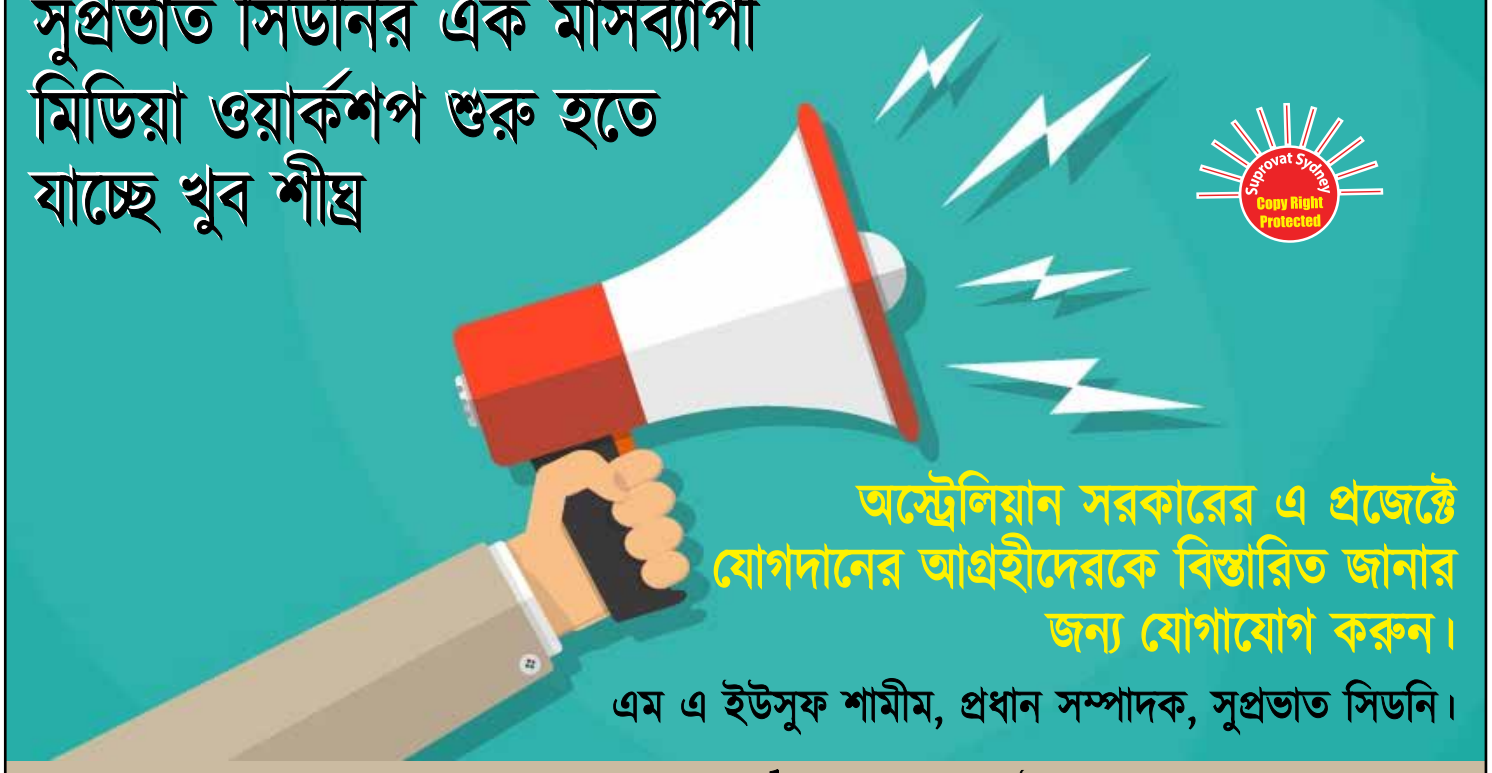

Suprovat Sydney Copy Right Protected

অস্ট্রেলিয়ান সরকারের এ প্রজেক্টে যোগদানের আগ্রহীদেরকে বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন।

এম এ ইউসুফ শামীম, প্রধান সম্পাদক, সুপ্রভাত সিডনি।

Contact: suprovat.ceo@gmail.com, মোবাইল: 0423 031 546

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13

Multicultural dinner with dignitaries

Suprovat Sydney Report

Multicultural Community Leader, Multicultural events' organiser, journalist, and writer Syed Atiq ul Hassan and women's community programs organiser Surraya Hassan hosted a scrumptious informal dinner in the honour of community & family friends on Sunday 30 May 2021 at a local restaurant.

The get-together was held to celebrate the recovery of Syed Atiq ul Hassan after a long period of illness. Prominent figures at the event included MP Lynda Jane Voltz, Member for Auburn, MP Julia Finn, Member for Granville, MP Jihad Dib, Member for Lakemba, and Senior politician & former Senator Laurie Ferguson, Dargah Owen representing MP Julie Owens, Member for Parramatta, Dr. Stepan Kerkyasharian AO, Former Chair NSW Community Relations Commission, Former President, CEO of the Anti-Discrimination Board, , currently Board Member National Australia Day Council (NADC), key community leaders and intellectuals Sydney, Dr Yadu Singh, cardiologist and President of the Federation of Indian Associations of NSW, Md Abdullah Yousuf Shamim, Journalist, active Australian Bangladeshi community leader, Shibli Abdullah Educationist and Bangladeshi community leader, Jamil Hossain events organizer, Ziad El Daoud form ICPA, Raees Alvi a Writer & Poet, Tehmina Rao a Poet, and many community prominent personalities attended the event. Many family friends of Syed Atiq ul Hassan and Surraya Hassan were also present.

During the event, the guests expressed their joy on the healthy recovery of Hassan with warm messages. Abdullah Yousuf Shamim, opened the event with the recitation of the Holy Quran. There were a few informal speeches delivered by guests including Linda Voltz, Julia Finn, Laurie Ferguson, Yadu Singh, Stepan Kerkyasharian AO, Shibli Abdullah and Dargah Owen (on behalf of Julie Owens) who all expressed their pleasure and delight over the better health of Syed Atiq ul Hassan and appreciated the continuous community work by Hassan

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

& community leaders

in the past as well as during his long illness. Hassan being the founder and organiser of Australia's largest and unique Chand Raat Eid Festival (CREF) and Halal Expo Australia; the speakers mentioned that due to Coronavirus, CREF was not held but next year we hope that everyone is vaccinated, and we are able to get rid of the COVID-19 pandemic and CREF will commence again with full sprit and energy.

The legend politician former Senator Laurie Ferguson in his twitter after the function, said 'It was moving to see Syed, his ultra supportive wife Souraya and family. In a community where some very discredited individuals have tried to thrust themselves forward. Syed , as creator of Sydney's Chand Raat festival has proven quality rises to the too'.

Dr. Yadu Singh, on social media posted, 'I joined many including political leaders (Lynda Voltz MP, Jihad Dib MPDib MP, Julia Finn MP, Laurie Ferguson, Durga Owen) and former CRC Chair Stepan Kerkyasharian to celebrate Syed Atiq Ul Hassan's recovery from his serious health issues. You are a hardworking and decent person, who, I am proud to call a dear friend. Congratulations, Syed Bhai for beating the dreaded C. As you rightly said, the top-rate medical treatment in Sydney along with the good wishes and blessings from the friends and support from the family can indeed do miracles. It certainly has done so for you. I am so happy to see this happen. My best wishes to you, your wife, Surraya Hassan and your fantastic family! May God continue to give you the best of health and happiness!'

The host of the event, daughter of Hassan, Sarwat Hassan narrated some incidents of Hassan courage during Hassan's illness, which were acknowledged by the audience and thanked all the family and friends, community members for their love, prayers, and support. She said Hassan's has shown amazing mental toughness and immense passion for serving the community, as he still took part in community affairs and as a journalist continued writing articles on issues while he was passing through his treatment. Hassan suffered with multiple lymphoma (Cancer), spent almost 3 years in hospital.

Addressing the gathering, Syed Atiq ul Hassan thanked all the guests present, especially the dignitaries. He mentioned an amazing story that happened with him when he was in the hospital that inspired and gave him a new dynamic of serving humanity. Hassan said that he took life-threatening infectious disease positively considering it as Allah's (God) will and test on him. He said he learned a lot from his illness and is now even more motivated and eager to continue serving the community. Hassan said, 'Insha'Allah' (God-willing) he will do his best to continue his multicultural events and other projects, as he believes to promote our multiculturalism these events play vital role. As a result of his hard work, he has been supported by many important friends and leaders of the community in addition to his family.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13

গুডমর্নিং বাংলাদেশ ল্যাকেম্বার আয়োজনে মর্নিং টি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত রবিবার ১৩ জুন ২০২১ প্রতি বছরের মত এবারও লাকেম্বায় অনুষ্ঠিত হলো গুড মর্নিং বাংলাদেশ ব্রেকফাস্ট ইভেন্ট। নিউ সাউথ ওয়ালসের ক্যান্সার কাউন্সিলের অর্থ সংগ্রহের জন্য "গুড মর্নিং বাংলাদেশ" ও "বিগেস্ট মর্নিং টি ইভেন্ট" একটি মহৎ ফান্ড রেইজিং প্রোগ্রাম।

গত ১৩ জুন সকাল সাড়ে ৯টায় সিডনির বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বাংলাদেশী পরিবাররা অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল স্পোর্টসক্লাব প্যারি পার্ক,লাকেম্বায় জড়ো হতে থাকে। সকাল সাড়ে নয়টায় আলোচনা সভা এবং সেই সাথে রকমারি মজাদার খাবারের আয়োজনে শুরু হয় সকালের নাস্তার কার্যক্রম। বাহারি পিঠা ছিলো অন্যতম আকর্ষণ। বাচ্চাদের জন্য ছিল জাম্পিং ক্যাসেল সহ খেলার বিভিন্ন আয়োজন।

প্রতি বছর "গুড মর্নিং বাংলাদেশ" বিগেস্ট মর্নিং টি ক্যান্সার কাউন্সিলের অর্থ সংগ্রহের জন্য ম্যাস্কট, ব্লাক টাউন ও লাকেম্বায় বাংলাদেশীদের সতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনের মধ্যদিয়ে এ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। এ আয়োজন ভয়ানক ব্যাধি ক্যান্সার নিরাময়ের ব্যয়বহুল রিসার্চের জন্য অর্থ সংগ্রহের একটি সেবামুলক আয়োজন।

এ উপলক্ষে এক বিশেষ আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। বক্তারা এ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং ভবিষ্যতে আরো বেশি অর্থ সংগ্রহের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। বিগত ১৯ বছরে এ পর্যন্ত ২৫২,৮৬২+ অস্ট্রেলিয়ান ডলার সংগ্রহ করেছেন।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক ফারুক হান্নান (ইঞ্জিনিয়ার) "গুড মর্নিং বাংলাদেশের প্রধান আয়োজক মরহুম ডক্টর হকের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে দুপর ১২ টায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।সিডনির বিভিন্ন সচেতন বাংলাদেশী পরিবার ছিলেন এ মহতী অনুষ্ঠানের হোস্ট।

অনুষ্ঠান শেষে যারা ব্রেকফাস্ট তৈরি ও বিক্রিতে সহযোগিতা করেন তাদের মাঝে সম্মানজনক পুরস্কার তুলে দেন আয়োজকবৃন্দ।

আরো ছবি পৃষ্ঠা-১৫

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ডা. জোবায়দা রহমানের জন্মদিনে ফুলেল শুভেচ্ছা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান দেশনায়ক তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবায়দা রহমানের জন্মদিনে বিশ্বব্যাপী ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হয়েছেন।

১৮ জুন জন্মদিন উপলক্ষে প্রবাসী বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডা. জোবায়দা রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিভিন্ন পোস্ট দেয়া হয়েছে। একই সাথে তার পরিবারের জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে।

সাবেক নৌবাহিনীর প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের কনিষ্ট কন্যা ডা. জোবায়দা রহমানের জন্মদিনের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্টাতা আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম,সুইডেন বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা মহিউদ্দীন আহমেদ জিন্টু ,জাপান বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা শহিদুল ইসলাম নান্নু,বাকশালী ফ্যাসিস্ট নির্মূল কমিটির সভাপতি দেলওয়ার হোসেন (অস্ট্রেলিয়া),

বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শাকিরুল ইসলাম খান শাকিল, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, মধ্যপ্রাচ্য সাংগঠনিক সমন্বয়ক সৌদিআরব বিএনপির সভাপতি আহমেদ আলী মুকিব, আমেরিকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন কমিটির আহ্বায়ক ও আমেরিকা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু, আয়্যারল্যান্ড বিএনপির সভাপতি হামিদুল নাসির জার্মান, বিএনপির সভাপতি আকুল মিয়া, ফ্রান্স বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাইফুর রহমান, গ্রীস বিএনপির সভাপতি মুখলেছুর রহমান, কাতার বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরিফুল হক সাজু, কুয়েত বিএনপির সদস্য সচিব শওকত আলী, ফিনল্যান্ড বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক জামান সরকার মনির অষ্ট্রিয়া, বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নাসির উদ্দিন সাবেক সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, ইতালী বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহ তৌহিদ কাদেরম, জার্মান বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাক খান, ফ্রান্স বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম, বেলজিয়াম বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আলম হোসেন, পর্তুগাল বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সায়েফ আহমেদ, সুইট স্পেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবু জাফর রাসেল, ইতালী বিএনপি নেতা খলিলুর রহমান খোকন, আমেরিকা ইলিয়িন স্ট্রীট বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক দূলু মিয়া, ম্যারিল্যান্ড বিএনপির সদস্য কবিরুল ইসলাম, কানাডা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আনছার উদ্দিন, মালদ্বীপ বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, ফিনল্যান্ড বিএনপির দফতর সম্পাদক শামীম বেপারী, সুইজারল্যান্ড বিএনপি নেতা ওবায়দুর রহমান স্বপন, মাহাবুবুর রহমান অসীম।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রস্তাবিত স্মৃতি সৌধ ডিজাইন প্রদান ও মতবিনিময় সভা স্থগিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

আগামী ১১জুলাই প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মৃতি সৌধ এর ডিজাইন প্রদর্শন ও মতবিনিময় সভা স্থগিত করা হয়েছে। সিডনিতে নতুন করে কোভিড ১৯ বিধি নিষেধ আরোপ করায় এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় আরো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, কোভিড-১৯ বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ প্রেক্ষিতে অনতিবিলম্বে নতুন তারিখ ঘোষণা করা হবে। এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কাম্য।

চোখ রাখুন, এ বিষয়ে কমিটির পক্ষ থেকে 'Campbelltown IMLD Monument' ফেইসবুক পাতায় নিয়মিত আপডেট দেয়া হবে।

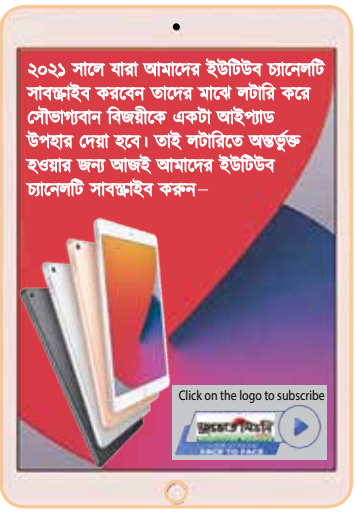

১৪ পৃষ্ঠার পর

Great news for all Muslims

Suprovat Sydney report

Cultural and Welfare Centre of NSW Inc. are building a Masjid and a full time Islamic Educational Centre at Kemps Creek, NSW.

The aim of this project is to meet the growing demands of one of the highest Muslim populated areas in Australia in the Liverpool Council. 5 acres of land has already been settled, DA advice has been received from the Liverpool Council for building a Place of Worship and Community hall. The location of the masjid has very strong strategic benefits: The masjid will be only 8 minutes drive from the 2nd Airport of Sydney which is expected to be completed by 2026 at Badgerys Creek.

How Can You Help To Build The House Of Allah?

Legacy of our beloved Prophet (SWS) and his great companion (RA) who had sacrificed everything, including their lives, for the sake of ALLAH (SWT).

Our prophet Muhammad (SWS) made us a promise that whoever contributes to build a house of Allah in this world, Allah (SWT) will build him a house in Jannah - in Sha Allah. So we encourage you to donate generously

* They have an outstanding Qard-E-Hasan loan of $2.8 million. This loan must be repaid as soon as possible.

* The construction of the dawah center will commence after paying off the Qard-E-Hasana.Yon can donate 1 SQ Metre of the Masjid including construction for only $480.

You may buy one for yourself and also give it as a gift to your loved ones i.e your parents, so that they can enjoy a great reward on the Day of Judgement?

To donate please visit: https://culturalwelfare.org.au

Follow CWC NSW on Facebook: https://www.facebook.com/cwc.nsw

May Allah (SWT) accept your sacrifice and make this project a success - Ameen.

> "Legacy of our beloved Prophet (SWS) and his great companion (RA) who had sacrificed everything, including their lives, for the sake of ALLAH (SWT).

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সদস্য নবায়ন ২০ আগস্ট পর্যন্ত ও এজিএম ১৯ সেপ্টেম্বর-২০২১

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের ইসি (এক্সেকিউটিভ) মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সময় ১৬ জুন ২০২১ বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত মিটিংয়ে কমিটির ১৩ জনের মধ্যে ৯ জন (সংখ্যা গরিষ্ঠ) কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের চলমান সংকট নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সর্বসম্মতিক্রমে নেয়া সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে রয়েছে উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন ।

এছাড়া কতিপয় বিপদগামী সদস্য কর্তৃক নেয়া অসাংগঠনিক কিছু কার্যকলাপের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় । গঠনতন্ত্র পরিপন্থী সভা ও তার সকল সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণা করা হয় । নতুন সদস্য নেয়া ও নবায়নের জন্য আগস্টের ২০ তারিখ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয় । পূর্ব প্রস্তাবিত এজিএমের তারিখ বাতিল ঘোষণা করে নতুন তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করা হয় । অসাংগঠনিক কাজে জড়িতদের পুনরায় শোকজ করে তাদের সদস্যপদ ও অন্যান্য পদ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে । যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবদুল আউয়ালকে সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত করা হয়েছে।

সংগঠনের গৃহীত সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কাউকে নাম ও লোগো ব্যবহার করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে । নতুন সদস্যদের আবেদন পর্যালোচনা করার জন্য পর্যালোচনা কমিটির কথা প্রস্তাব করা হয়েছে ।

সংগঠনের সভাপতিসহ কয়েকজন সদস্যের পদত্যাগের ইমেল পর্যালোচনা করে তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে পদত্যাগপত্র নাকচ করে দেয়া হয়। এবং তারা সকলে নিজ নিজ পদে বহাল আছেন বলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সংগঠনের সভাপতি ড. এনামুল হক স্বীয় দায়িত্ব গ্রহণ করায় ভারপ্রাপ্ত সভাপতির পদ বাতিল করা হয় । পাবলিক অফিসার হিসেবে জেষ্ঠ্য সহ সভাপতি আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীমকে আগামী চার বছরের জন্য এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত পর্যন্ত দায়িত্বে বহাল রাখা হয়েছে ।

সিডনিতে ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্রিকেট একাডেমির পুরষ্কার বিতরণ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্রিকেট একাডেমির বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ১৩ জুন ২০২১ রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ ও খেলোয়াড়দের পিতামাতাসহ ৫০ জন প্রতিযোগী খেলোয়াড় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অংশ নেয়।

পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউ সাউথ ওয়েলস প্রাক্তন প্রিমিমিয়ার মরিস ইয়ামা। এসময় অন্যান্য অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকসটাউন ক্যান্টারবুরি সিটি কাউন্সিলের মেয়র কার্ল আসফাওর ও কাউন্সিলর বিলাল আল হায়েক। দুই শতাধিক অতিথির উপস্থিতিতে ক্লাবের দপ্তর সম্পাদক অমিত ভাসা'র সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মামুন রশিদ।

খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য খেলোয়াড়দের পুরষ্কার প্রদানের পাশাপাশি ক্লাব গঠনে বিশেষ অবদানের জন্যে বিভিন্ন কমিউনিটি ব্যক্তিত্বকে ফুলেল শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ অরজিন ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষ থেকে নওফেল রশিদকে টপ অলরাউন্ডার অফ দি ডিস্ট্রিক্ট পুরস্কারে ভূষিত করে।

আমেরিকায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার নামে সড়ক উন্মোচন

১ম পৃষ্ঠার পর

মেরিল্যান্ড বিএনপির সদস্য মোহাম্মদ কাজল ও তার পরিবারের সম্পূর্ণ একক প্রচেষ্টায় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে সড়ক নামকরণ করা হয়েছে। দিনটি আমেরিকার বিএনপির নেতাকর্মীদের এতিহাসিক দিন বলে অতিবাহিত করা হয়েছে। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক থেকেও কয়েকজন নেতা ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা গেছে।

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ল্যাকেম্বায় বিশেষ দোয়া মাহফিল

গত ২২ জুন ২০২১ মঙ্গলবার সিডনির কোরআনিক সোসাইটি (লাকেম্বা মুসাল্লায়) দোয়া'র আয়োজন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ইসলামী বক্তা ও মুসলিম লিডার রিদওয়ান আক্কায়ি।

সম্প্রতি সিডনির বিশিষ্ট সমাজসেবক নজরুল ইসলাম,সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিনের মাতা, সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের কার্যকরী পর্ষদের সম্মানিত সদস্য ড.ফজলে রাব্বির পিতা, সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ও ইসলামী বার্তার সাংবাদিক জাকির হোসেনের পিতা, সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ও সাংবাদিক কামরুল ইসলামের পিতা এবং সুপ্রভাত সিডনির হাবিব হাসানের বড় ভাইর রুহের মাগফিরাত কামনা করে ইশার নামাজের পর দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আল্লাহ পাক উনাদেরকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক (আমিন)।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13

দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী নদীতে মেঘের ঢেউ

◆ মীম মিজান ◆

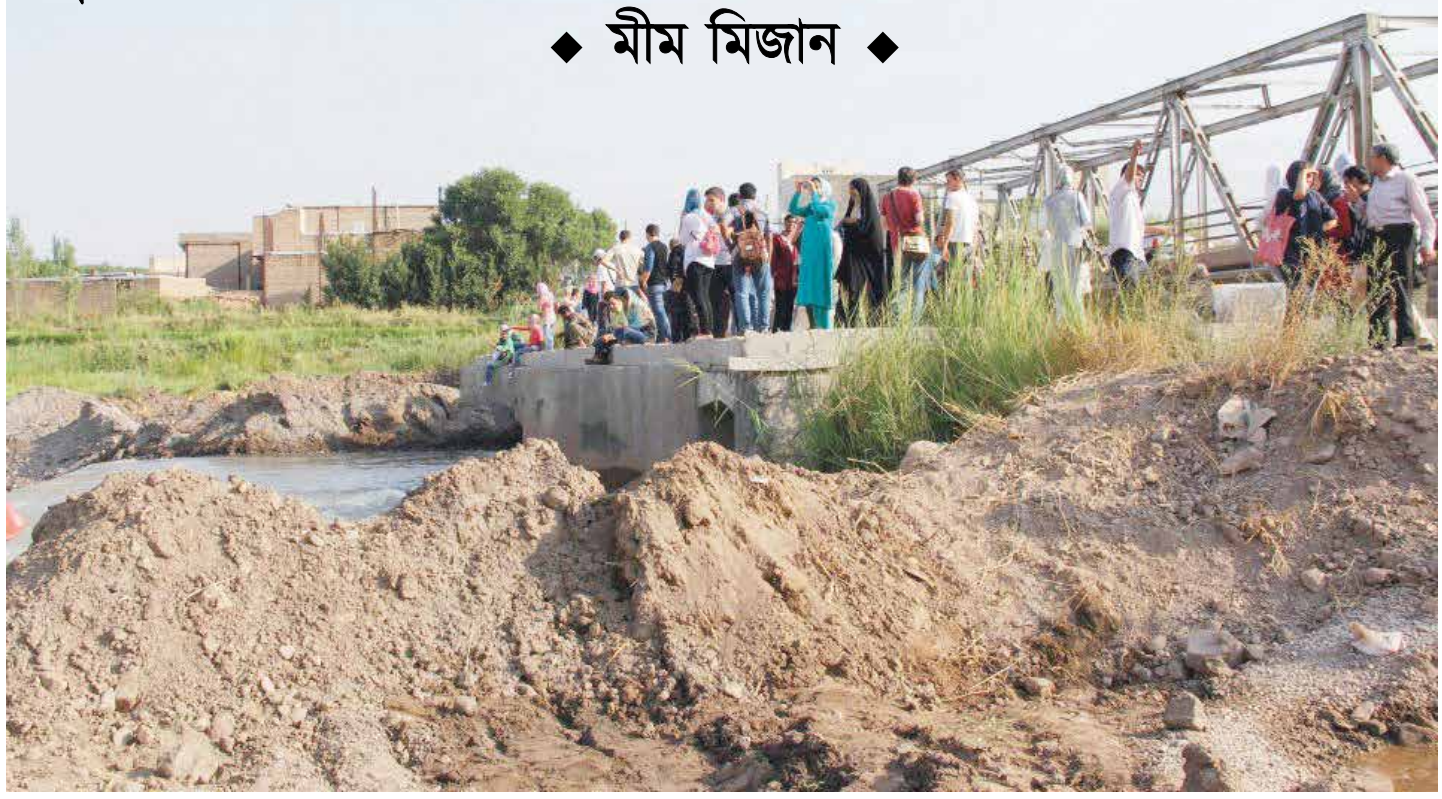

নাদান এই নিজেকে বেশ ঋদ্ধ করেছি বিশ্বসেরা ইরানি সাহিত্যের রস আস্বাদনে আর উন্নত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির মধুপানে। শিল্প-সাহিত্যের সেই উর্বর ভূমিতে আমি স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে অলির মতো ঘুরেছি ইরানি গুলবাগ, মহাফেজখানা, প্রখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের মকবরা, সারি সারি পাহাড়ের ঢালের কৃষিক্ষেত্র, আঁটোসাঁটো লেকের স্বচ্ছ জলে নীলাকাশের নীলাভ মোহনা আর পর্যটকদের ঘরে ফিরে না যাওয়ার কত্ত কত্ত স্থানে। তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের আজ গন্তব্য ইরানের উত্তরাঞ্চলের ব্যতিক্রমী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মেঘ ঢেউয়ের নদী, আলামুত পাহাড় বা হাসান সাব্বাহ কেল্লা ও এভান বা আয়ভান হ্রদ।

সূর্যকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে ছোট ছোট ছয়টি মিনিবাস আসে। হয়তো আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে তারও ঘুম ভাঙবে। আমরা বাংলাদেশী মোট নয়জন পুরুষ একটি মিনিবাসে উঠলাম; সাথে দু'জন ভিনদেশী বন্ধু আর তত্ত্বাবধায়ক অগায়ে সাবেরি। ভিনদেশী সহযাত্রী দু'জন হচ্ছেন ভারতের চন্দ্রগুপ্ত ভারতিয়া ও জার্মানির ক্রিস্টোফার। ইরানের সহপাঠী হওয়া সাতাশটি দেশের ১২২জন প্রফেসর, গবেষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে নারীদের জন্য আলাদা মিনিবাস। সেখানে অবশ্য আমাদের দেখভালকারী অগায়ে কেশাভারজ বা জনাব কৃষক ও তার পরিবারও উঠেছে। গোটা মুখজুড়ে বসন্তের দাগওয়ালা পঞ্চাশোর্ধ কৃষক মহোদয়ের সাত কি আট বছরের একটা পরী আছে।

মিনিবাসের সারি সমানভাবে সজোরে ছুটে চলল। খুবই আনন্দ হচ্ছিল। আর চমৎকার এক অনুভূতি খেলা করে যাচ্ছিল নির্ভার এক যুবক মনে। ফর্সা আলোতে কৌতুহলী চোখ ও মন তৃপ্ত হচ্ছিল। যেখানে একটু পানির সন্ধান বা গাছ গাছরা জন্মেছে তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে বসতি। এখানে ফসলি জমি কম। অধিকাংশই ফলের বাগান ও অনুরূপ চাষের জমিন। পাহাড়ের উঁচু-নিচু ঢালে যেন পিচঢালা রাস্তার মাঠ। ট্রাক্টরের অগভীর চাষে, আপাতঃ নরম মাটিতে সার-পানি মিশ্রণের ফলে কালো রঙ ধারণ করা চুলের বেনির ন্যায় পাহাড়ের পা তক ঢেউ খেলানো জমিনে রোপিত বীজের কিছু বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। এতেই কৃষকের সাফল্য। সামনে এগুতেই দেখি একটা গ্রাম মতো সমভূমি। হাঁটু উচ্চতার। ভুট্টাক্ষেতে স্যুট-কোট পরা অনেক লোকের জটলা। সবার প্যান্ট ভিজে গেছে। মানে রাতের ভালোবাসা শিশিরের ফোঁটাগুলো ভুট্টার কচি সবুজ পাতা থেকে কৃষি দপ্তরের অফিসারদের শুষ্ক প্যান্ট শুষে নিয়ে সিক্ত। এত সকালে প্রজেক্ট নিরীক্ষণে এসেছেন মহোদয়েরা!

যে কয়েকটি বসতি চোখে পড়লো। সবগুলোর অবকাঠামো প্রায় একই রকম। টিনের চালের বাংলা ঘরগুলো হয় ইট-সিমেন্ট না হয় কাঠের তৈরি। শীতকালীন সাদা চাদরের আতিথিয়েতা থেকে রক্ষার জন্য কাঠের তৈরি ঘরগুলোর বেড়া কাদামাটি দিয়ে লেপে দেয়া। একজনের একটি করে ঘর আর সংলগ্ন পশুশালা, রন্ধনশালা ও প্রাকৃতিক কর্ম সম্পাদনের ছোট্ট কুঠুরি। নিজ নিজ ঘরবাড়ি আর শস্যক্ষেতের সীমানাজুড়ে সিমেন্ট আর কাঠের খুঁটিতে কাঁটাতারের বেড়া। হাতে মোজা আর মাথায় হ্যাট পরা একজন আপনমনে থরে থরে সাজাচ্ছেন সোনালি, লাল আঙুর। আঙুরভর্তি ক্যারেটগুলো তার খদ্দেরের জন্য অপেক্ষায়। মিনিবাসের প্রথম যাত্রীর আসনে বসা আমি ঝলকে ডান-বামে ঘুরে দেখে নিলাম প্রায় পুরো পরিবেশ। মনে হলো সবুজ আর সবুজ! এই বিরানভূমিতেও সবুজ আছে!

কত্ত যে উঁচু-নিচু পাহাড় তার হিসেব কষতে আমি অক্ষম। পাহাড়ের গায়ে বা খোড়লে উঁকি দিচ্ছে কত নাম না জানা নানা গড়ন আর বয়সের উদ্ভিদ। ও আল্লাহ! তোমার হাজার শুকরিয়া! তুমি এত বিস্তৃত আর উঁচু-নিচু করে পৃথিবী সাজিয়েছো! তাইতো বারবার কুরআনে আহবান করেছো তোমার নিদর্শন দেখতে। রাস্তাগুলি সাপের মত প্যাঁচানো। পাহাড়গুলির গোড়ায় কালো পিচের তৈরি তেলতেলে রাস্তা। প্রথমে মনে হয় যে, উপরে বুঝি আর রাস্তা নেই। কিন্তু সজোরে এগিয়ে যাওয়া মিনিবাসের সামনের গ্লাস দিয়ে দেখি, কোথা থেকে যেন জাদুর মতো তাৎক্ষণিক রাস্তা তৈরি হয়ে আমাদের সামনে পড়ছে। এভাবে অনেক উঁচুতে উঠলাম। এঁকেবেঁকে চলল পাহাড়ের গোড়ায় গোড়ায়। হুট করে উপরের দিকে রাস্তা ওঠেনি।

কৌতুহলী দৃষ্টি ও মনন তৃপ্ত হলেও পেট মহাশয় হঠাৎই জানান দিল যে, তা এখন খাবার শূন্য। আগেভাগে উঠে পড়ার জন্য এ অবস্থা। সেই শূন্যতা আরও বেশি করে জানান দিতে শুরু করল যখন দেখতে পেলাম যে, রাস্তার মোড়ে মোড়ে ইরানিরা সপরিবারে বসে নাস্তা করছেন। এরা আসলে পরিবারকে নিয়ে বেড়াতে আর একসাথে খোলা জায়গায় মাদুরে বসে খেতে ভালোবাসেন। তারাও স্নিগ্ধ ভোরের ঘুমকে হঠিয়ে এখানে এসেছেন। আমরা এমন এক উচ্চতায় উঠলাম যে, রাস্তাঘাট ও বাড়িগুলোকে এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

আমরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। তার মানে মিনিবাসও দক্ষিণে নিম্নমুখী হয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে যাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহ! সুবহানাল্লাহ বিহামদিহি! আল্লাহু আকবার! বলে উঠলাম। সামনের যে অকল্পনীয় দৃশ্য তা দেখে আল্লাহর তারিফ না করে থাকতে পারছি না।। মনের অজান্তেই বেরিয়ে এসেছে আল্লাহর প্রশংসা। পৃথিবীর যে কেউ এ দৃশ্য দেখলে মনের অজান্তে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করবে। যদি কেউ নাস্তিক হয় তবে তার ঈমান আনয়নের সমূহ সম্ভাবনা আছে। আমার কি ভাষা আছে এ দৃশ্য প্রকাশ করবার? আমার জ্ঞান নেই লিখে তা প্রকাশ করবার।

২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে কয়েকটি বসতি চোখে পড়লো। সবগুলোর অবকাঠামো প্রায় একই রকম। টিনের চালের বাংলা ঘরগুলো হয় ইট-সিমেন্ট না হয় কাঠের তৈরি। শীতকালীন সাদা চাদরের আতিথিয়েতা থেকে রক্ষার জন্য কাঠের তৈরি ঘরগুলোর বেড়া কাদামাটি দিয়ে লেপে দেয়া

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

মিরাকল অব কোরআন : ভূমিকা

@আতিকুর রহমান

মিরাকল ইংরেজি শব্দ। যার আভিধানিক অর্থ অলৌকিক ঘটনা। 'মিরাকল অব কোরআন' নতুন কোন টপিক নয়। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন। বাজারে এ বিষয়ে প্রচুর বইও রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় আজ আমাদের অনেকের কাছে কোরআন নাজিল হবার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করে বারাকা নেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কারো কাছে কোরআন বাসায় যত্ন করে সাজিয়ে রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। কোরআনের আইন বাস্তবায়নের মানসে এর এনালাইসিস করার মানুষ আজ মাইক্রোস্কুপ দিয়ে খুঁজতে হবে। কোরআনের বৈজ্ঞানিক বিষয়কে বিজ্ঞানের জ্ঞান দিয়ে বুঝতে হবে এ ধারণা আমাদের অনেক লেটেষ্ট স্মার্ট ফোন ব্যবহারকারীদের মাথায়ও নেই।

এদের দৃষ্টিভংঙ্গি হলো হুজুররা কোরআন পড়বে আর আমরা শুক্রবার মসজিদে গিয়ে তাদের কাছ থেকে শুনে নেব। ব্যাস হয়ে যাবে। এসব নিয়ে সময় ব্যয় করার ফুরসৎ কই? আরে ভাই, কোরআন কি হুজুরদের উপর নাজিল হয়েছে নাকি সবার উপর নাজিল হয়েছে।

এটা একজন সাধারণ মুসলিমও জানে যে বিজ্ঞান আজ যা বলছে কাল তা ভূল প্রমাণিত হতে পারে বা এর উল্টোও হতে পারে। বিজ্ঞান কোরআনকে সত্য প্রমানের মাপকাঠি নয়। বিজ্ঞান কোরআন বোঝার একটি উপকরণ মাত্র। লন্ডনে বহুবছর দাওয়া কাজ করেন এমন একজন অডিয়েন্সকে প্রশ্ন করেছিলেন: বলুন তো, আগে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা এতো কম ছিল এখন এতো বেশী কেন? কেউ সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। সঠিক উত্তর ছিলো: আমাদের কাছে কোরআন আছে যা মিরাকলে ভরপূর। এমন কিতাব পূর্বে কারো কাছে ছিলনা। আমাদের কাছে আম্বিয়া আঃ- রা নেই আর তাঁদের কেউ মুজেজা নিয়ে আসবেনও না। কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে কোরআন।

আসুন কোরআন পড়ি ও কোরআন বুঝি। এজন্য যা যা দরকার তা আয়ত্ব করি। যেমনঃ আরবী ভাষা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সমুদ্রবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ইতিহাস, ইত্যাদি সকল বিষয়ের উপর বেসিক জ্ঞান অর্জন করি।

কোরআনে মিরাকল কেন?

আম্বিয়া আঃ-দেরকে মুজেজা প্রদান বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার এক বিশেষ প্রজ্ঞা রয়েছে। যা স্কলাররা প্রায়শঃই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। সর্বপ্রথম নবী মুসা আঃ-এর সময়কার কথা ধরা যাক। মুসা আঃ এর সময়টি ছিল জাদুর যুগ। মানুষ জাদুর চর্চা করতো আর তারা এতে প্রচুর পারদর্শীও ছিল।সাধারণ মানুষের এতে আগ্রহও ছিল সীমাহীন। আল্লাহ তা'আলা মুসা আঃ-কে নবী হিসেবে পাঠালেন। তাঁকে এমন কিছু মুজেজা দান করলেন যা অনেকটা জাদুর মত। কিন্তু তা জাদু নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অর্থঃ

তখন তিনি নিক্ষেপ করলেন নিজের লাঠিখানা এবং তাৎক্ষণাৎ তা জলজ্যান্ত এক অজগরে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আর বের করলেন নিজের হাত এবং তা সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের চোখে ধবধবে উজ্জ্বল দেখাতে লাগল। (সূরা আল আ'রাফ:১০৭-১০৮)

উপরোক্ত আয়াত দু'টোতে মুসা আঃ -এর দুটো মুজেজার কথা উল্লেখিত হয়েছে। একঃ তিনি নিজের লাঠি নিক্ষেপ করলে লাঠি ততক্ষনাৎ জলজ্যান্ত অজগরে রূপান্তরিত হয়ে যেত। আর দ্বিতীয়টি ছিল তিনি যখন তাঁর হাত দর্শকদের উদ্দেশ্যে বের করে করতেন তখন তা জ্বলতে থাকতো। মুসা আঃ-এর মুজেজা এমন ছিল যাকে চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা দেশের সবচেয়ে পারদর্শী জাদুরকরদেরও ছিলোনা। বরং মুসা আঃ যখন এ মুজেজা প্রদর্শন করলেন তখন রাষ্ট্রের শীর্ষ জাদুকররা সিজদায় পড়ে গেলো। তাদের অনেকেই ইসলাম কবুল করলো। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ অর্থঃ এবং যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল। (সূরা আল আ'রাফ, ৭:১২০)

নবী মুসা আঃ এর সময়কাল যেমন জাদুতে ভরপুর এক সময় ঠিক তেমনি নবী ঈসা আঃ এর সময়কাল ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের উৎকর্ষতার এক সময়। তৎকালীন মানুষ নানা রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা রপ্ত করেছিল। সাধারণ মানুষের এতে আগ্রহও ছিল সীমাহীন। সেসময় আল্লাহ তা'আলা ঈসা আঃ-কে নবী হিসেবে পাঠালেন। তাঁকে এমন কিছু মুজেজা দান করা হলো যা ছিল চিকিৎসার ন্যায়। কিন্তু তা প্রচলিত চিকিৎসার ন্যায় ছিল না। যেমনঃ মৃতকে জীবিত করা , জন্মান্ধ ব্যক্তিকে সুস্থ করে তোলা। যে রোগীকে চিকিৎসকরা চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করতে ব্যর্থ হয়েছে, নবী ঈসা আঃ তা'আলা প্রদত্ত মুজেজার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে পারতেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থঃ তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে। আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (সূরা আল ইমরান, ৩:৪৯)

এ সকল মোজেজা একদিকে যেমন ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। ঠিক অপরদিকে এ মুজেজা ছিল বান্দার জন্য সত্যকে চিনে নেয়ার এক সহজ উপায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা চান তাঁর বান্দারা এসব অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করে তারা তাদের রব-আল্লাহর দিকে ফিরে আসে।

এবার কোরআনে কারীমের কথা ধরা যাক। কোরআন আসমানী কিতাব সমূহের মাঝে সর্বশেষ কিতাব যা আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত অবধি অবিকৃত রাখার ওয়াদা করেছেন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: অর্থঃ আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (সূরা হিজর, ১৫: ৯)

অর্থাৎ আমাদের নিকট নতুন করে কোন নবী বা রাসূল প্রেরিত না হলেও আমাদের কাছে রয়েছে আল্লাহ তা'আমার পক্ষ থেকে এক অকাট্ট নিদর্শন: কোরআনুল কারীম। কোরআনে এতো বেশী বৈজ্ঞানিক বিষয় উল্লেখিত হয়েছে যা আগের কিতাবে ছিলোনা। কোরআনে বৈজ্ঞানিক বিষয় উধৃত করার পিছনে কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে ? স্কলারদের অভিমত হলো: আল্লাহ তা'আলা চান তাঁর বান্দারা কোরআনে উল্লেখিত এসব বিষয় দেখে বুঝতে পারুক, ১৪০০ বছর আগে বিজ্ঞানের অনগ্রসর সময়ে নাজিল হওয়া কোরআন অক্ষর জ্ঞানহীন মুহম্মদ-এর লিখিত কোন গ্রন্থ নয়। বরং এটি আল্লাহ তা'আলার কিতাব। আর কোরআনের প্রদর্শিত নির্দেশাবলী, জীবন ব্যবস্থা মেনে চলা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক ।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি'র উদ্যোগে সম-সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন

দীর্ঘ এক দশকেরও বেশি সময় যাবত সিডনি থেকে প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার প্রধানতম বাংলা কমিউনিটি সংবাদপত্র সুপ্রভাত সিডনি। দীর্ঘদিন থেকে আমরা কমিউনিটি, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক খবর ও মতামত প্রকাশ করছি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সাথে। আমাদের এ অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলটি সুপ্রভাত সিডনির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্বাক্ষাতকারের ভিডিও চিত্রগুলো প্রচারের জন্য। আমাদের এ পথচলায় সাথে থাকার জন্য সকল লেখক, পাঠক ও শুভাকাঙ্খীদের প্রতি আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের সাথে ইমেইলে যোগাযোগ করতে পারেন : suprovat.ceo@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13

ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার

ডা: মো: ইমাম হোসাইন (ব্রুনাই)

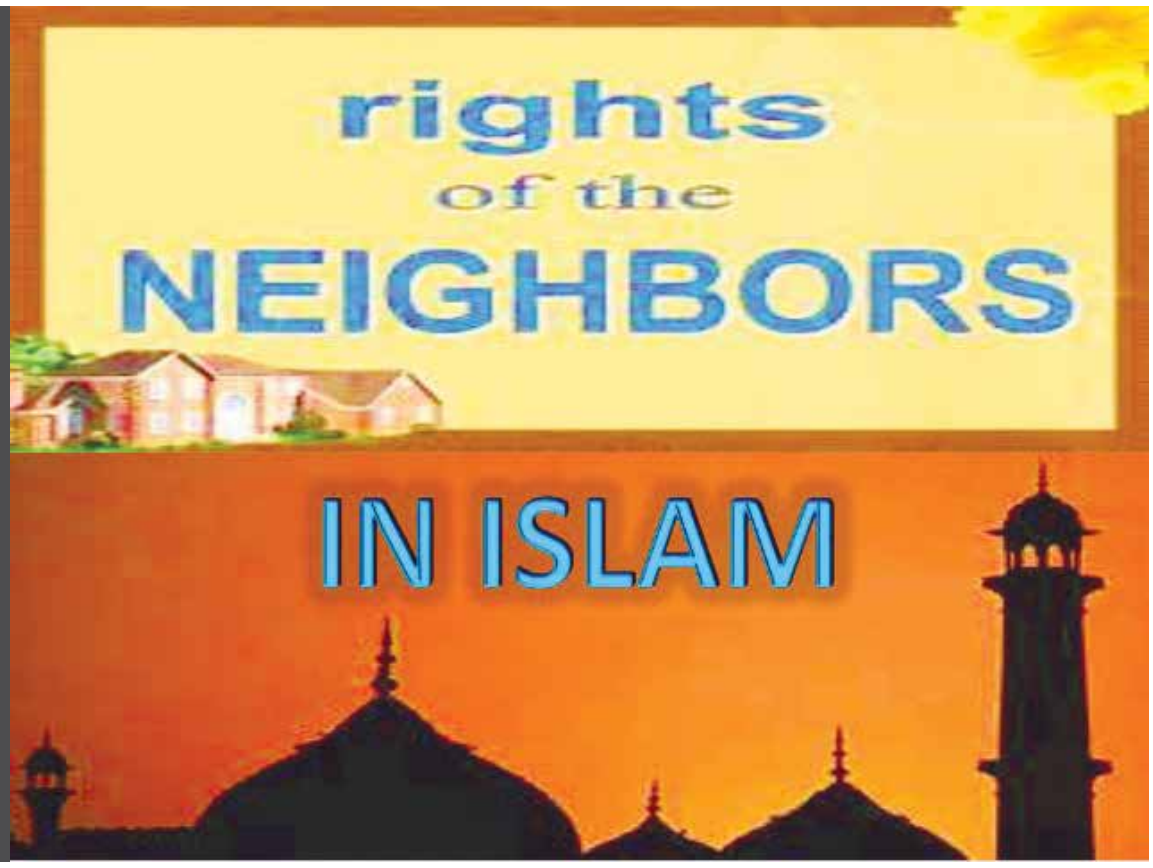

একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনে ইসলামের দিকনির্দেশনা অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত এবং গঠনমূলক। সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানুষ পরস্পর একতাবদ্ধ হয়ে বসবাস করে আসছে। বাড়ীর পাশাপাশি বসবাসকারী আত্মীয় বা অনাত্মীয় লোকজনই প্রতিবেশী। মানুষের সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে এরাই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে এবং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কাজেই এই প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করা জরূরী। প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ককে সৌহার্দ্যপূর্ণ, আন্তরিক ও সহানুভূতিশীল করার লক্ষ্যে ইসলাম বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রতিবেশীর পরিচয় : প্রতিবেশী শব্দটির আরবি প্রতিশব্দ জার। যার শাব্দিক অর্থ প্রতিবেশী, পাড়াপড়শী ইত্যাদি।
পরিভাষায় বলতে পারি, আমাদের বাসা বাড়ির চারপাশে যেসব লোকজন বসবাস করেন তারা আমাদের প্রতিবেশী। চাই তারা নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করুক বা ভাড়া বাসায় বসবাস করুক। ইবনুল মানযূর বলেন,
প্রতিবেশী হচ্ছে যে ব্যক্তি আইনত তোমার পার্শ্বে অবস্থান করছে, সে মুসলিম হোক বা কাফের, পুণ্যবান হোক বা পাপী, বন্ধু হোক বা শত্রু, দানশীল হোক বা কৃপণ, উপকারী হোক বা অনিষ্টকারী, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, দেশী হোক বা বিদেশী। (লিসানুল আরব ৪/১৫৩-৫৪ পৃঃ।)

প্রতিবেশী গণ্য হওয়ার সীমা : কত দূর এলাকার অধিবাসীরা প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- (১) হাসান (রাঃ) বললেন, নিজের ঘর হ'তে সম্মুখের চল্লিশ ঘর, পশ্চাতের চল্লিশ ঘর, ডান দিকের চল্লিশ ঘর এবং বাম পার্শ্বের চল্লিশ ঘর' (এর অধিবাসী লোকজনই প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য)। (আদাবুল মুফরাদ হা/১০৯, সনদ হাসান।)
(২) কেউ বলেন, চারিদিকের দশ ঘর প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। (৩) কেউ বলেন, যে ব্যক্তি ডাক শুনতে পায় সে প্রতিবেশী। (৪) যে অতি নিকটে বা পাশাপাশি থাকে সে প্রতিবেশী। (৫) কেউ বলেন, প্রতিবেশী হচ্ছে যারা একই মসজিদে সমবেত হয়। (মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম আল-হামদ, আত-তাক্বছীর ফী হুকূকিল জার, ১/১ পৃঃ।)

প্রতিবেশীর প্রকার : দূরত্বের বিবেচনায় প্রতিবেশী দু'প্রকার : ১. নিকটবর্তী প্রতিবেশী ২. দূরবর্তী প্রতিবেশী (নিসা ৪/৩৬)। ধর্মীয় ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দিক দিয়ে প্রতিবেশী ৩ প্রকার। যথা- ১. মুসলিম আত্মীয় প্রতিবেশী, ২. মুসলিম অনাত্মীয় প্রতিবেশী ৩. অমুসলিম প্রতিবেশী।
আচার-আচরণের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী দুই প্রকার। ১. উত্তম প্রতিবেশী ও ২. নিকৃষ্ট প্রতিবেশী। উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেন, একজন মুসলমানের জন্য খোলামেলা বাড়ী, প্রশস্ত বাসভবন, সৎপ্রতিবেশী ও রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্য স্বরূপ'। (আদাবুল মুফরাদ হা/১১৬)
অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর নিকট সেই সাথী উত্তম, যে তার নিজ সাথীদের নিকট উত্তম এবং আল্লাহর নিকট সেই প্রতিবেশীই উত্তম, যে নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম'। (আদাবুল মুফরাদ হা/১১৫)
পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট প্রতিবেশী হ'তে রাসূল (সা.) দো'আ করতেন এই বলে,'হে আল্লাহ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দুষ্ট প্রতিবেশী হ'তে স্থায়ী বাসস্থানের। কেননা দুনিয়ার প্রতিবেশী পরিবর্তন হয়ে থাকে'।
(আদাবুল মুফরাদ হা/১১৭)

প্রতিবেশী সম্পর্কে বিশেষ তাকীদ :
প্রতিবেশীর ব্যাপারে রাসূল (সা.)-কে জিবরীল (আঃ) বার বার তাকীদ করতেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জিবরীল (আঃ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি মনে হত যে, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিবেন'। (বুখারী, মুসলিম হা/৪৯৬৪।)

উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকার :
প্রতিবেশী আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয়, মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম যে কোন অবস্থায় সাধ্যানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা ও তাদের খোঁজ-খবর নেয়া জরূরী। তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটবর্তী প্রতিবেশী ও দূরবর্তী প্রতিবেশী, সহকর্মী, পথিক ও দাস-দাসীর সাথে ভাল ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ অহংকারী-দাম্ভিককে পসন্দ করেন না' (নিসা ৪/৩৬)। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহারের নির্দেশ দানের পাশাপাশি নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্রতিবেশীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা প্রতিবেশীরাই মানুষের বিপদ-আপদে সর্বাগ্রে এগিয়ে আসে। তাই এসব লোকের সাথে ভাল আচরণ করা সকলের জন্য অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে'। (ইবনু মাজাহ)
অন্যত্র তিনি বলেন,'তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার কর, তাহ'লে তুমি মুমিন হতে পারবে'।(তিরমিযী হা/২৪৭৫)
প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ করার মধ্যেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর ভালবাসা নিহিত আছে। রাসূল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে সে যেন সদা সত্য কথা বলে, আমানত রক্ষা করে এবং প্রতিবেশীর উপকার করে'। (মিশকাত হা/৪৯৯০)

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া : সুশৃংখল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে ও সুখী-সমৃদ্ধশালী জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা জরূরী। নিজেকে নিয়ে যে সদা ব্যস্ত থাকে, নিজের স্বার্থ ব্যতীত যে অন্য কিছুই ভাবে না, প্রতিবেশীর বিপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা, হৃদয়গ্রাহী হাহাকার, করুণ আর্তনাদ যার মনে রেখাপাত করে না, এমনকি স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তাদেরকে কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হয় না, সে পূর্ণ মুমিন হ'তে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।(বুখারী হা/৫৬৭২) প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করা পাপ। এমনকি তা ঈমানহীনতার পরিচায়ক।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়, আল্লাহর কসম! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কে সেই ব্যক্তি? তিনি বললেন, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে না'।
(বুখারী, মুসলিম)
প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না'। (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৩)
অপর একটি হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! 'অমুক মহিলা অধিক ছালাত পড়ে, ছিয়াম রাখে এবং দান-ছাদাক্বাহ করার ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখের দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম সিয়াম পালন করে, দান-ছাদাক্বাও কম করে এবং সালাতও কম আদায় করে। তার দানের পরিমাণ হল পনীরের টুকরা বিশেষ। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা স্বীয় প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট দেয় না। তিনি বললেন, সে জান্নাতী'।
(ছহীহ তারগীব হা/২৫৬০)

প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ না করা : প্রতিবেশীর সাথে কোন বিষয় নিয়ে বাক-বিতন্ডা ও ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা এতে উভয়ের মাঝে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া এর জন্য ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,
'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ঝগড়াটে দুই প্রতিবেশীর মোকদ্দমা পেশ করা হবে'। (মিশকাত হা/৫০০০)

প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে গৃহত্যাগে বাধ্য না করা : এমর্মে বর্ণিত হয়েছে, আবু আমের হিমছী বর্ণনা করেন, ছাওবান (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, যখন দু'ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সময় ধরে সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকে, তখন তাদের একজনের সর্বনাশ হয়ে যায়। আর যদি দু'জনই সম্পর্কচ্যুত অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে তাদের উভয়েরই সর্বনাশ হয়। আর যে প্রতিবেশী তার কোন প্রতিবেশীকে নির্যাতন করে বা তার সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করে যাতে সে ব্যক্তি গৃহত্যাগে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তি নিশ্চিত ধ্বংসের মধ্যে পতিত হয়।(আদাবুল মুফরাদ হা/১২৭)

প্রতিবেশীকে হাদিয়া দেওয়া :
উপহার আদান-প্রদানে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। নবী করীম (সা.) বলেন, 'পরস্পরকে উপহার দাও। এতে তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে'। (আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪) হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার দু'জন প্রতিবেশী আছে। আমি তাদের কার নিকট উপঢৌকন পাঠাব? রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'যার দরজা (বাড়ী) তোমার বেশী নিকটবর্তী'। (বুখারী, হা/২২৫৯)
বাড়ীতে ভাল কোন খাদ্য বা তরকারী পাক হলে তাতে প্রতিবেশীকে শরীক করা রাসূল (সা.)-এর নির্দেশ। তিনি আবু যর (রাঃ)-কে বলেন, 'হে আবু যর! যখন কোন তরকারী পাক করবে, তখন তাতে একটু বেশী পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও'।(বুখারী হা/৬০১৪-১৫)
অন্য বর্ণনায় আছে, 'যখন ঝোল পাকাবে তখন তাতে পানি বেশী করে দিবে এবং তৎপর প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য করবে ও তা তাদেরকে সদিচ্ছা সহকারে বিতরণ করবে'।(আদাবুল মুফরাদ হা/১১৩)
প্রতিবেশী যে ধর্মেরই হোক না কেন সকলেই উত্তম আচরণ পাবার অধিকারী। বাড়ীতে কোন ভাল জিনিস তৈরী হলে কিংবা পশু-পাখি যবেহ করা হলে তার গোশত মুসলমান প্রতিবেশীর ন্যায় বিধর্মী প্রতিবেশীর বাড়ীতেও প্রেরণ করা উচিত। একবার আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর বালক ভৃত্য একটি ছাগলের চামড়া ছাড়াচ্ছিল। তিনি বললেন, হে বৎস! কাজ শেষ করে আমাদের ইহুদী প্রতিবেশী হতে (গোশত বিতরণ) শুরু করবে। তখন সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বলে উঠল, কি ইহুদী? আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করে দিন। তিনি বললেন, আমি নবী করীম (সা.)-কে প্রতিবেশী সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করতে শুনেছি। (আদাবুল মুফরাদ হা/১২৪)
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা প্রতিবেশী অথবা তার ভাইয়ের জন্য পসন্দ না করবে'।(মুসলিম হা/৪৫)

প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে ভুরিভোজ না করা : দুঃখ-দৈন্য, অভাব-অনটন মানব জীবনের নিত্যসঙ্গী। এসব দিয়ে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন। আবার ধনী-দরিদ্রও আল্লাহ করে থাকেন। সুতরাং দরিদ্র প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর নেওয়া আবশ্যক। প্রতিবেশী অভুক্ত থাকলে তাকে খাদ্য না দিয়ে নিজে পেট পুরে খাওয়া ঈমানদারের পরিচয় নয়। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)বলেন, 'ঐ ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন নয়, যে পেট পুরে খায় আর তার পাশেই তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে'।(মিশকাত, হা/৪৯৯১)

প্রতিবেশীর দাওয়াত কবুল করা :
মুসলমানের ছয়টি হকের অন্যতম হচ্ছে দাওয়াত কবুল করা। যেমন রাসূল (সা.) বলেন, 'একজন মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টা হক আছে। বলা হ'ল সেগুলি কি হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! তিনি বললেন, তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম দিবে; তোমাকে দাওয়াত দিলে কবুল করবে; পরামর্শ চাইলে সুপরামর্শ দিবে; হাঁচি দিয়ে আল-হামদুলিল্লাহ বললে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে; অসুস্থ হ'লে দেখতে যাবে এবং মারা গেলে জানাযায় শরীক হবে'। (মুসলিম হা/২১৬২)

২১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

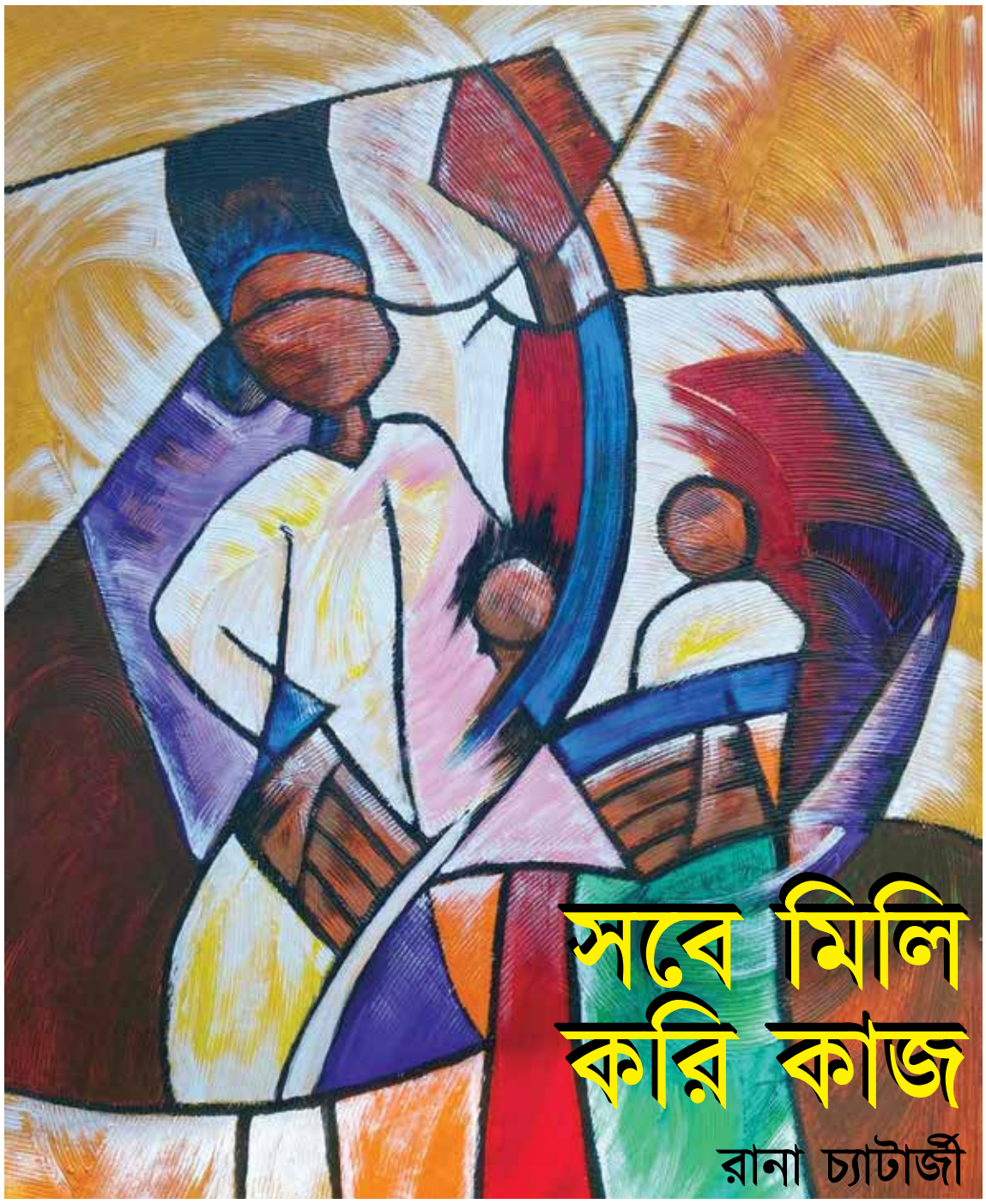

সবে মিলি করি কাজ

রানা চ্যাটার্জী

"কোথায় লেখা আছে শুনি বাড়ির অভ্যন্তরে সকল কাজ মহিলারা করার ঠ্যাকা নিয়ে রেখেছে! তাদের শারীরিক অসুবিধা থাকলেও বুঝি মরি বাঁচি করে সব কিছু তাদেরকে-ই সামলাতে হবে, আর আমরা পুরুষরা গ্যাঁট হয়ে বসে ভাষণ দেবো"। আড্ডার আসর থেকে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে বলেই ফেলল রাগ মিশিয়ে মাথুর দত্ত। বেগতিক দেখে "আহা হা হা চটছো কেন মাথুর, আমি রাগের কথা কি বলেছি!" মাথায় মাফলারটা আরো ভালো করে জড়িয়ে বললো অম্বরিশ চাটুজ্জ্যে।

স্থান পাঁচুর চায়ের দোকান, সান্ধ্য আড্ডা। ওই বিকালের পাঁচটা পঁচিশ কর্ড লাইন হাওড়া পাশ করা থেকে বড় জোর পৌনে সাতটা। তাতেই গ্রাম গঞ্জের এই ছোট্ট হল্ট স্টেশনটি প্রায় জনশূন্য হয়ে যায়। এক নম্বর প্লাটফর্মের ওদিকে রতনের দোকানে স্থানীয় লোক, যাত্রী দু'চারটে রাত অবধি থাকলেও এই তিন নম্বরে আলো আঁধারি নেমে কিছু কুকুর ছাড়া প্রায় ফাঁকা। এখানেই অবসরপ্রাপ্ত জনা পাঁচ ছয় বয়স্ক মানুষজন ওনাদের নিছক আড্ডার আসর বসান।

দীর্ঘ লক ডাউন কাটিয়ে সব যেন একটু একটু করে ছন্দে ফেরার চেষ্টা। এতগুলো ছুটি এক লপ্তে পেয়েও কিন্তু চোখে মুখে কারুর কোনো উচ্ছ্বাস নেই। বাড়ির বাচ্চাগুলো স্কুলের চৌহদ্দি ভীষণ মিস করে কেমন যেন কুয়োর ব্যাঙ হয়ে গেছে। শুধু অনলাইন আর অনলাইনে পড়াশোনায় জেরবার ছাত্র ছাত্রীরা। তাদের চোখের বারোটা বাজিয়ে পরিবেশটা কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে শেষ কয়েক মাসে। কেউ বাদ যায়নি; এমনকি গৃহ বন্দির প্রবল প্রভাব আছড়ে পড়েছিল এই উপস্থিত বয়স্ক মানুষগুলোর জীবন যাত্রাতেও, সঙ্গে তো ছিলই ভাইরাস আতঙ্ক।

প্রমথ বাবুর যেমন দু'তলা বাড়ি সামান্য নিজেদের জন্য ওপরের দুটো রুম রেখে বাকি ভাড়া দেওয়া। ছেলে তো আমেরিকায় সেটল, কিন্তু করোনা কালে তারা হাজির। নিজেদের রুম আর অন্যটা কেউ কখন যদি আসে বা হঠাৎ ছেলে এসে গেলে এই ভাবনায় রেখে দেওয়া। এবার নাতি ক্লাস সিক্সে উঠলো, তার অনলাইন ক্লাস, ছেলের ওয়ার্ক ফ্রম হোম তাই নাতি এসে দাদু ঠাম্মার ঘরেই ক্লাস করছে। স্বাধীনভাবে যে টিভি দেখতো বিছানায় গা এলিয়ে প্রমথ বাবু সেদিন বন্ধ হতেই মেজাজ খিট খিটে। "আস্তে বলো, বৌমা শুনতে পাবে, কি হিংসুটে লোক রে বাবা" বলে ঠাম্মার নিরন্তর প্রয়াস চলছে কত্তাকে নাতির সামনে নৈতিকতার পাঠ শেখানোর। যে প্রমথ বাবু সকাল হলেই বাজার ছুটতেন তিনি নট নড়ন চরণ। "কি গো একটা সবজি নেই, মাছ নেই বাজার যাও" বললেও, সেই গজ গজ। ছেলে তর্কে জড়ালো, "বাবা তোমায় যে সরকার পেনশন দেয়, পুরো বাড়ির এত বছর ধরে ভাড়া, আমি প্রতিমাসে অতগুলো টাকা ব্যাঙ্কে পাঠাই তবু কি হচ্ছে গো প্রতিদিন এমন বিরক্ত মুখ নিয়ে বসে থাকছো। চলো আমি বরং ওপরে তিনতলায় একটা রুম করি" বলতেই লঙ্কা ফোরণের মতো লাফিয়ে উঠলেন বাবা।

মাথুর বাবু ছটা বাজতেই, "না সবাই আজ বসো আমি উঠি বলতেই পিনাকী অবাক হলো। আরে এইতো এলে গো দাদা, তাও গত সপ্তাহ থেকে সবাই এলেও তুমি আসো নি!"

মাথুর জানালো "সবই তো তোমরা জানো বন্ধু, গিন্নি মারা যাওয়ার পর থেকে সংসারে দায়িত্ব বেড়েছে। ছেলের ফিরতে রাত হয়, বৌমা পোয়াতি, বলা তো যায় না কখন কি দরকার লাগে!"

সমীর একটা ব্যঙ্গের হাসি দিলে ওকে থামিয়ে শিশির বললো "এতে হাসির কি আছে? মাথুরদা যে এই উপলব্ধিটা করেছে এই বয়সেও, নিজের দায়িত্ব বোধ থেকে বিচ্যুত না হওয়া এটাই বিরাট আদর্শ আমাদের কাছে! সত্যিই তো দিনকাল ভালো নয়, বাড়িতে অমন এক অসুস্থ মানুষ, হ্যাঁ দাদা তুমি যাও সাবধানে।"

তখনই অম্বরিশ ফুট কেটেছিল, "আমি বাবা রাজার হালে থাকি, বাড়িতে সামান্য কাজও করি না। মাথুরটা বোকা তাই এখনো সন্ধ্যা দেয়, কখনো দেখি টিফিন বানায়, বৌমা কে দুধ গরম করে হাতে ওষুধ দেইয়, থুঃ ওসব মহিলাদের কাজ, প্রয়োজনে দিন রাতের কাজের লোক রাখুক ছেলে।"

মাথুর উঠতে গিয়ে এমন শুনে অবাক চোখে তাকিয়ে কথাগুলো বলে হাতের টর্চ জ্বালিয়ে সামনের দিকে এগুলো। আড্ডার আসরে সবাইকে একদম চুপ করিয়ে দিয়েছে তার কিছু প্রশ্ন। সত্যিই কোনো কাজের পেছনে কোনো লেবেল তো সাঁটানো নেই যে এটা মেয়েদের, এটা করলে ছেলেদের মান যাবে। ফটিক বললো, "মাথুর দা ঠিক বলেছেন আজকাল মহিলারা সংসারের প্রয়োজনে, স্বাবলম্বী হওয়ার সাথেই ঘর বাইরে সবই সামলাচ্ছে, আমাদের ভাবনাকে আধুনিক করা প্রয়োজন। জবরদস্ত উত্তরে পেয়ে অম্বরিশ চাটুজ্জ্যে বেগতিক বুঝে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেলে এড়াচ্ছিল।

---

২০ পৃষ্ঠার পর

প্রতিবেশীর জান-মাল, ইয্যত-আব্রু হেফাযত করা: প্রতিবেশীর মান-সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা যেমন জরূরী, তেমনি মাল-সম্পদ হেফাযত করাও অবশ্য কর্তব্য। রাসূল (সা.) বলেন, 'মুসলিম সে ব্যক্তি যার হাত ও যবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপত্তা লাভ করে'।(বুখারী হা/১০)

অন্য হাদীছে এসেছে, মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) একদা তাঁর ছাহাবীগণকে ব্যভিচার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, (তা কেমন? উত্তরে) তারা বললেন, হারাম; আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তা হারাম করেছেন। তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি দশজন নারীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হ'লেও তা তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা লঘুতর (পাপ)। অতঃপর তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির দশ ঘরের লোকজনের বস্ত্ত-সামগ্রী চুরি করা তার প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার চেয়ে লঘুতর'।(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৫)

প্রতিবেশীর দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা: মানুষ দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। ভাল এবং মন্দগুণের সমন্বয়ে মানুষ। প্রতিবেশীর দোষ গোপন রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখলে আল্লাহ ক্বিয়ামতে তার দোষ গোপন রাখবেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কারো দোষ গোপন রাখে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন'।(মুসলিম হা/৪৬৯১)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন'। (ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৪)

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি মুসলিম ভাইয়ের ত্রুটি গোপন রাখবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন। আর যে মুসলিম ভাইয়ের দোষ প্রকাশ করে দিবে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। এমনকি তাকে অপদস্ত করবেন তার ঘরের ভিতরে'।(ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৬)

প্রতিবেশীর দুঃখ-শোকে সান্ত্বনা দেওয়া: প্রতিবেশীর যে কোন দুঃখ-শোকে তার পাশে দাঁড়ানো, তার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা এবং তাকে সান্ত্বনা প্রদান করা নেকীর কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা প্রদান করবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন'। (ইবনু মাজাহ হা/১৬০১)

প্রতিবেশীর জানাযায় অংশগ্রহণ : এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের যে ছয়টি হক রয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হল কেউ ইন্তিকাল করলে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা।(মিশকাত হা/১৫২৫)

অন্যত্র রাসূল (সা.) বলেন, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক পাঁচটি। সালামের জওয়াব দেওয়া, রোগীকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় শরীক হওয়া, আহবানে সাড়া দেওয়া, হাঁচির জবাব দেওয়া'।(মিশকাত হা/১৫২৪)

প্রতিবেশীর মৃত্যু হলে তার পরিবারের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা : কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার পরিবার-পরিজন শোকে মুহ্যমান থাকে। ঐ সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের কর্তব্য হ'ল তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা। মু'তার যুদ্ধে জা'ফর (রাঃ) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (সা.) ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা কর। কেননা আজ তাদের প্রতি এমন জিনিস বা এমন বিষয় এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে'। (আবুদাঊদ হা/৩১৩২)

প্রতিবেশীর অসদাচরণের প্রতিকার: কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলে তার প্রতিকার কৌশলে করা উচিত। এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! আমার এক প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। তিনি বললেন, যাও, তোমার গৃহ-সামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। সে ব্যক্তি তখন ঘরে গিয়ে তার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখল। এতে তার পাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। তারা জিজ্ঞেস করল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমার প্রতিবেশী আমাকে পীড়া দেয়। আমি তা নবী করীম (সা.)-কে বললে তিনি বললেন, যাও, ঘরে গিয়ে তোমার গৃহসামগ্রী রাস্তায় বের করে রাখ। তখন তারা সেই প্রতিবেশীটিকে ধিক্কার দিতে দিতে বলতে লাগল, হে আল্লাহ! এর উপর তোমার অভিসম্পাত হোক। হে আল্লাহ! তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত কর। এ কথা ঐ প্রতিবেশীর কানে গেল এবং সে সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে তখন বলল, তুমি তোমার ঘরে ফিরে যাও। আল্লাহর কসম! আর কখনো আমি তোমাকে পীড়া দেব না'।(আদাবুল মুফরাদ হা/১২৪)

প্রতিবেশীদের মাঝে ন্যায়বিচার করা: প্রতিবেশীদের মাঝে কোন বিষয়ে সমস্যা দেখা দিলে ন্যায়সঙ্গতভাবে এর সমাধান করা ইসলামের নির্দেশ। এতে ছাদাক্বার ছওয়াব পাওয়া যায়। বিবাদ মীমাংসার জন্য আল্লাহর নির্দেশ, নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে' (হুজুরাত ৪৯/১০)। প্রয়োজনে শক্তি প্রয়োগেরও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন' (হুজুরাত ৪৯/৯)।

বিবাদ মীমাংসা করা শরী'আতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আমি কি তোমাদেরকে সিয়াম, সালাত ও সাদাক্বার চেয়ে উত্তম মর্যাদাকর বিষয় সম্পর্কে খবর দেব না? সাহাবীগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! তিনি বললেন, 'বিবাদমান বিষয়ে মীমাংসা করা'। (তিরমিযী হা/২৬৪০)

হাদিসের আলোকে আমরা প্রতিবেশীর হকের বিষয়ে যা জানতে পারলাম ব্যক্তিগত জীবনে আমরা যদি তা আমলে আনতে পারি তবেই সুন্দর একটি পৃথিবী গড়তে সহজ হবে। ইসলামের সুমহান আদর্শের বদৌলতে দুনিয়ায় গড়ে উঠবে একটি সুখী সুন্দর স্বপ্নীল বসুন্ধরা। তাই আসুন আমরা ইসলামকে জানি। ইসলামের আদর্শকে বুঝতে চেষ্টা করি। ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাস্ট্র সকল স্তরেই এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভুমিকা পালন করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে প্রতিবেশীর হক আদায়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়ার তাওফিক দিন।

সাজা
এনাম আনন্দ

সিংহমামা বনের রাজা
বাঘ মামাকে দিল সাজা,
জলহস্তীর ভাঙল মাজা
শিয়াল মামা করছে মজা।

বানর দেখে মুচকি হাসে
কাঠবিড়ালি ছিল পাশে,
জিরাফ হরিণ দৌঁড়ে আসে
হাতি এলো সর্বশেষে।

মুক্তির গান
বেলাল মাসুদ হায়দার

ভেবেছিলো একটি পাখি গান শোনাবে,
মুক্তির গান। মুক্ত আকাশে, শূন্যে ডানা মেলে
ভেসে ভেসে গাইবে- মুক্তির গান।
হাজার মাইল দূরের রক্ত চক্ষু শাষকের,
খাঁচা ভেঙে পাওয়া স্বাধীন দেশের আকাশে,
দু'ডানা মেলে, উড়ে উড়ে গাইবে মুক্তির গান।
বুকের পাঁজরে চেপে রাখা স্বপ্নের অব্যক্ত আশাগুলি
মনের আনন্দে, আকাশে-বাতাসে ছড়ায়ে গাইবে
মুক্তির গান।

হঠাৎ করেই, অশনি সংকেতের মতো
কালো মেঘে মুক্ত আকাশ ঢেকে গেলো,
অশুভ শক্তি পিশাচের শরাঘাতে হলো
পাখি ভূপাতিত। ক্ষমতালোভী বিত্তবানের
নিষ্ঠুর থাবায়-কালো হাতের নিষ্পেষনে
কণ্ঠরোধ হয়ে পাখি হলো বাকরুদ্ধ।

স্বাধীন দেশে, স্বাধীন ভাবে, গান গাইবার
অধিকার হলো হরন।

পাখি ভাবে এর চাইতে ভালো ছিলো,
খাঁচার ভেতরে ধুঁকে ধুঁকে মরণ।

প্রেমের বীণা বাজে
সুব্রত চৌধুরী

কী নামে ডাকবো তোমায়
কী নাম যায় দেয়া,
মেঘবালিকা, চাঁদনী
নাকি কদম, কেয়া।

নতুন প্রেমের ঢেউ ওঠে আজ
হৃদের বাঁকে বাঁকে,
নতুন হৃদয় নতুন প্রেমের
স্বপ্ন ছবি আঁকে।

হৃদ মাঝারে নতুন সুরে
প্রেমের বীণা বাজে,
আঁখি তোমার মুদে আসে
মরছো বুঝি লাজে?

শোনো আমার চাঁদের মেয়ে,
জোছনা মেখে গায়ে,
প্রেম যমুনায় ভাসবো দু'জন
প্রেমের পঙ্খি নায়ে।

মৃত্যুর আগে
মহম্মদ আব্দুর রহমান জার্জিস

শত শত কষ্ট সহ্যের চেষ্টা
নিস্ফল
থমকে যায়নি
ভর করে দাঁড়িয়েছি ভাঙা পায়ে
আঘাতে পড়েছি
মৃত্যুর আগে
মনে পড়ে বলতে--
"আমারে দেখতে যাইয়ো কিন্তু ..."

জুম্মার দিন
জাকিরুল চৌধুরী

অযু গোসল করে মুমিন
নামাজ পড়তে যায়,
মোয়াজ্জিনে ডাকে তোমায়
খোদার ঘরে আয়।

মসজিদ হতে আযান হাকিছে
বড় সকরুণ সুরে,
আযান শুনে মুমিন তুমি
যেওনা কখনো দূরে।

মসজিদ হতে আসছে ভেসে
মধুর আযানের ধ্বনি,
নামাজ পড়লে পাবে তুমি
জান্নাত-এর খনি।

দলে দলে আল্লাহর ঘরে
যাও খোদার বান্দা,
নামাজ ছাড়া পাবে তুমি
বিশাল বড়ো আন্দা।

নারী
ডালিম সূত্রধর

নারী হল প্রকৃতি, সেইতো আবার মা
এই ধরণীর সৃষ্টি তত্ত্ব তারই উপমা।
নারী বিনা অর্ধ থাকে পুরুষের জীবন
তাই পুরুষের জীবনে নারী প্রয়োজন।
বাপের ঘরে লক্ষ্মী হয়ে থাকে কয়েক কাল
আবার শ্বশুর বাড়ি বউ হয়ে ধরে ঘরের হাল।
পরকে আপন করে নেওয়ায় তার অসীম ক্ষমতা
তাই বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি দুইতে সমতা।
শুধু ঘরে নয় সীমাবদ্ধ বাইরেও নিপুণ
কাজ কর্মে প্রকাশ করে সরস্বতীর গুণ।
নারী শুধু ভোগ্য নয় সুধাও দিতে জানে
প্রেম ডোরে বেঁধে যদি জায়গা দাও প্রাণে।
নারী শক্তির অনেক ভুরি ভুরি আছে উদাহরণ
মাতৃস্নেহ যেমন আছে তেমন করে অসুর নিধন।
গর্ভে ধারণ করে সন্তান মায়ের জায়গা নেয়
অর্ধাঙ্গিনী হয়ে পুরুষের সাহস যোগান দেয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বর্ষার নদী আমার

অঞ্জলি দে নন্দী মম

ঘোলা জল ঘুরে ঘুরে ঘুরে ছোটে
থামার সময় নাই তার মোটে,
কত ফেলা, পানা, পানকৌড়ি ভেসে যায়
চকচকে রুপালি মাছ যত লাফায়।

লেংটা বাচ্চার দল ঝাঁপায়
মাঝি নাওয়ে বসে দাঁড় বায়,
বজ্র থরথরিয়ে মেঘলাকাশ কাঁপায়
গাভীপাল সাঁতরে নদী পার হয়ে
খুব জোরে জোরে জোরে হাঁফায়।

বন্যা নেচে নেচে নেচে তীর ছাপায়
দুকূল যায় ভেঙে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে,
প্লাবনে গাঁয়ের কত ঘর ভেঙে যায়
তাতে নদীর কি-ই বা এসে যায়।

ও তো শুধু মহাসাগরকে চায়
আর অবশেষে তাকেই পায়,
বর্ষার নদী আমার অতি বেগবতী
নদীর বুক থেকে ঝিনুক তুলে তুলে তুলে
আমি ওগুলির ঢাকনা খুলে খুলে খুলে
জোগাড় করি অনেক মতি।

বড় দামী ও মতির রতি
নদী আমায় আপন করে নিয়েছে।
নিজেকে উজাড় করে
ও তো আমাকে ভরে দিয়েছে।
তোরে খুব ভালবাসি নদী, ওরে!

অপার রোদ্দুরে

মহাজিস মণ্ডল

ফিরে ফিরে দেখা হয় জোছনার ভিতর
প্রশস্ত ডানার ভরে আকাশে পাখি উড়ে রোজ
শ্যাওলার ঘাটে জমে আছে কবেকার বিষাদ
নিঃসঙ্গ শুষে খায় পড়ন্ত বিকেলের রোদ
নগ্ন দুই হাতে অবিরাম মেখেছি শুধুই অন্ধকার
জোছনার বুকে রাখা আছে জীবনের শেষ চুম্বন
তাই বুঝি বারংবার আসি নিভৃতে অপার রোদ্দুরে...

অবোধ কলায়

বদরুদ্দোজা শেখু

(১)
বহুদিন পর কী একটা কাজে হঠাৎ
একদিন আমাদের সেই পুরাতন
হাইস্কুলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম একা,
ওখানে মেট্রিক পাশ করেছি সুনামে,
দামে কিন্তু হেরে গেছি ট্যাঁকের মাশুলে
তবু ভুলে স্কুলকেই অলক্ষ্যে সালাম দিলাম।

অন্তত বিশ বছর পর-
ডিগ্রীর সার্টিফিকেট তুলতে কলেজে গেলাম,
ফটকে দাঁড়িয়ে সেদিনের
সেই পাজামা-পাঞ্জাবী পরা অন্তরাল তরুণকে ডেকে
মেলালাম ল্যাবরেটরীর বারান্দায়,
দ্বিধায় দ্বিধায় শুধালাম স্যারদের কথা-
অনেকেই চ'লে গেছেন বদলি হয়ে, হাজরা বাবুর
সাথে দেখা হলো বাইরের মাঠে, বটানি টীচার,
পরিচয়ে চিনলেন, চোখ মুখে বিস্মিত আনন্দ
উপচে' এলো উভয়ের, চার-পাঁচটা পড়ুয়া নিয়ে তাঁর
সেদিনের ক্লাশ দরদে ভাস্বর, এর বেশি আর কি চায়?
স্মৃতি-ভারাতুর মনে ফেরার সময়
অলক্ষ্যে কলেজকেই সালাম দিলাম।

কালেভদ্রে গাঁয়ের বাড়ি যাই।
ঘুরতে ঘুরতে কখনো সন্ধ্যায়
একদা যেখানে আমাদের প্রাইমারী স্কুল ছিল
(আজ নাই) সেই বয়োবৃদ্ধ পাকুড় তলায় গিয়ে
দু'দণ্ড দাঁড়াই আনমনে, সহপাঠীদের মুখ
আবছা আবছা মনে ভাসে, কে কোথায় জানা নাই,
যেমন সেই স্কুলের ভিটেমাটি সব বেদখল আজ,
সাক্ষী শুধু, বুড়ো পাকুড় গাছটা বিষণ্ন একাকী।
পাখি-খাওয়া লাল লাল পাকুড় বীচির কথা
মনে পড়ে, পকেটে পুরেছি কতো কুড়িয়ে কুড়িয়ে।
আজকাল জায়গাটা চেনা বড়ো দায়।
তবু সেই অদশ্য স্কুলকেই অলক্ষ্যে সালাম জানাই।

(২)
অন্তরে মাঠের বীজ ধানের প্রত্যয়
শহরে বসত করি, গ্রামে মন রয়
বিষয়-আশয় নয়, বিবর্ণ অতীত
অস্তিত্বের অন্তরালে সদা গড়ে ভিৎ,
ভিড় করে ছোট ছোট সুখ দুখ স্মৃতি
হাতছানি দিয়ে ডাকে প্রাণের প্রতীতি।

তার মাঝে মান্যবর শিক্ষাগুরুগণ
যাদের ঋণের দায় বই আজীবন
অন্তরে, আদর্শ-সম বহ্নিমান জ্যোতিঃ
পাঠভবনের মাটি ছায়া সরস্বতী
অন্তরালে একীভূত অমৃত অনল
আনন্দের স্বর্গরাজ্যে দ্যায় পরিমল।

সেই বোধ- সেই ব্যথা বুক জুড়ে থাকে,
কখনো আলোয় হাসে, কভু মেঘে ঢাকে
কভু ডাকে আন্তরিক উষ্ণ অভিধায়
যেমন ফেরাতে চায় বিষণ্ন বিদায়
পিছু পিছু দরজায় এসে, অনন্তর
বহুক্ষণ চেয়ে থাকে ফেলে-আসা পথের উপর।
সেই বোধ অবোধ কলায় হাত তোলে,
মাথা নত করে তার অতীত উপলে।

অস্পষ্ট শিরোনাম

বাসব রায়

জোয়ার ঢেউয়ে চাঁদ ভাঙা জোছনার ছলনা
আলো-ছায়ার দ্বন্দ্বে তুমি আলোটাকেই
বেছে নিয়েছো আর এই আমি
ছায়াটিকে নিয়েই পথ চলছি-
অশরীরী ছায়াকে আঁকড়ে ধরাও কঠিন
তবুও, তথাপি-!

অনুসরণের পথে যতদূর দেখেছি
শকুনের শ্যেন দৃষ্টি-
পাহাড় ডিঙিয়েছ তুমি সহজেই
আমি পাদদেশে বরফজলে ভিজে হই
একাকার-।

মায়াবিনী রাত স্বপ্ন দিয়েছে তোমার
দু'চোখে
আমি স্বপ্নহীন দৃষ্টিহীন ছায়াপথের
পথিক
অমিলের সংকলনে তুমি পাতায় পাতায়
খুঁজে পেয়েছ মিল
আমি শেষ পৃষ্ঠার মাকড়সা জালে
আকীর্ণ অস্পষ্ট শিরোনাম যেনো-।

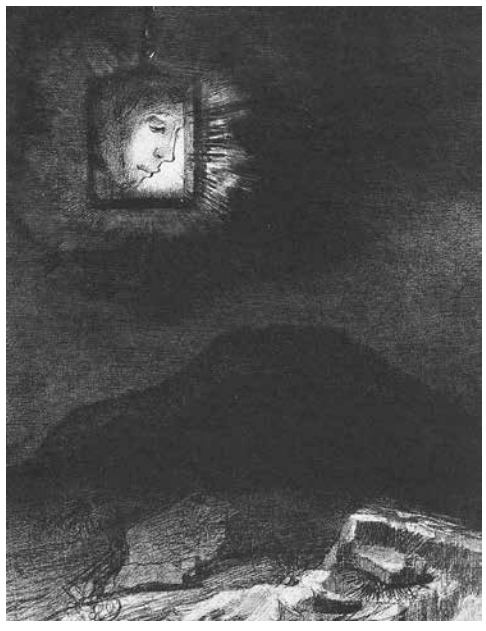

শান্তি ও প্রেমের জন্য

মহীতোষ গায়েন

ইদানিং কবিতা লিখতে গিয়ে পারছি না,
লিখতে গেলেই কিছু চিটিংবাজ, বেইমান,
দাম্ভিক, অহংকারী, স্বার্থপর মুখ ও অপ্রেমী,
হিংসুটে, ঈর্ষান্বিত মুখ ভাসছে- ডুবে যাচ্ছে।

সব কবিতা আগুন হয়ে যাচ্ছে,
সব কবিতা রক্ত ঝরিয়ে যাচ্ছে,
সব কবিতা প্রতিবাদী হয়ে যাচ্ছে,
সব কবিতা প্রতিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

এসো আগুনে হাত রাখি...
এসো নিজেকে শুদ্ধ করি,
এসো মাটিতে হাত রাখি,
এসো মানুষের পাশে থাকি।

পৃথিবীতে সব শান্তি, সুখ যারা নিয়ত নষ্ট
করছে তাদের রাতের ঘুম এসো কেড়ে
নিই, প্রতিরোধের আগুনে পুড়িয়ে এসো
পৃথিবীতে শান্তি ও প্রেমের পতাকা তুলি।

বর্ষাকাল

এম এস ফরিদ

আষাঢ় শ্রাবণ বাদল ধারায়
মেঘ জমেছে ঐ,
বৃষ্টি পড়ে চারদিকে
পানিতে থৈথৈ।

কদম কেয়া গাছের ডালে
বৃষ্টি এসে পড়ে,
ফোঁটায় ফোঁটায় সবুজপাতা
দোল খেয়ে যায় নড়ে।

খালে বিলে ঝিলের পাড়ে
কোলা ব্যাঙের ডাকে,
বর্ষা যেনো জলরাশির
নতুন ছবি আঁকে।

ডিঙি নৌকার ঢেউয়ের ভেলা
ছন্দ খেলায় হাসে,
শাপলা শালুক পাতাগুলো
জল সাঁতারে ভাসে।

বৃষ্টি ভেজা সকাল দুপর
বর্ষাকালের খেলা,
বৃষ্টি থামে বৃষ্টি পড়ে
যায় কেটে যায় বেলা।

স্বপ্ন পরীর দেশ

মো. শাহাজাহান হোসেন

লাল-সবুজের এদেশ আমার
মুক্ত পাখির গান,
স্বপ্ন পরীর রূপে গড়া
আল্লাহ তা'লার দান।

বন বনানী সবুজ শ্যামল
নজর কাড়া রূপ,
ভোরের পাখি গান গেয়ে যায়
হৃদয়টা আমার চুপ।

আকাশ নীলে পাখির ভেলা
ডানা মেলে রোজ,
এমন রূপের স্বদেশ তুমি
কোথায় পাবে খোঁজ?

ইউজার ম্যানুয়েল খুঁজি

রফিকুল নাজিম

এই শহরে যেদিন মোবাইল ফোন এলো
সেদিন অচল হয়ে গেল বেলা বোসদের বাসার ল্যাণ্ডফোন,
প্রাক্তন হয়ে গেল অঞ্জনদের প্রতীক্ষা ও প্রেম।
তারপর এই শহরের ল্যাণ্ডফোনের লাল বুথগুলো
বিনা নোটিশে পরিত্যাক্ত হয়ে গেল!

যেদিন মোবাইল ফোনটা মেঠোপথ ধরে মায়াবতী গ্রামে এলো
সেদিন আমাদের ছেলেবেলা পথ হারালো নীল রঙের স্ক্রিনে।
দাদুর কানের কাছে ধরা ট্রানজিস্টর রেডিওটা
বিনা কারণে আবর্জনায় পরিণত হলো,
'অনুরোধের আসর গানে ঢালি' হঠাৎ বোবা হয়ে গেল।
তারপর মোবাইল ফোন কেড়ে নিল আমাদের দুরন্ত বিকেল,
এক্কাদোক্কা খেলা, গোল্লাছুট, বউছি, দাঁড়িয়াবান্ধা খেলা, কানামাছি ভোঁ ভোঁ...
মা চাচিদের বিকেল বেলার পানের বাটা,
জল জোছনা উৎসব- সব কেড়ে নিল।
কেড়ে নিল আমাদের পাটিপাতা উঠোন, রূপকথার গল্প,
কিচ্ছার আসর, গাজীর গীত ও পালা গান।
তারপর মোবাইলটা গিলে নিল শুক্কুরবারে বই (ফিল্ম)
টেলিভিশনকে আজকাল আমরা কবুতরের খুপরি ঘর হিসেবে ব্যবহার করি।
চিঠির রঙিন পাতা, নীল খাম;
কলমের সাথে প্রেমিক প্রেমিকার বিনিদ্র রাতের কাব্যকথা;
ইদানিং চিঠির ডাকবাক্সটাকেও উটকো ঝামেলা মনে হয়!

ইদানিং নাকি মোবাইল ফোন শিক্ষাকেও গিলে খাচ্ছে?
মোবাইল ফোনের আশীর্বাদে কিছু কিছু সম্পর্ক নগদ, বিকাশ
কিংবা ডাচ বাংলা ব্যাংকিংয়ের মত সহজ ও দ্রুততর হয়ে গেছে!
শেয়ার বাজারের মত সম্পর্কের সূচক নাকি খুব দ্রুত লয়ে উঠানামা করছে!

আমি ডিনামাইট আর মোবাইল ফোনের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করতে পারিনা,
আজও আমি মোবাইল ফোনের ইউজার ম্যানুয়েল খুঁজি...

দান

শ্যামল বণিক অঞ্জন

আমায় তুমি অসীম করেছো দান(!)
টইটুম্বুর ফাগুনেও তাই
বর্ষারই জয়গান!
আমায় তুমি করেছো শূন্য
নিজেকে করেছো পণ্য,
অসার তোমার ফাগুন পসার
ভেবেছো হয়েছো ধন্য।
অমূল্য রতন দলেছো চরণে
বিকৃত লালসার জন্য,
নিষিদ্ধ পথে হেঁটেছো খেয়ালে
হয়েছো যে তুমি বন্য!
বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে নিজেকে
সেঁজেছো মধুবালা,
সেই তুমি
কি করে বুঝবে
স্বপ্ন ভাঙার জ্বালা?

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বিশ্বস্ত ফসিল
আহমদ রাজু

থাকনা ওসব কথা, যে কথাগুলো
ভেসে গেছে বাণের জলে
তাকে আর আগ্নেয়গীরীর লাভায়
ভাসানোর প্রয়োজন কী?

নিষ্ঠুর পথ ছিন্নভিন্ন করে তোলে আজো
মখমল সময় আমার। সৃষ্টিগুলো কোথায় হারিয়েছে
জানিনা; তুমি কি ভেবেছিলে কখনো
চাঁদের জ্যোৎস্নায় গা এলিয়ে দেবার মুহূর্ত
ধূর্ত ঈগলের ঠোঁটে এভাবেই হারিয়ে যাবে?

অগ্নিলা কি এক অদ্ভুত পৃথিবীতে বিচরণ তোমার-আমার তাইনা?
তুমি দক্ষিণ কোণে তপস্যা করো সূর্যস্নানে
আর আমি উত্তরের উতাল হাওয়ায় ভাসিয়ে
দিই কাগজের নৌকা।
মনে আছে অগ্নিলা, যেদিন আকাশে উঠেছিল
নতুন চাঁদ- বাতাসে নবান্নের গন্ধ
তুমি তখন ভেন্না পাতায় হৃদয় সাজিয়ে
বলেছিলে, "সখা অনন্ত যৌবনে যুদ্ধ বাঁধে রোজ
সমাপ্তি হয় আলোকিত সন্ধ্যায়; যদি কখনও
আর সূর্য না ওঠে- ভুলে যাই যৌবনের স্বাদ
আমি পূর্ণতিথিতে জেগে রইবো; বিশ্বাস করো
এ আমার ভালবাসার বিশ্বস্ত ফসিল।"

অগ্নিলা, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের যাতাকলে
নিষ্পেষিত নয়। ভগ্নদশায় ক্ষয়িষ্ণু শরীর
ভেঙে খান খান হৃদয়ের জ্বরে। তবুও জেনে রেখো
সময়ে কলমী ফোটে কেষ্টো ডাঙ্গায়।

তোমার ভালবাসায় ভরা সভ্যতার চিঠি
পরিপূর্ণ একটা কাগজের নৌকা।
উল্কা সুখের কাছে পরাজিত আমি
ভাসিয়ে দিয়েছি নয়নের জলে।

স্বপ্ন বাঁচাতে
শীতল চট্টোপাধ্যায়

আলো এসেছিল জানলার পাশে,
বন্ধ দরজার ওপিঠে।
প্রতিদিনের প্রতীক্ষিত আলোকে
সাড়া দিতে পারিনি,
অন্ধকারে থাকার নির্দেশে।
দরজা খুললেই যে, আলো নামের
সভ্য, উন্নত পৃথিবীর পরাজিত মুখ।
অজানা নির্দেশকের কালো ইশারায়
গোটানো জীবন ডানার পালক খসে রোজ।
নিজেই নিজের জীবন আলোকে নিভু-নিভু করে
নির্বাসিত গৃহকোণের দ্বীপে লুকিয়ে।
নতুন করে জীবন দরজা খুলতে-
গৃহ দরজার বন্ধ মেয়াদ
আরও কত প্রাণের মেয়াদ উর্ত্তীণে জানা নেই।
তবুও, হারানোতে ফেরার স্বপ্ন বাঁচাতে
প্রতিদিন রাত আসে আপন হয়ে।

পরিত্রাণ
হোসনেআরা জামান আলী মুন্নি

সাধক সাধে কণ্ঠ তার সুরে
প্রভু তোমাকেই ডাকে,
খুঁজে মুক্তি, খুঁজে পরিত্রাণ
তোমারই গুনমুগ্ধ গানে।

মায়া মমতা জড়ানো এই ভূবন ছেড়ে,
সুর সাধে যে প্রভু অষ্টপ্রহর তোমারই জন্যে
ম্লান হয় দেহ, ম্লান হয় তার বস্ত্রখানি
অন্তরে পবিত্রতা আনি।
সুখের জন্যে করে তারা দুঃখকে বরণ
দুঃখ তারে করে পরিহার!
সুখ এসে ঘিরে অন্তরে, সেখানে থাকে আমরন।

ঐ নাম না জানা পাখী যে সুর তোলে
সকাল বিকাল সাঁঝে,
প্রভু তোমার জন্যে, মুক্তি সেও খুঁজে!
শক্তি দাও প্রভু, দাও মনোবল আমাকে
আমিও যে মিলাতে চাই
একই গানের সুরে!

অক্সিজেন সিলিণ্ডার
সিদ্ধার্থ সিংহ

যেদিকে তাকাচ্ছি
দেখছি, সবাই ছোট্ট ছোট্ট অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ট্রলি
টানতে টানতে যাচ্ছে
বাজারে... অফিসে... বিয়েবাড়িতে...
বইয়ের ব্যাগ নয়, নানান রং আর ডিজাইনের
অক্সিজেন সিলিণ্ডার নিয়ে
কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে
কেউ দোলনা চড়ছে
কেউ হা-ডু-ডু খেলছে
রাতে ঘুমোনোর সময়েও সবার নাকে লাগানো
অক্সিজেন মাস্ক।

যেদিকে তাকাচ্ছি
সে দিকেই এই একই দৃশ্য
কিন্তু বুঝতে পারছি না
সালটা কত!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13

করোনার ভাইরাসের উৎস অনুসন্ধান তবে কি রয়ে গেল বিশ্বরাজনীতির অংশ হয়েই?

তন্ময় সিংহ রায়

উহান ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজি?

উহান সি ফুড মার্কেট থেকে, না ২০১৯ সালের অক্টোবর মাস নাগাদ উহানে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসা মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি দল ছড়িয়ে গেছে এই করোনা নামক মারণ ভাইরাস? এটা কোনো জীবজন্তুর দেহ থেকে প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের শরীরে প্রবেশ করে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ধারণ করেছে অতিমারি রূপ, নাকি উদ্দ্যশ্যমূলকভাবে এটা প্রয়োগ করা হয়েছে মানুষের দেহে? বিভিন্ন স্যোশাল মিডিয়া, ওয়েবসাইট ও দেশ-বিদেশের নানান সংবাদ মাধ্যমে যেন সাধারণত এই প্রশ্নগুলোই তাদের যোগ্য উত্তর পাওয়ার জন্যে এক তীব্র দুঃখ-কষ্টকে বুকে চেপে নিয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছে অসহায়ভাবে দিবারাত্রি! শুধু কি তাই? এ সন্দেহের বাণ ছুঁড়ছে ও-কে, আবার ও দোষারোপ করছে এ-কে! চীন ও ইরানের ভেতর থেকে সন্দেহের তীর তো যুক্তরাষ্ট্রের দিকে, আবার আমেরিকা প্রায় সেই প্রথম থেকেই কাঠগড়ায় আসামি হিসেবে তুলে রেখে দিয়েছে উহান ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজি'কে!

প্রায় সমগ্র পৃথিবীর অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীরা সার্চ ইঞ্জিন ব্রাউজার হিসেবে গুগুল, ক্রোম এই সব একপ্রকার নিশ্চিন্তে ব্যবহার করে থাকেন যেখানে, সেখানে চীন তার দেশের মধ্যে ব্যবহার করে ইউসি ব্রাউজার ও বাই দু! বিশ্বের প্রায় ১৮০ টা দেশ জুড়ে যেখানে হোয়াটস অ্যাপ ইউজার ২ বিলিয়নের বেশি, সেখানে চীন ব্যবহার করে শুধুমাত্র উইচ্যাট! অনলাইন কেনাকাটায় বিশ্বের বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজন, সেখানে চিনবাসীকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় আলিবাবা! শুধু তাই নয়, প্রায় সারা পৃথিবীতে নির্দ্বিধায় যেখানে ব্যবহার করা হয় জি'মেইল, সেখানে চিনে ব্যবহৃত হয় কিউ কিউ মেইল! স্যোশাল মিডিয়ার অতি জনপ্রিয় ও বৃহত্তম প্ল্যাটফর্ম হিসাবে উঠে আসে একটি নাম ফেসবুক, ২০১৯-এর এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা বিশ্বে ফেসবুক ইউজার ২.৫ বিলিয়ন, সেখানে চীনের স্যোশাল নেটওয়ার্কিং সাইট রেনরেন ডট কম বা রেনরেন! আর এভাবেই টুইটার-এর পরিবর্তে ওয়েইবো ও ইউ-টিউব-এর বদলে ইউ'কো ব্যবহার করে থাকেন সে দেশের মানুষজন! এত গোপনীয়তা কেন? অতিরিক্ত গোপনীয়তাই তো জন্ম দেয় সন্দেহের? বিশ্বের ১৯৪ থেকে ৯৫টা স্বাধীন কোন রাষ্ট্র এ ধরণের গোপনীয়তার অভাবে ধ্বংসের পথে? চীনের ভিতরে সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষজন তো বেমালুম ও প্রায় ক্রমাগতই লিখছে বা লেখে এবং শেয়ারও করছে যে, চীনকে শায়েস্তা করতে যুক্তরাষ্ট্র জীবাণু অস্ত্র হিসাবে এই ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়ে গেছে চীনে।

শুধু সোশ্যাল মিডিয়া কেন? একজন চীনা কূটনীতিক তার টুইটার অ্যাকাউন্টে এক পোস্টে একেবারে সরাসরি ইঙ্গিত করেছেন যে, উহানে ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসা মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি দল ছড়িয়ে দিয়ে গেছে এই বিধ্বংসী মারণ ভাইরাস! ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ডের কমাণ্ডার মেজর জেনারেল হুসেইন সালামি তো একদম সরাসরি বলেছেন যে, করোনাভাইরাস যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি জীবাণু অস্ত্র!

জে. সালামি উল্লেখ করেন, 'যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে চীনে এবং পরে ইরানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলা চালিয়েছে জীবাণু অস্ত্রের!'

পরবর্তীতেই ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা কমিটির একজন প্রভাবশালী সদস্য হেশমাতোল্লাহ ফাতালহাতপিশে মন্তব্য করে বসেন, 'ট্রাম্প এবং পম্পেও করোনা নিয়ে ডাহা মিথ্যে কথা বলছেন, এটা কোনো সাধারণ রোগই নয়, বরং এটা ইরান এবং চীনের বিরুদ্ধে জীবাণু অস্ত্রের এক পরিকল্পিত হামলা!'

এদিকে অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, আত্মবিশ্বাসের সাথে ২০২০-র প্রথম ভাগের দিকে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, 'উহান ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি থেকেই বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে COVID- 19!' এবং এর সপক্ষে তাঁর কাছে নাকি আছে প্রমাণও! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এক বা একাধিক সেই প্রমাণ যে ঠিক কি, তা আজও কৃষ্ণগহ্বরের জমকালো অন্ধকার গর্ভে আছে পড়েই! কে আর কবে যে উদ্ধার করবে সেগুলোকে, বা আদৌ উদ্ধার হবে কি না, তাও রয়েছে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে!

ক্যালিফোর্নিয়ায় কংগ্রেসের এক রিপাবলিকান রাজনীতিক জোয়ান রাইট যা টুইট করেছেন, তা দেখে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের চোখ তো রীতিমতন ছানাবড়া! তিনি তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে টুইট করেছেন এমন যে, 'উহান ল্যাবরেটরিতেই তৈরি করা হয়েছে এই করোনা ভাইরাস, এবং ঐ গবেষণায় চীনাদের সহায়তা করেছেন বিল গেটস!' ফোবস ম্যাগাজিন ২০২০ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমানে পৃথিবীর চতুর্থ ধনকুবের বিল গেটস সম্পর্কে এ ধরণের মন্তব্য, তাও আবার টুইটারের মাধ্যমে প্রকাশ্যে? জোয়ান রাইটের এ ধরণের সরাসরি মন্তব্যের পিছনে তবে কি লুকিয়ে আছে কোনো সত্যতা? নাকি এ এক নিতান্তই ব্যক্তিগত আক্রমণ অথবা গুজব?

চীনের একজন ৩৪ বছরের ডাক্তার (অপথালমোলজিস্ট) ওয়েনলিয়াং, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসেই করোনার প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে তাঁর সহকর্মীদের এক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে হঠাৎই তিনি মারা গেলেন করোনা আক্রান্ত হয়ে! ওয়েনলিয়াং-এর মৃত্যু কি করোনা সংক্রমিত হয়েই হয়েছিল? আমার মতন এ প্রশ্নের ঝড় যে আর কারো মনে ওঠেনি, তা বলাটা অযৌক্তিক। মৃত্যু যদি করোনা আক্রান্ত হয়েই হয়, তো চীন সরকার গুরুত্বসহকারে সেই মুহূর্তে বিষয়টার গুরুত্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিজেদের সরকার, বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র দ্বারা সেই মুহূর্তে সতর্কতা জারি করেনি কেন সমগ্র পৃথিবীবাসিকে? তবে তো আগে থেকেই বিশ্ববাসী অনেক বেশি সতর্ক ও মুক্ত থাকতো করোনার এই নৃশংস আক্রমণ থেকে?

'UNRESTRICTED WARFARE' (China's master plan to destroy America)-নামক একটা বই চিনে প্রকাশিত হয়েছিল ২০০২ সালে, যার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু এমন যে, 'আমেরিকা আমাদের চেয়ে অনেক শক্তিধর একটি রাষ্ট্র। আমরা সরাসরি এঁদের যুদ্ধে হারাতে পারবো না, হারাতে গেলে কিছু ছল-চাতুরী ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে।' এই গ্রন্থ তবে কি ঈঙ্গিত দেয় বিশ্ববাসীকে? প্রবীণ ভাইরাস বিশেষজ্ঞ বোটাও জিয়াও এবং লেই জিয়াও 'দ্য পসিবল অরিজিনস অব ২০১৯-এনকভ করোনাভাইরাস' নামক শিরোনামের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন রিসার্চ গেটে, যে জার্নালে বলা হয়েছে, 'ভাইরাসটি এই ল্যাব থেকে ছড়াতে পারে বলে আমরা বিশ্বাস করছি, তবে শক্ত প্রমাণ পেতে আরও গবেষণা প্রয়োজন।'

চীনের এক চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও ভাইরাসবিদ লি-মেং ইয়ান তো রীতিমতন এক জোরালো দাবি করেন বসেন যে, করোনা ভাইরাস প্রাকৃতিক নয় এবং চীন তা তৈরি করেছে গবেষণারেই।

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের সময় উহানে নিউমোনিয়া নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এমনই তথ্য তাঁর হাতে এসেছে বলে তিনি জানিয়েছেন, এবং গোটা বিষয়টা চীন যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে ধামা চাপা দেওয়ার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এ বিষয়ে পালন করছে বোবা'র ভূমিকা! যুক্তরাজ্যের একটি সংবাদ সংস্থাকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি জানিয়েছেন, গবেষণা করতে গিয়েই তিনি দেখতে পান যে, সি সি ৪৫ এবং জেড এক্স সি ৪১ নামের ওই দুটো করোনা ভাইরাস থেকেই নোবেল করোনা ভাইরাস তৈরি করা হয়েছে আর পরীক্ষাগার থেকে তা ছড়িয়ে পড়ে বাইরে!

পরবর্তীতে হয়তো বাদুড় বা ওই জাতীয় কোনও প্রাণীর থেকে ভাইরাল স্ট্রেন নিয়ে ভাইরাসটাকে রাসায়নিক ভাবে করে তোলা হয়েছে আরো বেশি শক্তিশালী, যাতে তা মানবশরীরে ঢুকে মুহূর্তেই বিভাজিত হয়ে তৈরি করতে পারে অসংখ্য প্রতিলিপি।

চীন সরকারের বিরুদ্ধে এ তথ্যের পর্দা জনসমক্ষে তুলে ধরায় বিজ্ঞানীকে দেওয়া হয় প্রাণনাশের হুমকিও। তাঁর সমস্ত তথ্য মুছে ফেলা হয় সরকারি ডাটাবেস থেকে, এবং তাঁর সম্পর্কে গুজব ছড়ানোর মিথ্যে অভিযোগ ও মিথ্যেবাদী প্রমাণ করার জন্য এমনকি লোক পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়! হংকংয়ে নিজের বাড়িতে ফিরতে পারবেন কিনা আর কোনোদিনও, ও তাঁর পরিবারের জীবন সংকটময় জেনেও প্রাণভয়ে অগত্যা তিনি বাধ্য হন আমেরিকায় চলে যেতে! বর্তমানে বিশ্বের বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞানীর সঙ্গে এ বিষয়ে নতুন করে গবেষণা শুরু করেছেন তিনি, এবং সময় আসলে গোটা বিশ্বকে তিনি এ বিষয়ে আরও অনেক তথ্য দেবেন বলেও জানিয়েছেন।

সব কেমন যেন জড়ানো-প্যাঁচানো এক দীর্ঘ সুতো, যার উৎস তো আছে ঠিকই, কিন্তু ঠিক কোথায়? তা যেন খুঁজে পেয়েও, যাচ্ছে না পাওয়া বা আদৌ দেওয়া হচ্ছে না খুঁজে বের করতে। এই মারণ ভাইরাসের নৃশংস আক্রমণে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত বা সর্বশান্ত হয়ে প্রায় সমগ্র বিশ্বের মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ! তবে কি এটা কোনো ক্রাইম নয়? আন্তর্জাতিক বিচারালয় বলে কি আজ আর নেই কিছুই? যদি সব উত্তর হ্যাঁ হয় তবে MOSSAD, CIA, MI6, FSB, BND কিংবা RAW প্রভৃতি পৃথিবীর এত তাবড় তাবড় গোয়েন্দা সংস্থা থাকা স্বত্তেও এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের উৎস, এই ভাইরাস মানুষ দ্বারা সৃষ্ট কি না, ও পৃথিবীব্যাপি এর মহাসংক্রমণের সঠিক কারণ অনুসন্ধান প্রক্রিয়া স্তব্ধ কেন?

তবে বিষয়টা কি ধীরে ধীরে এভাবেই চাপা পড়ে যাচ্ছে কালগর্ভে?

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

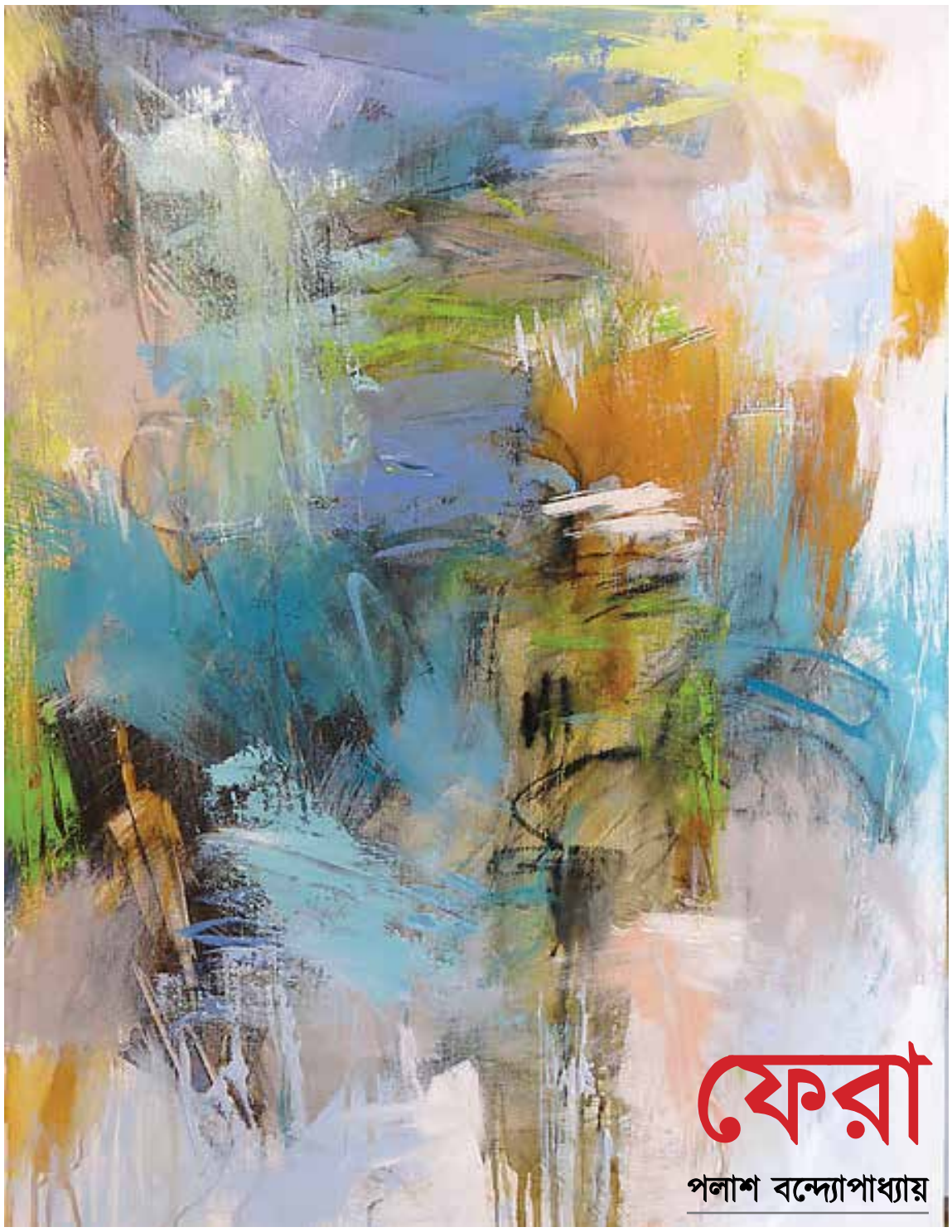

ফেরা

পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত দশদিন ধরে ঘুষঘুষে জ্বর। সঙ্গে সর্দি কাশি। কোনোটাই কিছুতে ছাড়ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকারের আবগারি দফতরের উঁচু পদে আসীন মোহনলাল কর্মকার তা নিয়েই প্যারাসিটামল খেয়ে অফিস করে যাচ্ছিলেন লাগাতার। পরিবারের আপত্তিতে খুব একটা আমল দেননি। মোহনলাল বাবুর বয়স আগামী সেপ্টেম্বরে আটান্ন হবে। এরই মধ্যে ডায়াবেটিস এবং হাই ব্লাড প্রেসার বাঁধিয়েছেন। অবশ্য বাঁধিয়েছেন বললে ভুল হবে। দুটোই তাঁর বংশগতি সূত্রে অর্জিত রোগ। তাঁর বাবা বাষট্টি বছর বয়সে এ দুইয়ের বাড়বাড়ন্তে মারা গেছিলেন। মোহনলাল এমনিতে একটু বেপরোয়া স্বভাবের মানুষ। ছোটখাটো শরীর খারাপকে বিশেষ পাত্তা দেন না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেসব বালাই নিজে নিজে সেরে যায়। তিনি বলেন, 'রোগব্যাধি বড় বিচিত্র জিনিস। তাদের যত পাত্তা দেওয়া হয় তত মাথায় চেপে বসে নেত্য করে।' আর তাছাড়া নিজের ছোটখাটো ভোগান্তির জন্য অফিস কামাই করবেন, এ তিনি ভাবতেই পারেন না। তার দুটো কারণ। প্রথম কারণ হলো নিজের রোগে ভোগা নিয়ে তাঁর ডিনায়াল। তিনি বিশ্বাসই করেন না যে তার শরীরে বড় কোনো সমস্যা ভর করতে পারে। ছোটবেলা কেটেছে গ্রামের মাঠে ঘাটে জলে জঙ্গলে। খাঁটি বাতাস, খাঁটি খাবারে বড় হয়েছেন। শহরের ফুলবাবুদের মতো শরীর স্বাস্থ্য তাঁর নয়।

আর দ্বিতীয় কারণ হলো নিজের কাজের প্রতি তাঁর কমিটমেন্ট ও প্যাশন। তিনি মনে করেন এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কর্মক্ষেত্রে উঁচু পদে থাকা কর্মচারিদের কর্মসংস্কৃতি দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয়, যাতে অধস্তন কর্মচারিরা ফাঁকি মারার সুযোগ না পায়। এ বিষয় না ঘটার ফলে এখন অনেক সরকারি দফতরে কর্মসংস্কৃতি তলানিতে এসে ঠেকেছে।

তাঁর স্ট্যান্ডের ব্যাপারে মোহনলালকে বেশ একগুঁয়েই বলা যায়। তা না হবার অবশ্য কোনো কারণ নেই। গরিব বাবা মায়ের পঞ্চম সন্তান তিনি। সবার ছোট। বাকিদের পড়াশোনার গন্ডি ম্যাট্রিক না পেরোলেও তিনি নিজের জেদে এম. কম এবং পরে এমবিএ করে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে এ চাকরি জুটিয়েছেন আটাশ বছর বয়সে। কর্মক্ষেত্রে ভালো কর্মী হিসেবে রেপুটেশন তৈরি করেছেন তাঁর একক কৃতিত্বে। কলাকাতার বিবিডি বাগ অঞ্চলে গঙ্গার ধারে বিশাল রিয়াল এস্টেটর চার তলায় আঠেরোশো স্কোয়ার ফুটের পূব দক্ষিণ খোলা নিজস্ব ফ্ল্যাট তাঁর। পুরোটাই সৎ ভাবে অর্জিত মাইনের টাকায় এবং লোনে। স্ত্রী মধুলিনা তাঁর থেকে বয়সে বারো বছরের ছোট। দুই মেয়ে তিন্নি আর বিন্নির বয়স যথাক্রমে ষোল এবং বারো। মধুলিনা বাংলা সাহিত্যে মাস্টার ডিগ্রি এবং বিএড হওয়া সত্ত্বেও চাকরি বাকরি না করে সংসার সামলানোর দায়িত্ব সানন্দে বেছে নিয়েছেন। তিনি তাঁর সংসারটাকে বড্ড ভালোবাসেন। বিশ্বাস করেন দুজনেই বাড়ির বাইরে থাকলে সন্তানেরা বাউন্ডুলে হয়ে যায়। মানুষ হয়না। অবশ্য এও তাঁর মনে মনে আছে, মেয়েরা আরেকটু বড় হয়ে নিজেদের ভালোটা বুঝতে শিখলে নিজেও টুকটাক কাজে বেরোবেন সম্ভব ও পছন্দ মতো কাজ হলে। মোহনলাল উদারচেতা মানুষ। স্ত্রীর ইচ্ছের মর্যাদা দেন সর্বদা। তাঁর জন্য ইন ফ্যাক্ট মোহনলালের একটা স্নেহ মিশ্রিত ভালোবাসা আছে। বন্ধু মহলে রসিকতা করে এও বলেন যে তাঁর দুই নয়, তিন সন্তান। এ নিয়ে বাড়িতে স্বামী স্ত্রীতে হাসাহাসিও হয় বিস্তর। মেয়েরা ক্যালকাটা গার্লসের কৃতি ছাত্রী। একজন ক্লাস টেন ও আরেকজন ক্লাস সিক্সে পড়ে। সব মিলে নিটোল সুখী সংসার মোহনলালের।

এবার কিন্তু প্রতিবারের মতো মোহনলালের জ্বরটা সারলো না, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। বারো দিনের মাথায় যখন জ্বরের সঙ্গে তীব্র কাশি, বুকে ব্যথা এবং শ্বাস কষ্ট শুরু হলো তখন অফিস কর্তাদের কাছে ব্যাপারটা সুবিধার ঠেকলো না। তাঁরা মোহনলালের স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে একপ্রস্থ আলোচনা করে তাঁকে একপ্রকার জোর করে অফিস থেকে কলকাতার এক নামি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। অথচ এমনটি হওয়ার কথা নয়। যখন অফিস থেকে বেরোন তখনও বেশ কথাবার্তা বলছিলেন মোহনলাল, কিন্তু যখন তিনি হাসপাতালে পৌঁছন, তখন তাঁর অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর। জ্ঞান নেই, হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে, পালস এবং ব্লাড প্রেসার প্রায় রেকর্ডই করা যাচ্ছে না। কোভিড সংক্রমন সন্দেহে হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার তাঁর এডমিশন ইত্যাদি ফর্মালিটি বাদ দিয়ে ইমার্জেন্সি লবি থেকেই আপৎকালীন তৎপরতায় তাঁকে কোভিডের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে গিয়ে দ্রুত ফ্লুইড চালিয়ে, ইমার্জেন্সি মেডিসিন ও অক্সিজেন দিয়ে তাঁর জ্ঞান ফেরান, থিতু করেন। পি.সি. আর ও অন্যান্য টেস্ট করতে পাঠানো হয় এবং পরের দিনই টেস্টের রিপোর্ট আসলে বোঝা যায় যে তিনি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যায় তাঁর ফুসফুসের শতকরা সত্তর ভাগ কোভিডের ফলে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। মধুলিনা ইন্টেন্সিভ কেয়ারের লবিতে দাঁড়িয়েছিলেন ভিজিটিং কনসালট্যান্টের সঙ্গে কথা বলার জন্য। যাঁর তত্ত্বাবধানে মোহনলালের চিকিৎসা চলছিল সেই ডাক্তার বনশল মধুলিনাকে লবির এক কোনে ডেকে নিয়ে গিয়ে নরম গলায় বললেন, 'অবস্থা ভীষণ ক্রিটিক্যাল মিসেস কর্মকার। ফুসফুসের অনেকখানিই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে ওনার শ্বাস নিতে প্রচন্ড অসুবিধে হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত হাই ফ্লো নেজাল অক্সিজেনে রাখতে পারলেও তাতে বেশিক্ষণ সুরাহা হবে এরকম কিন্তু মোটেই নয়। মিনিটে পনের লিটার করে ময়েস্ট অক্সিজেন দিয়েও স্যাচুরেশন শতকরা একানব্বই পর্যন্ত উঠেছে সর্বোচ্চ। যদিও বাকি সবরকম সাপোর্ট চালু হয়ে গেছে, তবুও এতে পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে না আসলে যে কোনো সময় বাইপ্যাপ, তারপর ভেন্টিলেটর এমনকি তাতে কাজ না হলে ই.সি.এম.ও'তেও চলে যেতে হতে পারে আমাদের। পুরোটাই পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। আগামী বাহাত্তর ঘন্টার প্রতিটি মুহূর্ত খুবই ক্রুশিয়াল আমাদের কাছে'

মধুলিনা প্রচণ্ড বিভ্রান্ত ও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন ডাক্তারবাবুর কথা শুনে। কোনরকমে আবেগ ও কান্না চেপে রেখে ঢোঁক গিলে তিনি বললেন, 'ডাক্তারবাবু, অত টেকনিক্যাল ব্যাপার তো আমি বুঝি না! আমাকে বলারও দরকার নেই। কিন্তু আমি একটা বিষয় কিছুতে বুঝতে পারছিনা, এত তাড়াতাড়ি ওর অবস্থা এমন খারাপ হয়ে গেল কি করে? আজকে সকালেই তো দিব্যি আমার সঙ্গে কথা বলে অফিস গেল, তারপর বিকেলের দিকে অফিস থেকেই আমাকে খবর দেওয়া হয় হঠাৎ করে ও খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। হসপিটালাইজ করতে হবে। অথচ পনের দিন আগেই ওর কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ নেওয়া হয়েছে। আমার মাথা কাজ করছে না একদম।'

'যদিও ব্যাপারটা রেয়ার তবুও এরকমটা ঘটতে পারে মিসেস কর্মকার। এমনিতে ওনার বয়স বেশি, সঙ্গে কো-মরবিডিটি আছে, তার উপর দীর্ঘদিন ধরে জ্বর চেপে রেখে অফিসে গিয়ে কাজকম্ম করাতে শরীরে ভাইরাল লোডও হয়তো বেড়ে গেছে অনেক। এই সবকিছু মিলেই বিপত্তি বলে আমার ধারণা। যাইহোক, এখন ওসব ভেবে কিছু লাভ নেই। যেটা করার সেটা করতে হবে আমাদের। আমার মোবাইল নম্বর, ওয়াটসআপ নম্বর দেওয়া থাকলো আপনাকে। প্রয়োজনে আমাকে ফোন করতে হেজিটেট করবেন না। অবশ্য আমিই ব্যক্তিগতভাবে মাঝে মাঝে আপনাকে ফোন করে পেশেন্টের ব্যাপারে আপডেট দেব। ডোন্ট ওরি।'

ডাক্তারবাবুর কথায় অনেকটা ভরসা পেলেও মন থেকে ভয় গেল না মধুলিনার। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চিন্তাক্লিষ্ট মুখে বাড়ির দিকে রওনা দিলেন তিনি। হাসপাতাল গেটে অফিসের টপ বস মিস্টার রক্ষিতের সঙ্গে দেখা হলো তাঁর। তিনি হাত নেড়ে মধুলিনাকে বললেন, 'আমরা আছি ম্যাডাম। উই উড ডু আওয়ার লেভেল বেস্ট। চিন্তা করবেন না।'

মধুলিনা তাঁর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

হায়েস্ট সাপোর্ট দিয়েও অবশ্য শেষ রক্ষা করা গেলনা। বাঁচলেন না মোহনলাল। প্রথম দিকে সুন্দর ডেভেলপমেন্ট হচ্ছিল। অক্সিজেন স্যাচুরেশন বাড়ছিল ধীরে ধীরে। শ্বাস কষ্ট কমে গিয়ে তরল খাবার খেতে শুরু করেছিলেন তিনি। মধুলিনার ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু, যাঁরা মধুলিনার সঙ্গে সর্বক্ষণ ফোনে, সোশ্যাল মিডিয়ায় যোগাযোগ রাখছিলেন, তাঁদের কাছে তিনি আশা প্রকাশও করেছিলেন, দু'একদিনের মধ্যে হয়তো বা ছুটি হলেও হতে পারে মোহনলালের। কিন্তু ভর্তি হওয়ার চতুর্থ দিনের মাথায় কখনো ভেন্টিলেটর সাপোর্ট না লাগা, এইচ.ডি.ইউ তে থাকা মোহনলালের রাত দুটো নাগাদ হঠাৎ করে সাইটোকাইন স্টর্ম ও পরে কার্ডিয়াক এরেস্ট হওয়ায় তাঁকে আর কোনোমতে ফেরানো গেলনা।

হাজার চেষ্টাতেও না। তাঁর কো-মর্বিডিটির কারণে ইরিভারসিবল অর্গান ফেলিওরে চলে গেলেন তিনি।

যখন হাসপাতাল থেকে মধুলিনার কাছে খবরটা যায়, তখন অনেকটা রাত জেগে থাকার পর একটু সময়ের জন্য তাঁর চোখের পাতা দুটো লেগে গেছিল। খবর শুনে ধড়মড় করে উঠে বসে আধ ঘন্টার মধ্যে পাগলের মতো হাসপাতালে পৌঁছলেন তিনি। ডাক্তার বনশল অত রাত্তিরেও লবিতেই দাঁড়িয়েছিলেন। মধুলিনাকে দেখে তাঁর হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, 'সরি। কিছু করার মতো সময়ই দিলেন না উনি।'

মধুলিনা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর ওয়ার্ডের কাচের জানালা দিয়ে মোহনলালকে শেষবারের মতো দেখে যন্ত্রের মতো হেঁটে পৌঁছলেন হাসপাতালের এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসে।

অফিস ইনচার্জ মিস্টার চ্যাটার্জী তাঁর চেয়ারেই ছিলেন। বললেন, 'সরি মিসেস কর্মকার ফর ইয়োর ইরিপেয়ারেবল লস! আমাদের আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভাষা নেই। একই সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে, কঠোর লাগলেও কিছু কথা আমাদের বলতেই হয়, তাই বলছি, সরকারি কোভিড প্রটোকল হিসেবে প্রয়াত মিস্টার কর্মকারকে আমরা আপনার কাছে হ্যান্ড ওভার করতে পারব না। সব ফর্মালিটি শেষ হওয়ার পর সরকারি সাহচর্যে আমাদের দায়িত্বে আগামীকাল ওনার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। আপনি কাইন্ডলি এই পেপারগুলোতে একটু সাইন করে দিন। আর, বাই দি বাই এটাও বলে রাখি, ওনার চিকিৎসার সব দায়িত্ব ও ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন ওনার অফিস। এইমাত্র মিস্টার রক্ষিতের সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে আমাদের।'

মধুলিনা নীরবে কাগজপত্রে সই করে অফিস থেকে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন ভোর চারটে। মেয়েরা জেগেই ছিল। তারা মায়ের দিকে তাকালে মা তাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে পাথরের মত ভাবলেশহীন মুখে বললেন, 'নেই!'

২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

২৭ পৃষ্ঠার পর

ওদিকের মসজিদটা থেকে নামাজের আওয়াজ আসছে। একটা কোকিল ডেকে উঠলো পূব জানালার পাশের কৃষ্ণচূড়ার ডালে বসে। মা আরো একবার বললেন, 'তোমাদের বাবা আর নেই।' বলে অঝোর ধারায় কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

মোহনলালের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দুদিন আগে থেকে মধুলিনার শরীরটাও বিশেষ ভালো যাচ্ছিল না। একটু মাথা, গা হাত পা ব্যথা। জ্বর জ্বর বমি বমি ভাব। পেট খারাপ। শেষমেশ মোহনলালের মৃত্যুর দুদিন পর থেকে তিনিও পড়লেন ধুম জ্বরে। সঙ্গে গলা ব্যথা এবং বেদম কাশি। যদিও দিন পনেরো আগে তাঁরও কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজটা নেওয়া হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা তিনিও কোভিড আক্রান্ত। কিন্তু বয়সটা চল্লিশের আশপাশে এবং অন্য কোনো রোগ নেই বলে মধুলিনা বাড়িতে থেকে চিকিৎসা চালাতে মনস্থ করলেন। প্রথমেই যে চিন্তাটা এল তা হলো এই পরিস্থিতিতে যদি তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় তাহলে মেয়ে দুটোকে রক্ষা করবেন কিভাবে? পরে ডক্টর বনশলের সঙ্গে ভিডিও কনসাল্টেশনে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল যে, তাঁরা একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকলেও আলাদা করে মেয়েদের কোনো ঝুঁকি নেই। উপসর্গ শুরুর আগে ইনকিউবেশন পিরিয়ডে তাঁরা যখন একসঙ্গে ছিলেন, তখনই মেয়েদের যা এক্সপোজার হওয়ার হয়ে গেছে। ইন ফ্যাক্ট তিন্নি আর বিন্নিরও, মধুলিনার জ্বরের দুইদিনের মাথাতেই জ্বর শুরু হলো। সঙ্গে হালকা সর্দি কাশি গলা ও গা হাত পা ব্যথা। তা অবশ্য সেরেও গেল তিনদিনের মাথায়। কিন্তু মধুলিনার অসুস্থতা না কমে চারদিনের মাথায় শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়াতে তাঁরও হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরিস্থিতি হলো। এদিকে কলকাতার ফ্ল্যাটে দুটো মেয়ে একা। মধুলিনার শ্বশুরবাড়ি কুচবিহার। বাপের বাড়ি বিরাটি হলেও না আছে সেখান কেউ এসে থাকার মতো, না আছে মেয়েদের সেখানে পাঠানোর উপায়। মধুলিনার মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল এই পরিস্থিতিতে। ছোটবেলাকার বন্ধু পেশায় স্কুল শিক্ষিকা ও নাট্যকর্মী দেবনন্দা প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন। তিনি এই অবস্থায় আবারো ফোন করলেন মধুলিনাকে।

'মেয়েদের কাছে কে থাকবে মধু?'

'কাকে আর পাবো! একাই থাকবে! তিন্নি যথেষ্ট বড় হয়েছে। যা পারে খাবে দুটো ফুটিয়ে। আমি আর অত ভাবতে পারছি না।' স্পষ্টত হতাশ শোনায় মধুলিনার গলা।

'আরে অত ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু হয়নি বাবু! আছে তো তোর দেবু! সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। আমার ফোন নম্বর তিন্নির কাছে দিয়ে দে, আর তিন্নির নম্বর আমার কাছে। বাকিটা আমি বুঝে নেব। আর তাছাড়া রান্নাবান্না, ওষুধপত্র ওসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবেনা বস! ওসব আমার ওপর ছেড়ে দে। তুই বোধহয় জানিস না, তোর এই বন্ধুটি এঞ্জেল ভলান্টিয়ার্সের সঙ্গে যুক্ত। যাদের কাজ হলো করোনা আবহে অসহায় পরিস্থিতিতে পড়া বিপন্ন মানুষদের পাশে দাঁড়ানো। উইথ ফুড, মেডিসিন, অক্সিজেন, হস্পিট্যাল এডমিশন অর এনি আদার এসিস্টেন্স। তুই নিশ্চিন্তে ঘুরে আয় হাসপাতাল।' দেবনন্দা অভয় দেয় মধুলিনাকে।

'সত্যি দেবু! তুই না থাকলে যে আমার কি হতো!' আবেগে বুজে আসে মধুলিনার গলা।

'হা হা হা। তুই আর বড় হলিনা মধু!' ফোনের ওপার থেকে ভেসে আসে দেবনন্দার ভরাট অভয় দেওয়া গলা।

ভর্তি হওয়ার দশ দিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন মধুলিনা। ফুসফুসে সংক্রমন হলেও ওষুধ ও হাই ফ্লো অক্সিজেনে রেসপন্স হয়েছিল তাঁর। বেশ কিছুদিন অক্সিজেন ডিপেন্ডেন্ট থাকার কারণে ধীরে ধীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমাতে হচ্ছিল কেবল, অন্য আর কোনো জটিলতা হয়নি চিকিৎসায়। এঞ্জেল ভলান্টিয়ার্স প্রতিদিন নিয়ম করে খাবার দিয়ে গেছে তিন্নি আর বিন্নির জন্য। বাকি সব খবর রেখেছে নিয়ম করে। দেবনন্দা অন্তত দিনে তিনবার করে ফোন করেছে তিন্নিকে। তাদের সব খবর নিয়েছে। তাদের আশ্বস্ত করেছে। হাসপাতালের চিকিৎসা খাতে এক পয়সা খরচ হয়নি মধুলিনার। পুরো ব্যয়ভার বহন করেছে মোহনলালের অফিস। শুধু তাই নয়, তিনি বাড়ি ফেরার দিনই মিস্টার রক্ষিত তাঁর প্রতিনিধিকে মধুলিনার কাছে পাঠিয়ে এই শুভ খবরটি দিয়েছেন, ডিপেন্ডেন্ট উইডোর পেনশন নয়, মোহনলালের শেষ না করতে পারা চাকরিটা যাতে তিনি পান, তার জন্য কলকাতা অফিস অলরেডি দিল্লিতে পারস্যু করেছে।

এতদিন তাঁর ডাক্তার বন্ধুদের কাছ থেকে মধুলিনার প্রতিদিনের স্ট্যাটাস জানিয়ে তার আউটকাম কি তা আন্দাজ করার চেষ্টা করছিল দেবনন্দা। মধুলিনা ফেরার দিন রাত এগারোটায় দেবনন্দার ফোনটাও তাঁর কাছে এলো।

'কেমন আছিস মধু?'

'ফার্স্ট ক্লাস। মেয়েদের কাছে ফিরে যেটুকু বিষণ্ণতা ছিল তাও কেটে গেছে দেবু। আই এম এ নিউ গার্ল নাও অলটুগেদার। লাভ ইউ ডার্লিং।'

'দ্যাটস লাইক এ ব্রেভ গার্ল। একটা সেল্ফি পাঠা মেয়েদের সঙ্গে। আর খুব আনন্দে থাকিস তোরা তিনজন।'

'হ্যাঁ। পাঠালাম সেল্ফি। বাট মাইন্ড ইট, নেভার সে এনি মোর, উই আর থ্রি মাই ডিয়ার। উই আর অলয়েজ ফোর। ফোর ফর এভার।'

'ওহ! ইয়েস! ইউ আর ফোর।'....

ALLIANCE
OF AUSTRALIAN MUSLIMS

MUSLIM MEDIA WATCH

WE URGE THE MUSLIM COMMUNITY TO REPORT ANY ARTICLE, OPINION PIECE, NEWS ITEM, COMMENTARY, BLOG, SOCIAL MEDIA POST, ETC., THAT IS BIASED AGAINST OR VILIFIES ISLAM OR THE MUSLIM COMMUNITY AND HAS BEEN PUBLISHED IN AUSTRALIA.

THE ALLIANCE OF AUSTRALIAN MUSLIMS (AAM) MEDIA COMMITTEE WILL TAKE ALL REPORTS SERIOUSLY AND TAKE THE NECESSARY ACTIONS

REPORT BY VISITING THIS LINK:

WWW.MUSLIMWATCH.COM.AU

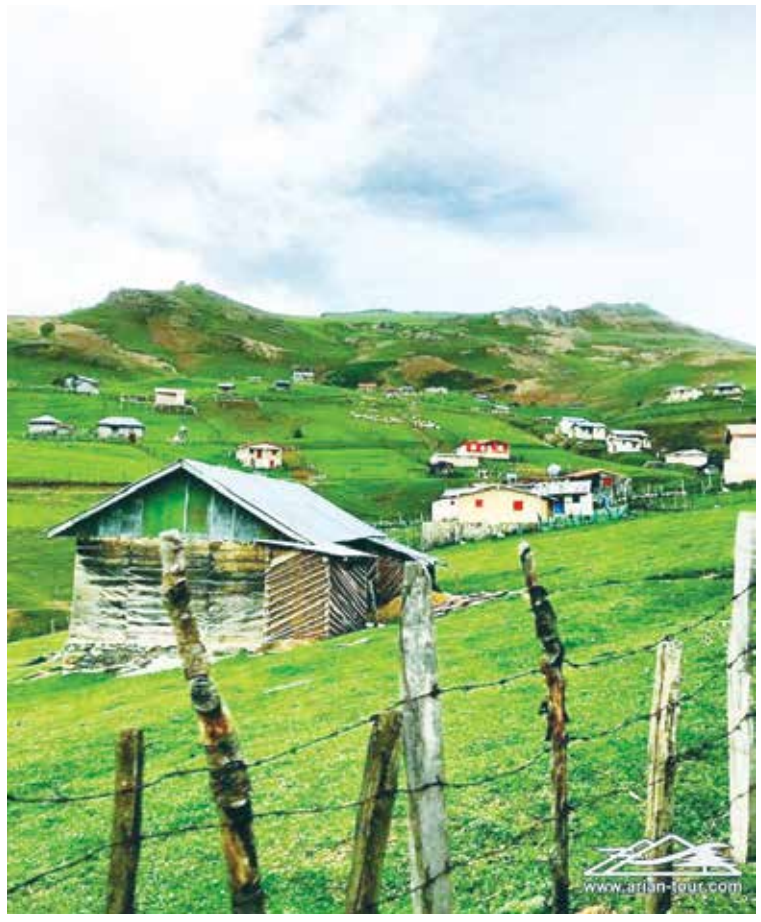

১৮ পৃষ্ঠার পর

বিমান থেকে তেহরান ও ইস্ফাহান শহরের আলোকোজ্জ্বল রাতের যে দৃশ্য, সে তো এটির ধারেকাছেও আসবে না। আমিসহ অন্য সবার চোখ ও মস্তিষ্ক তখন নিচের দিকে নিবিষ্ট। সবাই নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। গাড়ির চালক অগায়ে সাবেরি এসব করতে নিষেধ করলেন। "অগায়ুন, লুতফান! ইনতুর নাকুন।' অর্থাৎ, মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করে এরকম করবেন না। আর হাসি মুখে কঠিন করে বললেন, এভাবে ঝুঁকে গেলে কিন্তু আমরা একবারে নিচে পড়ে যাব।

তবুও যারা সামনে ও বাঁপাশে জানালার ধারে বসেছি তারা দেখছি। নিচের দিকে নদীতে পানির বদলে মেঘ বয়ে যাচ্ছে। এও কি সম্ভব! বিস্মিত হয়ে তাই সবাই মুখে বারবার উচ্চারণ করছি আল্লাহর জাত ও সিফাতি নামসমূহ। এক গভীর নদী। যে নদীর প্রশস্ততা তিন কিলোমিটারের মতো। তাতে পানি যেরকম খুব স্রোত নিয়ে মোহনার দিকে বয়ে যায় আর মাঝে মাঝে কুণ্ডলী পাকায়, ঠিক তেমনি মেঘগুলিও গড়িয়ে চলছে। নদীটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বয়ে যাচ্ছে আর মেঘগুলোও তাই পশ্চিম থেকে পূর্বে ঢেউ উঠিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছে।

আমরা তাহলে কত উপরে উঠেছি যে, নিচে মেঘ দেখা যাচ্ছে। বিমানে উঠলেই এরকম মেঘের উপরে সাঁতার কাটা যায়। আর এখানে কিনা বিনা বিমানে মেঘের নদীর উপর আমরা। আল্লাহ তায়ালার এক অপার নিদর্শন এই দৃশ্যটি। তাই বুঝি অন্যান্য ইরানি মানুষজন এভাবেই রাতের আঁধারে ছুটে এসে খানাপিনা করে অপেক্ষা করছিল চোখ ও মনকে অবিশ্বাস্য কিছুর সাক্ষী করার। নিচের দিকে নামছি আর তিন কিলোমিটার মতো দক্ষিণে দেখছি এ পাড়ের মতো পাহাড় ও বাড়ি। তবে আরো পাহাড় আছে সেগুলো ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিল। সবার ক্যামেরা সচল হলো মেঘের কুলু কুলু বয়ে চলার ক্ষণকে ক্যামেরাবন্দি করতে।

আমরা এঁকেবেঁকে নিচে নামতে লাগলাম। ভাবছি, সাগর বা নদীর তলদেশে যেরকমটি শৈবাল, ঝিনুক, মুক্তো আরও কত্ত কিছু থাকে সেরকমটি বোধহয় আজ স্বচক্ষে দেখা ও হস্তগত করার সুযোগ মিলছে। সে খোওয়াব পূরণের জন্য নিশপিশ করছিলাম। মেঘের উপরে থাকা পাহাড়ি রাস্তাগুলোর বর্ণনা দিয়ে শেষ করার নয়। ইরান সরকারকে কি বলব! এদের পরিকল্পনা ও কাজ কত ভালো যে, অতো উঁচুতেও বিদ্যুতের ব্যবস্থা করেছে। এমন কোনো বাড়ি নেই যারা বিদ্যুৎহীন।

এ মা! যতো নিচে যাচ্ছি, দেখছি মেঘমালার ভাটির দিকে যাত্রা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। মিনিবাসের বহর একবারে নিচে যেখানে নেমে আসলো, সেখানে গ্রাম, দোকানপাট ইত্যাদি। ছোট্ট একটি নদী। খুব সম্ভবত ঝরনার পানি তার বুকে প্রবাহিত। কেননা, পানিগুলো পরিষ্কার ও শীতল। ছোট্ট লোহার ব্রিজ হচ্ছে নদীর দু'পাড়ের সংযোগ। ব্রিজের অদূরে পূর্বদিকে শান বাঁধানো যার নিচে দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে। শানে বসে অনেকেই সুবহানেহ বা সকালের নাস্তা খাচ্ছিলেন। আমরাও মাদুরে বসে নাস্তা সারলাম।

এরা বাঙালি না। তাই মোটা চালের ভাত খায় না। মাঝে মধ্যে একটু পোলাও টোলাও খায় আরকি। পোলাও যা দিবে তা দু'বছরের বাচ্চার একবারের খাবারের সমান। এই পোলাও চাউলের জন্য ধান বুনেছে স্রোতস্বিনীর ধার ঘেঁষেই। ধানের শিষ এখন হালকা সোনালি বরণ। টুপটাপ করে গোটা কয়েক মাছ লাফাচ্ছিল। মেঘ স্রোতস্বীনির তলদেশে শৈবাল, ঝিনুক বা মুক্তো না পেলেও সবুজ-সোনালি ধানক্ষেত আর গোটা কয়েক মাছ পেলাম।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার তরুণ তুর্কী এক সহপাঠী কৃষক মহোদয়ের সাত কিংবা আট বছরের সেই পরীটিকে একটি লাল টুকটুকে জামা উপহার দিলো। উপহার পেয়ে বেজায় খুশি হয়ে, "দাসতে শুমা দারদ নাকুনেহ!" বা কৃতজ্ঞতা বলে খোঁচা খোঁচা দাঁড়িওয়ালা গালে চুমু দিল। সৌজন্যবোধ কাকে বলে তা এদের দেখলেই বুঝা যায়।

সূর্যটা আলো ছড়াল। আকাশের অপরিচ্ছন্নভাব কেটে গেল। আমরা দেখতে পেলাম নীলাকাশ। আর কেউ চাইলেও মামুলি এ দিনের আলো বা রাতের আঁধারেও আর পাহাড়চূড়া থেকে এ গাঙে আর বইতে দেখবে না মোহনার টানে মেঘমালার ঊর্মি। অপেক্ষা কাল বিহানবেলার।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
  ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Qurbani
Beef $230.00
Goat $240.00
Lamb: $220.00

DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم ملحمة درويش من أبناء الجالية
العربية والإسلامية خاصة بأحر التهاني
بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم باليمن والبركات

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

حلال
HALAL
Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

Suprovat Sydney Copy Right Protected

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, July-2021
Year-13
30

স্নেহ চুম্বন

মোঃ রেজাউল করিম

> রেললাইনের ধারের বস্তির বিধবা নিঃসন্তান হাওয়া বিবি লোকমুখে বোবার জীবন বৃত্তান্ত শুনে মনের অজান্তে নিজের মাঝে সন্তান স্নেহ জাগ্রত হয়। সে বাজার থেকে বোবাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখে। হাওয়া বিবি পরের বাড়ি কাজ করে নিজের জীবন নির্বাহ করে। সে যা আয় করে তা দিয়ে বোবাকে নিয়ে চলতে তার কোন অসুবিধা হবে না

ভৈরবের তীরে শ্মশানের কাছে কত যুগের অযত্নে লালিত সাড়াগাছটার তলায় চারিদিক কাঁপিয়ে বিকট শব্দ হলো। আশ্বিন মাস স্বচ্ছ আকাশে সাদা মেঘ খণ্ড খণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে। মরা ভৈরব খননের পর বর্ষা মৌসুমের পানিতে তার বুকে যে যৌবন এসেছিল তা এখনো বহমান। মাছের নেশায় আছন্ন মানুষগুলো আশ্বিনের এ পড়ন্ত বিকেলে কেউ ছিপ নিয়ে কেউ ডিঙি নৌকা বেয়ে জাল পেতে মাছ শিকারে ব্যস্ত। কেউ কেউ সদ্য খননকৃত নদীর পাড়ে তোলা মাটির উপর গজানো নতুন ঘাসের গালিচায় বসে অকারণ গল্পে অলস সময় অতিবাহিত করছিল। হঠাৎ তীব্র শব্দে সবাই আতঙ্কিত, ভয়ার্ত উৎসুক। ভৈরবের পাড়ে যে যার কাজে ছিল তাতে ইস্তফা দিয়ে সবাই শ্মশানের দিকে যেতে লাগলো। নানা মন্তব্য নিয়ে হুজুগে মাতাল বাঙালি দৌঁড়াচ্ছে তো দৌঁড়াচ্ছে।

আমি ও রবি পড়ন্ত বিকেলে নতুন গড়ন্ত ভৈরবের পাড়ে এক পায়ে পথ বেয়ে হাঁটছিলাম। শখের হাঁটা বাদ রেখে শ্মশানের দিকে পা চালালাম। কেউ কেউ ফিরে আসায় তাদের কাছে ঘটনা জিজ্ঞেস করলে বললো, বোবা মারা গেছে। হলো তো বিকট শব্দ তাহলে বোবা মারা গেল কী করে? মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল, পাশাপাশি হাঁটতে থাকা রবির দিকে চাইলাম রবিও আমার দিকে। আমি বললাম, ঘটনা কি? রবি মাথা নাড়িয়ে না সূচক উত্তর দিল। হাঁটতে হাঁটতে ঘটনাস্থলে পৌঁছলাম। অল্প সময়ের ব্যবধানে ভয়ার্ত শ্মশান জনতাময়। কাউকে কিছু না বলে, ভিড় ঠেলে দেখি রক্তাক্ত দেহে সত্যি বোবা মরে পড়ে আছে। সাড়াগাছে বসবাসকারী পাখিরা ভয়ে উড়ে গিয়েছিল। তারা আবার ফিরে এসে নীরবে বসে আছে। জমায়েত জনতার নানা মন্তব্যের কণ্ঠস্বর সাড়াগাছ তলা গরম করে রেখেছে। বোবার বুকের একপাশ উড়ে গেছে তার নিথর দেহ মাটিতে পড়ে আছে। নানা জনের নানা কথার সারাংশ এবং তার পাশে পড়ে থাকা একটা কৌটায় অনুমিত সে হাতে তৈরি বোমা বিস্ফোরণে মরেছে।

বোবার প্রকৃত নাম কেউ জানে না, কোথায় বাড়ি তাও কেউ জানে না। এই বছর দুয়েক হলো বোবা শ্যামনগর বাজারে এসেছে। বাজারে পরিত্যক্ত ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অন্যান্য ছিন্নমুল পরিবারের সাথে অবহেলায় শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষায় রাত যাপন করে। দিনের বেলায় বাজারে ঘুরে বেড়ায়। তার বয়স বেশি না, কতই বা আর হবে এই আনুমানিক দশ বারো বছর। এই বয়সে মা-বাবার কাছে আদর-যত্নে লালিত পালিত হয়। আর অসহায় বোবা বাজারে মানুষের ফরমায়েশ খাটে মানুষ যা দেয় তাই দিয়ে খায়। সে কারো কাছে চেয়ে বা ভিক্ষা করে খায় না। তার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করলে সে আঙুল দিয়ে পশ্চিম দিকে দেখায়। বাবা- মা'র কথা জিজ্ঞেস করলে ইশারা-ঈঙ্গিতে যা বুঝাতো তাতে এটাই অনুমিত হতো ওর নিজের মা মারা গেছে। বাবা আবার বিয়ে করেছে। এই সৎ মা ওকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। এটা বুঝে কেউ কখনো বোবাকে কিছু বলত না, সবাই তার প্রতি দয়া পরবশ হতো। বোবার পেটে খাওয়া ছাড়া আর কোন চাহিদা নেই।

রেললাইনের ধারের বস্তির বিধবা নিঃসন্তান হাওয়া বিবি লোকমুখে বোবার জীবন বৃত্তান্ত শুনে মনের অজান্তে নিজের মাঝে সন্তান স্নেহ জাগ্রত হয়। সে বাজার থেকে বোবাকে নিয়ে এসে নিজের কাছে রাখে। হাওয়া বিবি পরের বাড়ি কাজ করে নিজের জীবন নির্বাহ করে। সে যা আয় করে তা দিয়ে বোবাকে নিয়ে চলতে তার কোন অসুবিধা হবে না। তার আপন বলতে পৃথিবীতে নাকি কেউ নেই, কুষ্টিয়ার মঙ্গা অঞ্চলে বাড়ি ছিল। সেখানে কাজের অভাব দু'মুঠো ভাত জোগাড় করে জীবন চালানো খুবই কষ্টকর। তাই সে অভাবের তাড়নায় এখানে চলে এসেছে। একথা সত্য কি মিথ্যা কে জানে? কি অন্য কোন কারণে এসেছে? এ নিয়ে কারো গবেষণার সময় নেই। কর্মব্যস্ত এ বাজারে যার তালে সেই চলে।

হাওয়া বিবির কাছে বোবা খুব যত্নে থাকে। সে বোবাকে কোথাও যেতে দিতে চায় না। কিন্তু তার শিশু মন বাঁধা মানে না, তাছাড়া প্রথমে সে বাজারে থাকত তাই মন ঘরে থাকতে চায় না; সে বাজারে ছুটে যায়। কারো কাছ থেকে কোন কিছু চেয়ে সে আগেও নিতো না এখনো নেয় না। মানুষের কাজ করে সে যে পয়সা পায় সেটা এনে হাওয়া বিবিকে দেয়। বোবা হাওয়া বিবির কাছে এসে আগের থেকে এখন অনেক সুন্দর হয়েছে। মানুষের নজর লাগবে বলে হাওয়া বিবি তার গলায় জালের কাটি ঝুলিয়ে দিয়েছে। স্নেহের বস্তু ভেবে বোবা তা গলায় রাখে। কারো সাথে কোন গণ্ডগোল করে না। দুষ্ট প্রকৃতির কেউ তাকে মারলে সে প্রতিশোধ না নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে হাওয়া বিবির কাছে চলে যায়।

বোবা শ্যামনগর বাজারে আসার পরে কেউ তাকে এ পর্যন্ত খুঁজতে আসেনি। অনেকে বাজারের ঠিকানা দিয়ে ফেসবুকে তার ছবি পোস্ট করে দিয়েছিল। কিন্তু ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কেউ খোঁজ নিতে আসেনি। ভৈরব নদী কাছে হলেও বোবা কোন দিন নদীর তীরে যায় না। আজ কী মনে করে তার অবুঝ মনের চঞ্চল ডানায় ভর করে নদীর তীরে এসেছিল সেই জানে। আর হয়তো শ্মশানের কাছে সাড়াগাছ তলায় লাল টেপ আটকানো কৌটা পেয়ে আনন্দে ভেতরে কী আছে দেখার কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সহজে খুলতে না পেরে ইটে ঘা মেরে খুলতে গিয়ে ঘটে যায় দুর্ঘটনা তাতেই বোবার জীবনাবসান হয়। মৃত বোবার খোলা চোখ কী যেন খুঁজতে চায়। কেউ তা বুঝতে পারে না। তার মৃত দেহ মাটিতে পড়ে থাকে। মানুষ আসে সমবেদনা জানায় আর চলে যায়।

বোবার এ মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। লোকমুখে হাওয়া বিবির কানেও পৌঁছে যায়। হাওয়া বিবি আলু থালু বেশে বিদ্যুৎ বেগে শ্মশানে ছুটে আসে। নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। বোবার রক্তাক্ত দেহের উপরে লুটিয়ে পড়ে। অল্প দিনের স্নেহের লালন পালনের বন্ধন ছিড়ে বোবা পাড়ি দিল অনন্ত অসীমে। হাওয়া বিবির জীবনে বোবার বিরহ ব্যথার স্মৃতি জড়িয়ে থাকলো। বোবাকে নিয়ে জীবন কাটানোর স্মৃতি সে তার শোকে রোমন্থন করছে। মানুষ তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে; কিন্তু তার মনে সান্ত্বনা মানছে না। সে কেঁদেই যাচ্ছে।

স্থানীয় চেয়ারম্যান, মেম্বরসহ গণ্যমান্য লোকজন এসেছে। থানা শহর বেশি দূরে নয়। চেয়ারম্যান থানায় সংবাদ পাঠায়। চৌকিদার এসে বসে আছে। স্বাভাবিক মৃত্যু নয় তাই প্রশাসনকে জানাতেই হবে। থানার ওসি সাহেব পুলিশ নিয়ে চলে আসে। তারা টিনের কৌটা নেড়ে চেড়ে দেখে এবং হাতে তৈরী বোমা বলে অনুমান করে। কোন দুষ্কৃতকারীর দল এটা এখানে ফেলে গেছে আর তাতেই নিষ্পাপ বোবার জীবন গেল। অনেকে অনেক কথা বলতে লাগলো। হাওয়া বিবি বোবাকে দাফন করতে চাইল কিন্তু ওসি সাহেব জানিয়ে দিলেন আইনে তা সম্ভব না। তাকে ময়নাতদন্ত করতে হবে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ভ্যানে তোলার পরেই বিশ্বজগতে দিনের সমাপ্তি ঘোষণা করে মসজিদে আযান শুরু হলো। উপস্থিত জনতা সরে যেতে লাগলো। হাওয়া বিবি অনেককে বললো লাশ ময়নাতদন্তের শেষে ফিরিয়ে এনে এখানে দাফন করতে। কিন্তু কেউ কেউ বললো ঝামেলার দরকার নেই। হাওয়া বিবি বোবার লাশ নিয়ে চলা চলন্ত ভ্যানের কাছে গিয়ে মৃত বোবার রক্তাক্ত কপালে তার জীবনের সব মমতা ঢেলে স্নেহ চুম্বন দিয়ে মাটিতে লুকিয়ে পড়লো। লাশবাহী ভ্যান চলে গেল।

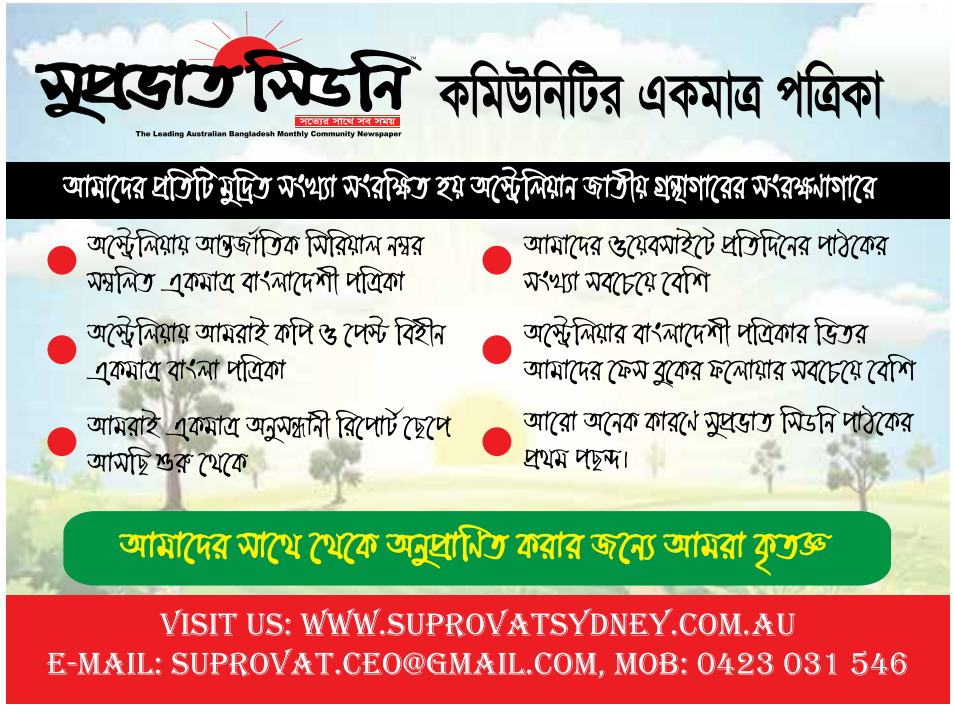

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED AT LOWEST PRICE | FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, July-2021, Volume-7, No-13 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

সিডনির কান্না

এম, এ, ইউসুফ শামীম

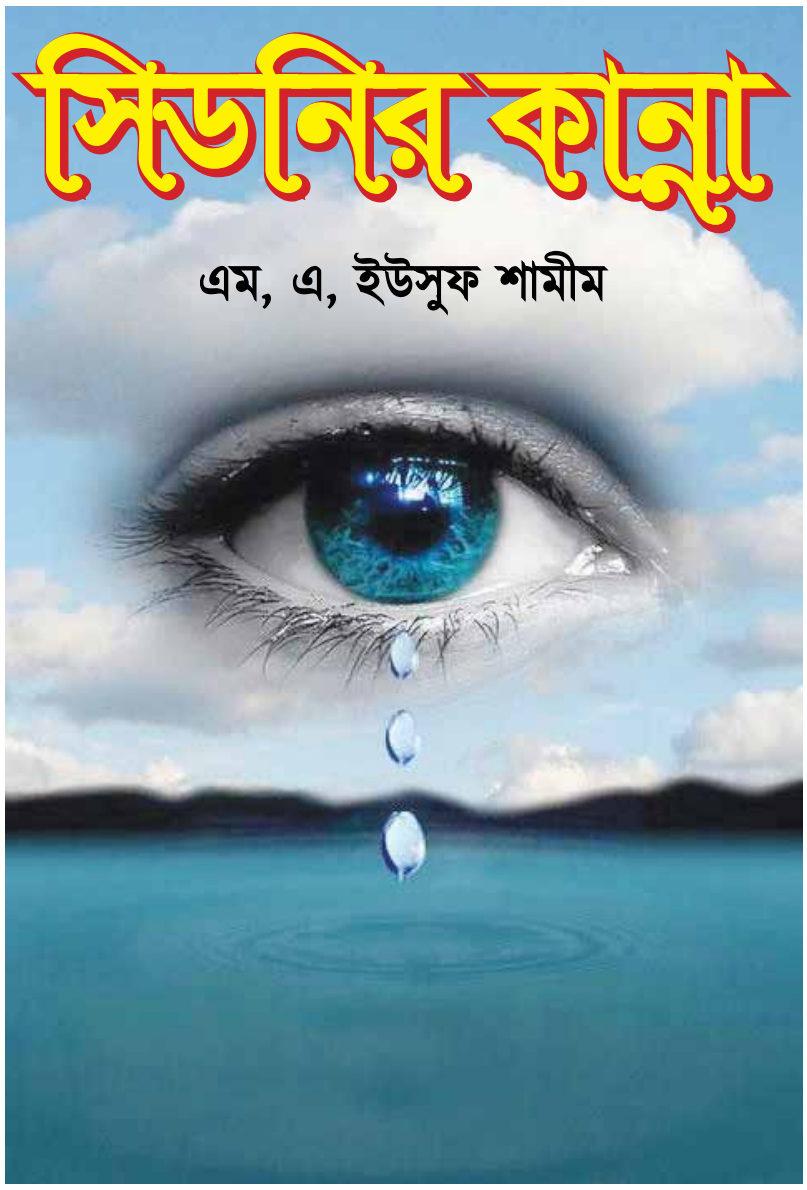

‘জন্মিলে মরিতে হইবে, অমর কে কোথা কবে!’ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন “প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে”। সুতরাং জন্ম হলে তার পরিণতি মৃত্যু, এটাই অমোঘ নিয়ম এই পৃথিবীর। প্রতিটি ধর্মেই একটি বিষয় সকলে একমত, সবাইকে মরতে হবে। মৃত্যুর পর যার যার ধর্ম অনুযায়ী সৎকারও সম্পন্ন হয়, মানবীয় মর্যাদার এ দিকটি প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে।

মুসলমানদের ধর্মীয় নিয়মে গোসল, জানাজা ও কবরে দাফন করা হয়। কিন্তু সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ঘটে গেল এর এক ব্যতিক্রম। এ ঘটনায় গোটা কমিউনিটি বাকরুদ্ধ এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। কমিউনিটির একজন প্রবীণ লোকের মৃত্যু পরবর্তী এ ঘটনায় কিছুটা বুঝা যায় আসলে অস্ট্রেলিয়ায় আমারা কত অসহায়। যারা বিশেষ করে মাইগ্রেন্ট হয়ে এসেছি - তাদের কথা বলছি। ধর্মীয় রীতি নীতির বাইরে যেয়ে অনেকে অনেক কিছুই করেন - সে বিষয়ে আজ আমি বলবোনা।

জনৈক প্রবীণ বাংলাদেশীর মৃত্যুতে মরহুমের বন্ধুরা জানাজা দিতে গেলে জানা যায় - তার ২ ছেলে আর মুসলমান নেই, তারা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। ছেলেরা তখন বলেছে যে তাদের বাবা ওসিয়ত করে গেছেন, মৃত্যুর পর যেন তাকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা না হয়। এজন্য না কি তিনি অমুসলমানদের কবরস্থান সেন্ট এনড্রোতে কবরের জায়গা কিনে রেখেছেন। উনার ওসিয়ত অনুযায়ী পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরিয়ে কবরে নামাতে হবে।

> জন্ম হলে তার পরিণতি মৃত্যু, এটাই অমোঘ নিয়ম এই পৃথিবীর। প্রতিটি ধর্মেই একটি বিষয় সকলে একমত, সবাইকে মরতে হবে। মৃত্যুর পর যার যার ধর্ম অনুযায়ী সৎকারও সম্পন্ন হয়, মানবীয় মর্যাদার এ দিকটি প্রতিটি ধর্মেই রয়েছে

এ অবস্থায় মরহুমের প্রচুর শুভাকাঙ্খী ও বন্ধু মহল গিয়ে ছেলেদেরকে অনুরোধ জানায় তারা যেন ইসলামী ধর্মীয় রীতিতে দাফন সম্পন্ন করে। কিন্তু ছেলে বা স্ত্রী কেউ রাজি হয়নি। শেষ পর্যন্ত একটি ফিউনারেল পার্লার, যা কিছু অমুসলিম মহিলা কর্তৃক পরিচালিত, সেখানে তার আনুষ্ঠানিকতা ও প্রস্তুতি সমাপ্ত করে পুর্বনির্ধারিত কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঐ সময় তাকে কবর দেয়ার আগে ঘটে কিছু দুঃখজনক ঘটনা। মরহুমের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু সেখানে দাঁড়িয়ে বিদায়ী কবিতা আবৃত্তি করেন। তারপর একজন তথাকথিত ইসলামী নেতা সেখানে বক্তব্যও রাখেন। শেষপর্যন্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

কথা হচ্ছে ,এটা আসলে কোন ধর্ম ? মুসলমানেরা জানাজায় তারা দুয়ার মাধ্যমে মাগফিরাত কামনা করেন মৃতের জন্য, হিন্দুরা গীতা পড়েন, খ্রিষ্টানরা বাইবেল পড়েন। অনন্য সকল ধর্মেই তাদের ধর্মীয় পুস্তক থেকে ধর্মীয় জাযক বা গুরুরা যার যার ধর্মীয় পুস্তক থেকে পড়ে থাকেন।

এ ঘটনায় জনমনে প্রশ্ন থেকেই যায়, ভীতি থেকেই যায়: কি ধর্মের অনুগত ছিলেন তিনি? কি ধর্মে তাহলে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি ? কমিউনিটিতে উনার সম্পর্কে কেউ খারাপ কোনো মন্তব্য করার রাস্তা নেই। কারন উনি খুব হিসেবে করে চলতেন। গুনে গুনে মানুষের সাথে চলতেন। নির্দিষ্ট একটি দলের সাথে প্রায় তাকে দেখা যেত। ছেলে মেয়েদেরকে এদেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা দিয়েও কি লাভ হলো ? মুসলমানদের নূন্যতম যে শিক্ষা সেটা যদি না দেয়া হয় তবে আমাদের যে কারো ছেলে মেয়েরাই ওরকম হতে পারে। যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। আমরা দুহাত তুলে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে তার জন্য ক্ষমা প্রাথনা করি। আল্লাহ পাক যাতে মরহুমকে মাফ করে দেন ও তার আওলাদদেরকে হিদায়েত দিয়ে দেন।